চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ
সমিতির সাংস্কৃতিক
বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ২ জ্যৈষ্ঠ – ৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ ঃ ১৭ মে – ২৩ মে, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 29, 17 May - 23 May, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ভারতের প্রায় ২৬টা শহরকে নিশানা করে পাকিস্তানের

ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা আকাশেই মিলিয়ে দিল ভারত। পাশাপাশি যাত্রীবাহী বিমান উড়িয়ে তাকে ঢাল করার ফন্দি এঁটেছিল পাকিস্তান। ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের কাছে পর্যুদস্ত সব চেষ্টা।

রবিবার : পাকিস্তানের ডিজিএমওর সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব

ভারত মেনে নেওয়ার পরেও সমঝোতা ভঙ্গ করে সীমান্তে গোলাগুলি চালালো পাকিস্তান। পাল্টা জবাব দিয়েছে ভারতও। তবে নরেন্দ্র মোদী সরকার জানিয়ে দিয়েছে যে কোনও জঙ্গী হানাকে যুদ্ধ হিসাবেই দেখবে ভারত।

সোমবার : উত্তরবঙ্গের সেবক থেকে সিকিমের রংপো পর্যন্ত রেলপথ

নির্মাণের কাজ চলছে। এর মধ্যে মেল্লি থেকে সিকিমের দেন্তাম পর্যন্ত ৭৫ কিলোমিটার নতুন রেলপথের সমীক্ষার নির্দেশ দিল ভারতীয় রেল। এই রেলপথে যুক্ত হবে দক্ষিণ–পশ্চিম সিকিম।

মঙ্গলবার : কোনো সংস্থায় ৩০ বছরের বেশি কাজ করা শ্রমিককে

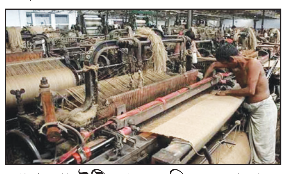

প্রাপ্য গ্রাচুইটি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না বলে জানালো কলকাতা হাইকোর্ট। শ্রম যুগ্ম কমিশনাররা নির্দেশ দেওয়ার পরেও এক চটকল কর্তৃপক্ষ ৩৭ বছর কাজ করা ২ শ্রমিককে গ্রাচুইটি না দেওয়ায় এই রায়।

বুধবার : অপারেশন সিঁদুরের পর অপারেশন কেল্লার। কাশ্মীরের

সোপিয়ানে ভারতীয় সেনা অভিযানে খতম ৩ লস্কর জঙ্গী। ২২ এপ্রিলের পর কাশ্মীরে সক্রিয় যে ১৪ জন জঙ্গীর তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল এরা তাদের মধ্যেরই বলে মনে করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার : একই দিনে জোড়া স্বস্তি। পাকিস্তানী রেঞ্জারের

হাতে ধরা পড়া রিষড়ার বাসিন্দা বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম কুমার সাউ এবং বাংলাদেশের বিজিবি ধরে নিয়ে যাওয়া শীতলকুচির কৃষক উকিল বর্মন ফিরে এল দেশে।

শুক্রবার : গত বেশ কয়েকটি রায়ে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের

কাজকর্মে সময় বেঁধে দিয়েছে সুপ্রীম কোর্ট। এবার এই এক্তিয়ার তাদের আছে কিনা সহ ১৪ টি প্রশ্নের উত্তর সুপ্রীম কোর্টের কাছে জানতে চাইলেন রাষ্ট্রপতি।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বাংলায় থাকা পাকিস্তান প্রেমিদের বিরুদ্ধে

হোক সার্জিক্যাল স্ট্রাইক

কুনাল মালিক

পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানার ঘটনার পর ভারত কঠোর প্রত্যাঘাত বা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছে পাকিস্তানে। ভাতে এবং প্রাণে দুদিক দিয়েই পাকিস্তানকে সবক শিখিয়েছে নতুন ভারতবর্ষ, যা দেখে সারা বিশ্ব আলোড়িত। ভারতীয় হিসাবেও আমরা আমাদের দক্ষ সেনাবাহিনীর জন্য গর্ব অনুভব করছি। কিন্তু এই আবহে আমাদের বাংলায় থাকা কিছু গদ্দার পাকিস্তান ও বাংলাদেশী প্রেমীদের চোখে জল। পাকিস্তানের প্রত্যাঘাতের ঘটনায় তাদের হৃদয় ভেঙে গেছে। ভারতে থাকব, ভারতের খাব আর বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের হয়ে চোখের জল ফেলবো এ দৃশ্য দেখে আমরা বাকরুদ্ধ। এখন অনেকেই চাইছেন এবার এই সমস্ত বাংলায় থাকা পাকিস্তান ও বাংলাদেশ প্রেমীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক শুরু করুক সরকার। সম্প্রতি আমরা দেখলাম বামপন্থীরা রাস্তায় নেমে হাহাকার করে বলছেন, পাকিস্তানের গরীব মানুষের উপরে

হামলা হচ্ছে কেন? অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করো। অথচ যখন ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে ধর্ম জেনে জেনে বিশেষ করে লিঙ্গ দেখে নির্বিচারে ২৬ জনকে হত্যা করা হল, তখন কোথায় ছিল এদের মানবিকতা? কোথায় ছিল এদের প্রতিবাদ? এই বাংলার কিছু বুদ্ধিজীবী, যদিও এখন তাদের বুদ্ধিজীবী কেউ বলে না। তারাও বলছেন যে অবিলম্বে এই যুদ্ধ বন্ধ হওয়া দরকার, এসবই প্রহসন। শাসকদলের এক পুরসভার চেয়ারম্যান তো বলছেন, পহেলগাঁওয়ের ঘটনা সম্পূর্ণ প্রহসন! সিঁদুর নামে এই যে অপারেশন হল সেটাও একটা প্রহসন। এদের কাছে প্রশ্ন নিজেদের বিবেকের আয়নায় এরা কোনদিন মুখ দেখেছে। যখন ভারতবর্ষের সেনাবাহিনী চোখে চোখ রেখে পাকিস্তানকে একের পর এক জবাব দিয়ে চলেছে, তখন এদের দেশপ্রেম জাগ্রত না হয়ে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশিদের জন্য হৃদয় কেঁদে উঠছে? এই সমস্ত কাণ্ডকারখানা দেখে অনেকেই দাবি করেছেন এই সমস্ত পাকিস্তান এবং বাংলাদেশী প্রেমীদের অবিলম্বে ওই দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। অবশ্য সরকারিভাবে কবে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এদের বিরুদ্ধে শুরু হবে সে কথা জানা না থাকলেও, বাংলার জাগ্রত জনতা কিন্তু জেগে উঠেছে। সম্প্রতি আমরা দেখলাম বারাসাতের চাঁপাডালিতে এক মাংস বিক্রেতা যার নাম রিজুয়ান কুরেসি, সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি কুরুচিকর পোস্ট করেছিল যেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ছোট করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে বড় করে দেখানো হয়েছিল।

এরপর পাঁচের পাতায়

বিএসএফ ও পুলিশের নজরদারির মধ্যেও অনুপ্রবেশ অব্যাহত

কল্যাণ রায়চৌধুরি

ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তের বহু অংশ কাঁটাতার বিহীন ও অরক্ষিত বা উন্মুক্ত থাকার কারণে বিএসএফের নজর বা প্রহরা এড়িয়ে প্রায়শই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকে পড়ে ভারতে। কেন না এইসব সীমান্তগুলিতে ভৌগোলিক অসুবিধার কারণেই আজও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে বিএসএফের কাছে একপ্রকার চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে উন্মুক্ত বর্ডার লাইনগুলি। ভারতের প্রতিবেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদলের পর কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত

থেকে বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি প্রত্যাহারের কড়া হুঁশিয়ারি দেয় ভারত। সেই অনুযায়ী নিরাপত্তা জোরদার করা হয় সীমন্তবর্তী এলাকাগুলিতে।

পাশাপাশি, এদেশে থাকা পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযানে নামে পুলিশ। গত বেশ কিছুদিন যাবৎ নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগণার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে ধরা পড়েছে একাধিক অনুপ্রবেশকারি। বাংলাদেশ ফিরে যাবার আগেই ফের পুলিশের জালে ধরা পড়ে ৭ জন বাংলাদেশি।

এরপর পাঁচের পাতায়

নিয়মকে বুড়ো আঙুল

নদীর চড়ে কাটা হচ্ছে ম্যানগ্রোভ

সৌরভ নস্কর গঙ্গাসাগর: বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার মানুষদের বুক চিতিয়ে রক্ষা করে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ। লাগাতার সরকারি প্রচার ছাড়াও রয়েছে বন দপ্তরের কড়া নজরদারি, কিন্তু সে সবের পরেও রক্ষা পাচ্ছে না সুন্দরবন, ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে বিঘের পর বিঘে ম্যানগ্রোভ অরণ্য, তৈরি হচ্ছে কংক্রিট এর বাড়ি ও পুকুর। এক সূত্রে জানা গিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত গঙ্গাসাগরের বঙ্কিমনগর এর চেমাগুড়ি বাজার সংলগ্ন বটতলা নদীর চর থেকে বারুইপুর জেলা পুলিশের এক হোমগার্ড তপন মাইতি সরকারি নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ম্যানগ্রোভ কেটে তৈরি করছে নিজের বাড়ি এবং পুকুর। গ্রামবাসীদের অভিযোগ গণ স্বাক্ষরের মাধ্যমে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো রকম সুরাহা হয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, নদীর চর থেকে বেআইনিভাবে ম্যানগ্রোভ কাটার জন্য তাকে বারবার বাধা দেওয়া হয় কিন্তু সে এলাকাবাসীদের বাঁধাকে তোয়াক্কা করে না। এ বিষয়ে এক এলাকাবাসী বিশ্বজিৎ জানা বলেন, ‘বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের পর বন দপ্তরের পক্ষ থেকে ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নদী ভাঙ্গনের হাত থেকে এলাকাবাসীদের কে রক্ষা করার জন্য ম্যানগ্রোভ লাগানো হয়েছে। কিন্তু রাজ্য পুলিশের কর্মীই নির্বিচারে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করছে। আমরা বারবার প্রশাসনকে জানিয়েছি বনদপ্তরের আধিকারিকেরা এলাকা পরিদর্শন করে গিয়েছে। কিন্তু ম্যানগ্রোভ নিধন কর্মযজ্ঞ আটকানো যায়নি। এমনকি তপন মাইতি গ্রামবাসীদের মিথ্যা কেসে ফাঁসানোর হুমকি দেয়। আমরা চাই অবিলম্বে ম্যানগ্রোভ নিধন আটকানো হোক।’ গঙ্গাসাগর বকখালি ডেভেলপমেন্ট অথোরিটির ভাইস চেয়ারম্যান তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য সন্দীপ পাত্র বলেন, ‘গ্রামবাসীদের অভিযোগ আমরা ইতিমধ্যে পেয়েছি আমরা এবিষয়ে রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা সাগর বিধানসভার বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরাকে জানিয়েছি।

এরপর পাঁচের পাতায়

রাজনীতির রোষানলে সর্বনাশ কৃষকের

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঁকুড়ার জয়পুর থানার পদুমপুর গ্রামে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বলি হলেন বিজেপির কোতুলপুর মণ্ডল ৩–এর শক্তি প্রমুখ তাপস লোহারের বাবা মধুসূদন লোহার। অভিযোগ, তার ছেলে বিজেপি করার অপরাধে দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে ৪ বিঘা জমির ধানে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মধুসূদন লোহার লোকের জমি ভাগে নিয়ে বোরো ধান চাষ করেছিলেন। সেই ধান বাড়ির পাশের খামারে পালুই করে রাখা ছিল। গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা সেই ধানে আগুন লাগিয়ে দেয়। ভোরে ছুটে আসেন স্থানীয়রা, সাবমার্সিবল চালিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা হলেও ততক্ষণে সব পুড়ে ছাই। আগুনের ভয়াবহতা এতটাই ছিল যে সকাল পর্যন্ত ধোঁয়া বেরোতে থাকে পোড়া ধানের পালুই থেকে। পুরো ঘটনায় পদুমপুর গ্রামে শোক ও উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। মধুসূদন লোহার দীর্ঘদিন ধরে টিবি–তে ভুগছেন। নিজের জমি বন্ধক দিয়ে চিকিৎসা চালাচ্ছেন। রোজগারের আশায় ভাগে নিয়ে চাষ করেছিলেন এই ধান, যা ছিল সারা বছরের ভরসা। ভেঙে পড়েছেন তিনি ও তার পরিবার।

বিজেপির অভিযোগ, এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনৈতিক হামলা। বিজেপি করার জন্যই তাপস লোহারের ধান পুড়িয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। পুলিশি তদন্ত শুরু হলেও এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। দ্রুত দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব।

গুণ্ডামির শিকার বাংলার শিক্ষককুল

সম্মান চেয়ে মিলল লাথি, লাথি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৬ সালে টেট পরীক্ষা দেওয়া শিক্ষকদের ভাগ্য সুতোয় ঝুলছে। শুধু ডিসেম্বর পর্যন্ত যোগ্য শিক্ষকদের মাহিনা দেওয়ার আদালতের রায় এবং অশিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের ভাতা দেওয়ার সরকারি প্রতিশ্রুতি দয়ার পাত্রে পরিণত করেছে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করা বাংলার চাকরিহারা যুবক যুবতিদের। আদালতের রায়ে এগিয়ে আসছে পরীক্ষার দিনক্ষণ। চাকরি বিক্রির হাটে সম্মান বিকিয়ে দিয়ে কোনওরকমে দয়ার দানে বেঁচে থাকা যোগ্যদের গ্রাস করছে পরীক্ষার অনিশ্চয়তা। গত পরীক্ষায় পাশ করে চাকরি পাওয়ারা যদি এবারের পরীক্ষায় ফেল করে তাহলে অন্যের পাপের দায় বইতে হবে তাদের। চরম আশঙ্কায় ভুগছেন চাকরি হারানো বাংলার শিক্ষিত যুব সমাজ। নিজেদের জীবনের হতাশা কাটাতে তারা এখন শাসকের দরবারে। দাবি, প্রকাশ করতে হবে যোগ্য অযোগ্যদের তালিকা। প্রকাশ করতে হবে ওয়েমার শিট। স্বচ্ছতার সঙ্গে যোগ্য অযোগ্যদের আলাদা করে দিতে হবে বিকাশ ভবনকে। তাই মরিয়া অবস্থান শুরু করেছে তারা।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবিধানই এই অধিকার দিয়েছে আন্দোলনকারীদের। যেকোনও নাগরিক তার বৈধ দাবিদাওয়া নিয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করতে কোনও বাধা থাকার কথা নয়। কিন্তু যেখানে রাষ্ট্রের অনিয়মে গায়ে আন্দোলনের আঁচ এসে লাগে সেখানেই শুরু হয় পালটা আক্রমণ। গত বৃহস্পতিবারও যার অন্যথা হয়নি। সকালে শাসক দলের রাজনৈতিক নেতা তার গুণ্ডাবাহিনীকে

এরপর পাঁচের পাতায়

এবারের মাধ্যমিকের ফল প্রমাণ করছে বঙ্গশিক্ষার দুর্বলতা

ওঙ্কার মিত্র

এবার ২ মে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে এক অভূতপূর্ব আবহে। একদিকে যখন যোগ্য অযোগ্য শিক্ষক বিতর্কে উত্তাল বাংলা, তখন অন্যদিকে মাস খানেক আগে বেরিয়েছে অ্যানুয়াল স্টেটাস অব এডুকেশন রিপোর্ট, রুরাল। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে এ রাজ্যে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়া ৫.২ শতাংশ পড়ুয়ার অক্ষরজ্ঞান পর্যন্ত নেই। ২৬.৪ শতাংশ অক্ষর পড়তে পারলেও শব্দ পড়তে পারে না। প্রথম শ্রেণীর ১৪.৩ শতাংশ এবং তৃতীয় শ্রেণীর ৪.৪ শতাংশ পড়ুয়া ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা চেনে না। তৃতীয় শ্রেণীর ৩৪ শতাংশ পড়ুয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ের নির্বাচিত অংশই পড়তে পারে ও মাত্র ৩২.৪ শতাংশ বিয়োগ অঙ্ক করতে পারে। পঞ্চম শ্রেণীর ৩৪.৩ শতাংশ এবং অষ্টম শ্রেণীর ৩৩.৫ শতাংশ পড়ুয়া ভাগ অঙ্ক করতে পারে মাত্র।

এত রংচঙে সরকারি স্কুলে রাজ্য সরকার বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করার পরেও এই রিপোর্ট কি সত্যি বিশ্বাসযোগ্য! মাস খানেকের এই সন্দেহ নিরসন করে দিল এবারের মাধ্যমিকের ফল। রিপোর্টের সত্যতা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিল ৯ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪২৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ফেল করেছে ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৯৮৫ জন। যে ৮ লক্ষ ১৪ হাজার ৪৪০ জন পড়ুয়া পাশ করেছে তার মধ্যে ৬০ শতাংশও নম্বর পায়নি ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭২৪ জন। যে মাত্র ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৭১৬ জন ৬০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে তার মধ্যে বাংলায় ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে মাত্র ২১ হাজার ৪৯ জন। বাংলায় এমন দুর্বলতা সর্বকালীন রেকর্ড। দাঁড়ান, আরো ভয়াবহ তথ্য বাকি আছে। ইংরেজিতে পাশ করেছে মোট পরীক্ষার্থীর মাত্র ২.০২ শতাংশ আর অঙ্কে ২.২৫ শতাংশ।

এরপর পাঁচের পাতায়

বারুইপুরের পেয়ারা ও লিচুর চাহিদা তুঙ্গে, তবু ব্যবসা ভুগছে নানা সমস্যায়

কুনাল মালিক ও জাহেদ মিস্ত্রি : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বারুইপুরের নাম বিশ্ববাজারে লিচু এবং পেয়ারার জন্য বিখ্যাত। শুধু পেয়ারা বা লিচুই নয় ফলের দেশ বলে বিখ্যাত বারুইপুর আম, জাম, কাঁঠাল, সফেদা, কালোজাম, গোলাপজাম, আতা, নোনা ফলে ভরপুর। সদ্য জিআই ট্যাগ পেয়ে বারুইপুরের পেয়ারার চাহিদা বেড়েছে ভিন রাজ্যের বাজারে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে একাধিক রাজ্যে লিচু চাষ হলেও বারুইপুরের লিচুর স্বাদ এবং গন্ধ একেবারে অন্যরকম। অন্য যেকোনো জায়গার লিচু থেকে বারুইপুরের লিচুর চাহিদা বেশি থাকায় দামও সব সময় বেশি। লিচু দুই রকমের হয়ে থাকে, দেশি গোলা লিচু এবং বোম্বাই লিচু। বারুইপুর এর আদিগঙ্গা সংলগ্ন বিভিন্ন বাগান সহ কল্যাণপুর, শাসন, কুমারহাট, রামনগর, সীতাকুণ্ড এলাকাতে প্রচুর লিচুর বাগান আছে। এবছর সূদুর মুম্বাই এবং রাজস্থান থেকে ব্যবসায়ীরা আসছে লিচু কেনার জন্য বারুইপুরে। বারুইপুর এলাকার প্রচুর মানুষ এই পেয়ারা এবং লিচুর ওপরে নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। বারুইপুরের খোদার বাজারের লিচু চাষী ইমান আলী সরদার জানান, বৃষ্টি না হওয়ার কারণে অন্য বছরের তুলনায় এবছর লিচুর ফলন কিছুটা কম হয়েছে। কাছারি বাজারে যারা লিচু পেয়ারার ব্যবসা করেন তাদের অধিকাংশের অভিযোগ, আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবী করছি পেয়ারা এবং লিচুর জন্য সেই সঙ্গে অন্যান্য ফলের জন্য আমাদের এলাকায় একাধিক

হিমঘর করা হোক, যাতে ফসল সংরক্ষণ করতে পারি এবং ভালো দাম পেতে পারি। একটা কিষাণ মান্ডি থাকলেও সেখানে সকলের ব্যবস্থা হয় না। আবার অনেক চাষী জানাচ্ছেন, যে আলাদা করে বারুইপুর এ লিচু এবং পেয়ারার জন্য আলাদা বিপণন কেন্দ্র করা হোক। সেই সঙ্গে উন্নত ফলনের জন্য বা গুণগত মানের ফলনের জন্য আমাদের কৃষি দপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হোক। তাহলে আগামীদিনে বারুইপুরের এই পেয়ারা এবং লিচু সহ অন্যান্য ফল নিয়ে অন্যরকম শিল্প–ব্যবসা বিস্তারের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে বা বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। এই প্রসঙ্গে জানার জন্য বারুইপুর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌরভ মাঝির সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, ‘এ ব্যাপারে তার কাছে যথেষ্ট তথ্য নেই।’ প্রতিবেদককে তিনি ব্লক কৃষি আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলতে বলেন। ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘এই বিষয়গুলো আমি দেখি না, এগুলো দেখেন সাবডিভিশনাল হর্টিকালচার অফিসার। তবে তিনি শুধু বলেন যে, হ্যাঁ শুনেছিলাম মুখ্যমন্ত্রী এখানে একটা হিমঘর করবেন এর বেশি কিছু আমি মন্তব্য করতে পারব না।’ সাব ডিভিশনাল হর্টিকালচার অফিসার অর্কপ্রভ সরকারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘দু মাস আগে তিনি বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন তাই এ ব্যাপারে তিনি কোন মন্তব্য করতে পারবেন না।’ তার কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম আপনার পরে যিনি দায়িত্ব পেয়েছেন তার নাম্বার এবং নামটা জানালে ভালো হয়। সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন,‘তিনিও নাকি দু সপ্তাহ আগে বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গেছেন তাই এ ব্যাপারে তার কাছে কোনো তথ্য নেই।’

কটন কর্পোরেশনে ১৪৫ এক্সিকিউটিভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুম্বই : দ্য কটন কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (মার্কেটিং), জুনিয়র কমার্শিয়াল এক্সিকিউটিভ, ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (অ্যাকাউন্টস) পদে ১৪৫ জন্য লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য : জুনিয়র কমার্শিয়াল এক্সিকিউটিভ: মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে অ্যাগ্রিকালচারের বি.এসসি. কোর্স পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২২,০০০–৯০,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ১২৫টি (জেনাঃ ৪৬, ই.ডব্লু.এস. ১২, ও.বি.সি. ৩১, তঃজাঃ ১৭, তঃউঃজাঃ ৯, ব্যাকলগ ১০)। ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (মার্কেটিং): অ্যাগ্রি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বা, অ্যাগ্রিকালচার রিলেটেড এম.বি.এ. কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে মূল মাইনে: ৩০,০০০–১,২০,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ১০টি (জেনাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ১. ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ব্যাকলগ ১)।

ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (অ্যাকাউন্টস): চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি বা, সি.এম.এ. কোর্স পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৩০,০০০–১,২০,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ১০টি (জেনাঃ ৩, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১. ব্যাকলগ ৩)।

ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ৯–৫–২০২৫"এর হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। বিজ্ঞপ্তি নংঃ Advt. No. DR/CCI/2025, Dated: 09/05/2025. প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে পূর্ব ভারতের কলকাতা, পটনায়। এই পরীক্ষায় ১২০টি অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: জেনারেল ইংলিশ–১৫টি, রিজনিং– ১৫টি, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড–১৫টি, জেনারেল নলেজ–১৫টি ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ৬০টি। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৪ মে"র মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.cotcorp.org.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১,৫০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাঃসঃকঃ হলে ৫০০) টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

এয়ারপোর্ট অথরিটিতে ১৩৫ গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার পূর্বাঞ্চল জোন গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস, ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিস ও আই.টি.আই. ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ১৩৫ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য: গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস: সিভিল, কম্পিউটার সায়েন্স, – অ্যাবোনটি ক্যাল, অটোমোবাইল, আর্কিটেকচার, ডাটা অ্যানালাইসিস, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, আই.টি., মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। ১ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১৫,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ৪২টি। ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিস: সিভিল, কম্পিউটার সায়েন্স, অ্যাবোনটি ব্যাল, অটোমোবাইল, আর্কিটেকচার, ডাটা অ্যানালাই সিস, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, আই.টি., অঙ্ক / স্ট্যাটিস্টিক্স, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। ১ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১২,০০০ টাকা। শূন্যপদ ৪৭টি। আই.টি.আই. ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (কম্পিউটার অপারেটর প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক, ইলেক্ট্রনিক্স): মাধ্যমিক পাশরা আইটিআই থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ১ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ৯,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ৪৬টি।

সব ক্ষেত্রে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হতে হবে ২০২৩ বা, তারপর। বয়স ৩১–৩–২০২৫"এর হিসাবে ১৮ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর আর ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। ট্রেনিং হবে কলকাতা, বহরমপুর, দেওঘর, গয়া, বাগডোগরা, ভুবনেশ্বর, কোচবিহার, ঝাড়সুগুড়া, পটনা, প্যাকঙ, পোর্ট ব্লেয়ার, রায়পুর, রাঁচি। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 05/2025/Apprentice/Graduate/Diploma/ITI/ER. দরখাস্ত দেখে বাছাই প্রার্থীদের ইন্টারভিউ বা, সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশনের জন্য ডাকা হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে হবে, ৩১ মে"র মধ্যে। গ্র্যাজুয়েট ও ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিসদের বেলায় নাম নথিভুক্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটে: www. nats.education.gov.in আই.টি.আই. অ্যাপ্রেন্টিসদের বেলায় এই ওয়েবসাইটে : www.apprenticeship–india. gov.in তখন পাশপোর্ট মাপের ফটো, আধার কার্ড, ব্যাঙ্ক ডিটেলস, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র ইত্যাদি স্ক্যান করে নেবেন। কোনো ফী দিতে হবে না। আরো বিস্তারিত তথ্য ওই ওয়েবসাইটেই পাবেন।

স্টেট ব্যাঙ্কে ২,৬০০ অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি: কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সার্কেল বেসড অফিসার পদে ২,৬০০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। মাধ্যমিক পাশ প্রাক্তন সমরকর্মীরা আর্মি স্পেশাল সার্টিফিকেট অফ এডুকেশন বা, নেভি কিংবা এয়ারফোর্সের করেসপন্ডেন্স সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আর অন্তত ১৫ বছর আর্মড ফোর্সে, চাকরি করে থাকলেও যোগ্য। ইংরিজিতে লিখতে ও বলতে পারা দরকার। যে রাজ্যের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন, সেখানকার স্থানীয় ভাষায় লিখতে ও কথাবার্তা বলতে পারলে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে ধরা হবে। কোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বা, গ্রামীণ ব্যাঙ্কে অফিসার হিসাবে অন্তত ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স হতে হবে ৩০–৪–২০২৫সালের হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম–তারিখ হতে হবে ১–৫–১৯৯৫ থেকে ৩০–৪–২০০৪ সালের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর আর প্রতিবন্ধীরা ১০ (ও.বি.সি. হলে ১৩, তপশিলী হলে ১৫) বছর বয়সে ছাড় পাবেন। শুরুতে ৬ মাসের প্রবেশন। মূল মাইনে ৩৬,০০০–৬৩,৮৪০ টাকা।

মোট শূন্যপদ ২,৬০০টি। এর মধ্যে কলকাতা সার্কেলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ১৫০টি (জেনাঃ ৬২, তঃজাঃ ২২, তঃউঃজাঃ ১১, ও.বি.সি. ৪০, ই.ডব্লু.এস. ১৫)। এর মধ্যে দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ২, বধির প্রতিবন্ধী ২, অন্যান্য ২। ব্যাকলগ ৪৩টি (তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ১০, ও.বি.সি. ২৫, প্রতিবন্ধী ১৪)।

হায়দরাবাদ সার্কেলে (তেলেঙ্গানা) ২৩০টি। জয়পুর সার্কেলে (রাজস্থান) ২০০টি, লখনৌ (উত্তর প্রদেশ) ২৮০টি, মহারাষ্ট্র সার্কেলে (মহারাষ্ট্র) ২৫০টি, মুম্বই মেট্রো সার্কেলে (মহারাষ্ট্র, গোয়া) ১০০টি, নয়া দিল্লি সার্কেলে (দিল্লি, উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ) ৩০টি, তিরুবনন্তপুরম সার্কেলে (লাক্ষাদ্বীপ, কেরালা) ৯০টি। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: CRPD/CBO/2025–26/03. প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে অবজেক্টিভ ও ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের অনলাইন পরীক্ষা হবে। তাতে সফল হলে স্ক্রিনিং টেস্ট ও ইন্টারভিউ। অবজেক্টিভ টাইপের অনলাইন পরীক্ষা হবে জুলাইয়ে। এই পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপের পার্টে ২ ঘণ্টার ১২০ নম্বরের ১২০টি প্রশ্ন থাকবে এইসব বিষয়ে: (১) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ–৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন। সময় ৩০ মিনিট, (২) ব্যাঙ্কিং নলেজ–৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় ৪০ মিনিট, (৩) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বা, ইকনমি–৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন। সময় ৩০ মিনিট। (৪) কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড–২০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন। সময় ২০ মিনিট।

এরপর ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের পার্টে ৩০ মিনিটের ৫০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। দুটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। তারপর ৫০ নম্বরের ইন্টারভিউ।

কোনও পার্টেই নেগেটিভ মার্কিং নেই। চূড়ান্ত তালিকা তৈরির সময় ডেসক্রিপ্টিভ পার্টের নম্বর ও ইন্টারভিউয়ের নম্বর দেখা হবে। মেধা তালিকা তৈরি হবে সার্কেলভিত্তিক। লিখিত পরীক্ষা হবে পূর্ব ভারতের এইসব কেন্দ্রে: পশ্চিমবঙ্গ : কলকাতা, হুগলি, কল্যাণী, আসানসোল, দুর্গাপুর, হাওড়া, শিলিগুড়ি। বিহার: আড়া, ঔরঙ্গাবাদ (বিহার), ভাগলপুর, দ্বারভাঙা, গয়া, মজঃফরপুর, পটনা, পূর্ণিয়া। ওড়িশা বালাসোর, বেরহামপুর (গঞ্জাম), ভুবনেশ্বর, কটক, ঢেঙ্কানল, রৌরকেলা, সম্বলপুর। অসমের ডিব্রুগড়, গুয়াহাটি, জোড়হাট, শিলচর, তেজপুর। ত্রিপুরার আগরতলা। মেঘালয়ের শিলং। মিজোরামের আইজল। ঝাড়খন্ডের বোকারো স্টিল সিটি, ধানবাদ, হাজারিবাগ, জামশেদপুর, রাঁচী। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৯ মে পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: https://bank.sbi/careers, https://sbi.co.in/careers এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। দরখাস্ত করার আগে প্রার্থীদের এইসব প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নিতে হবে: (ক) পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার, (খ) বুড়ো আঙুলের ছাপ (লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন)। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করবেন। তারপর ফটো ও সিগনেচার আপলোড করবেন। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ৭৫০ (তপশিলী ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না) টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে। অনলাইনে টাকা জমা দিতে পারবেন ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ে। টাকা জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্ট প্রিন্ট করে নেবেন।

২০ সায়েন্টিস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি : ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস সায়েন্টিস্ট–বি পদে ২০ জন লোক নিচ্ছে। মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে সিভিল, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইনফর্মেশন। টেকনোলজি, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা সিভিল, কম্পিউটার, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ও এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার জন্য আবেদন করতে পারেন।

মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে ন্যাচারাল সায়েন্স কিংবা সমতুল যোগ্যতার মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা কেমিস্ট্রি বিষয়ের জন্য আবেদন করতে পারেন।

সব ক্ষেত্রে ২০২৩, ২০২৪, ২০২৫ সালের গেট পরীক্ষায় স্কোর করে থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২৩–৫–২০২৫"এর হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলী, ও.বি.সি. ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। শুরুতে ২ বছরের প্রবেশন। মাইনে মাসে প্রায় ১,১৪,৯৪৫ টাকা। শূন্যপদ: কেমিস্ট্রি ২টি (জেনাঃ ১. ও.বি.সি. ১)। সিভিলে ৮টি (জেনাঃ ৫, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ৪টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ১)। ইলেক্ট্রিক্যাল ২টি (জেনাঃ ১, তঃজাঃ ১)। ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ২টি (জেনাঃ)। এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ২টি (জেনাঃ)। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 02 (SCB) /2025/HRD. প্রার্থী বাছাই হবে গেট পরীক্ষায় পাওয়া স্কোর দেখে। সফল হলে ইন্টারভিউ। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৩ মে পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.bis.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার (সাদা কাগজে সই করে স্ক্যান করবেন) ও অন্যান্য প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। দরখাস্ত করতে কোনও ফী লাগবে না। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

প্রতিরক্ষা সংস্থায় ১২৫ জনের চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ভান্ডারা : ভান্ডারা অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি ডেঞ্জার বিল্ডিং ওয়ার্কার /কেমিক্যাল প্রসেস ওয়ার্কার ট্রেডে ১২৫ জন লোক নিচ্ছে। আই.টি.আই. থেকে অ্যাটেন্ড্যান্ট অপারেটর (কেমিক্যাল প্ল্যান্ট) ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা কোনও অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ করে থাকলে আবেদন করার জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩১–৫–২০২৫"এর হিসাবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। বেসিক পে ১৯,৯০০ টাকা। শূন্যপদ: ১২৫টি (জেনাঃ ৫৭, ও.বি.সি. ৩৩, তঃজাঃ ১২, তঃউঃজাঃ ১১, ই.ডব্লু.এস. ১২)। ১ বছরের ট্রেনিং। যা আরো ৪ বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে।

প্রার্থী বাছাই হবে ট্রেড টেস্ট বা, প্র্যাক্টিক্যাল টেস্ট–এর মাধ্যমে। ট্রেড টেস্টে থাকবে ১০০ নম্বর। মেধা তালিকা তৈরির সময় আই.টি.আই. কোর্সে পাওয়া নম্বর ও প্র্যাক্টিক্যাল টেস্টে পাওয়া নম্বর দেখা হবে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: No. GA/Hire / AOCP/152/04/2025.

দরখাস্ত করবেন নির্দিষ্ট ফর্মে। দরখাস্তের ফর্ম ডাউনলোড করতে পারবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: https://munitionsindia.in/career দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেটের স্ব–প্রত্যয়িত নকল আর নিজের সই করা ২ কপি পাশপোর্ট মাপের ফটো (দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে)। দরখাস্ত–ভরা খামের ওপর লিখবেন Application for DBW personnel of AOCP trade on Tenure Basis, দরখাস্ত পৌঁছনো চাই ৩১ মে"র মধ্যে। এই ঠিকানায়: The Chief General Manager, Ordnance Factory, Bhandara, Maharashtra.

অর্থনীতি

শেয়ার বাজারে স্বস্তির নিঃশ্বাস !!

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে যখন আমরা লিখেছিলাম তখন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক ছিল ২৪৪০০ এর কাছাকাছি এবং যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে আমরা বলেছিলাম বাজার ২৪৮০০ থেকে ২৩৫০০ এই লেভেলের মধ্যে থাকতে পারে। এখন যখন এই লেখা লিখছি তখন বাজার ২৪৭০০ অর্থাৎ টেকনিক্যাল এনালসিস অনুযায়ী আমরা যে দিক রেখা দিয়েছিলাম সেটা নিশ্চিতভাবে সফল যদিও এই সময়ে অনেক বড় বড় মুভমেন্ট এসেছে বিশেষ করে যখন পাকিস্তান ভারতের বিভিন্ন স্থানে ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ করেছিল এবং ভারত তার জবাব দিতে শুরু করে তারপর অনেক ঘাট প্রতিঘাতের মাধ্যমে বাজার নিচের দিকে ২৩৯০০ লেভেলের কাছাকাছি চলে যায় তারপর সিজ ফায়ার ঘোষণা হওয়ার পর সূচক নিফটি প্রায় ৯০০ পয়েন্টের উপর মুভমেন্ট করে এবং এই মুহূর্তে কনসোলিডেশন এর জায়গায় রয়েছে। যদিও ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার সহ এখনো চারদিকে উত্তাল পরিবেশ রয়েছে এবং উভয়পক্ষই যথেষ্ট সতর্কিত ভূমিকাও গ্রহণ করছে। কাজেই যতক্ষণ না উত্তেজনা প্রশমিত হচ্ছে ততক্ষণ বাজার অনিশ্চয়তার বাঁধন থেকে মুক্ত হবে না। একইভাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তার স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে ভারত বা পাকিস্তানের তরফ থেকে সিজ ফায়ার বন্ধ হওয়ার ঘোষণার আগেই নিজে টুইট করে দিয়েছেন যা দেশ ভালোভাবে নেয়নি। তাই শুল্কযুদ্ধে একটু টানা পড়েন শুরু হবে নতুন করে তা বলাই বাহুল্য। আগামী সপ্তাহে বাজার উপরের দিকে ২৫২০০ এবং নিচের দিকে ২৪০০০ বড় সাপোর্ট বলে মনে হচ্ছে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃ শাস্ত্রী
১৭ মে – ২৩ মে, ২০২৫

মেষ রাশি : সন্তানের পড়াশোনায় অমনোযোগিতা, চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সন্তানের সাফল্যের সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। রাস্তায় চলার পথে সাবধানতা।

প্রতিকার : ১০৮ বার 'ওঁ রাহবে নমঃ' জপ করুন।

বৃষ রাশি : কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। বিলাসিতার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম স্বাস্থ্যহানির কারণ হতে পারে। সঞ্চয়ে বাধা। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে পরিবারের সঙ্গে আলোচনার সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরুবায় নম' জপ করুন।

মিথুন রাশি : বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থ উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমে নাজেহাল এবং আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : বিষ্ণু সহস্রনাম প্রতিদিন জপ করুন।

কর্কট রাশি : কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। জ্ঞাতিশত্রু বৃদ্ধি এবং অত্যাচারিত হওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক হানির সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ আছে। জমি বা বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা। ঈশ্বরানুরাগী হওয়ার সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪৪ বার ওঁ মন্দায় নম জপ করুন।

সিংহ রাশি : দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা মানসিক অবসাদ আসতে পারে। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে সুষ্ঠু সমাধানের পথ পাওয়ার সম্ভাবনা। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বৃদ্ধি। ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা হলেও আগের ঋণ পরিশোধের উপায় হতে পারে।

প্রতিকার : প্রাচীন গ্রন্থ আদিত্য হৃদয়মের জপ করুন।

কন্যা রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভে বিলম্ব। জমি বা বাড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পত্তি সংরক্ষণে সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুরু জপের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন। অর্থের অপচয় বৃদ্ধি। সাবধানে পথ চলা প্রয়োজন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার 'ওঁ বুধায় নম' জপ করুন।

তুলা রাশি : অন্যমনস্কতার দরুন যে কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সাফল্য। সন্তান থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। শিল্পীসত্তার বিকাশের সম্ভাবনা। ব্যবসার জন্য বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। জ্ঞাতিশত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৩৩ বার 'ওঁ শুক্রায় নম' জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : পারিবারিক শান্তি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। মানসিক অবসাদ আসতে পারে। প্রাণায়াম অভ্যাস করা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে বহু পরিশ্রম সত্ত্বেও উন্নতিতে বাধা। মানসিক ক্লেশ বৃদ্ধি। শেয়ার বা ফাটকা অর্থ বিনিয়োগে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায় ঝুঁকি রয়েছে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১৭ বার 'ওঁ কেতবে নম' জপ করুন।

ধনু রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। স্বজনের থেকে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সম্পত্তি বা জমি ক্রয় বিক্রয় ও বাড়ি নির্মাণের বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। পুঁজি বিনিয়োগে ব্যবসায় ঝুঁকি রয়েছে। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। সৃষ্টিশীল কর্মে অগ্রগতি ও শিল্পীসত্ত্বার বিকাশ। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : বৃহস্পতির পুজো করুন।

মকর রাশি : অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব এবং সাংসারিক অনটন থাকবে। দাম্পত্য অশান্তির জেরে মানসিক অবসাদও আসতে পারে। ঈশ্বরানুরাগী হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। প্রাণায়াম অভ্যাসের প্রয়োজন। সাংসারিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মস্থলে পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। ভ্রমণ আপাতত এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

প্রতিকার : প্রতিদিন হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

কুম্ভ রাশি : রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির দরুন শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের থেকে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা। বহু জাতিক সংস্থায় কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সুফল লাভের সম্ভাবনা। অন্যমনস্কতার কোনো মূল্যবান তথ্য হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার 'ওঁ হনুমতে নম' জপ করুন।

মীন রাশি : কর্ম করার প্রতি অনীহা বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্র বা ব্যবসায় থেকে অর্জিত অর্থ সঞ্চয়ে বাধা। অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। অর্থ বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। সন্তানের আচরণে উদ্বেগ বৃদ্ধি। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। অর্জিত অর্থ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তির বিষয়ে সুষ্ঠ সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার 'ওঁ নমো বাসুদেবায়' জপ করুন।

শব্দবার্তা ৩৪৩

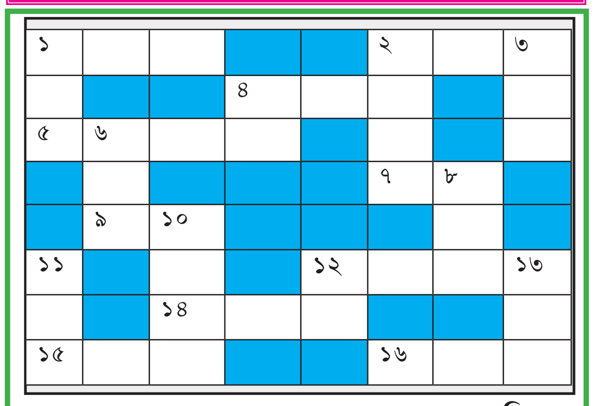

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। সমর্থ ২। সতেজ, প্রচণ্ডতা ৪। সখী– কাহারে বলে ৫। দর্সিত্ব স্বীকারের দলিল ৭। নিষ্পত্তি, মিটমাট ৯। গ্রীষ্ম, গরম ১২। ধর্মঘট ১৪। খচিত ১৫। শবাধার ১৬। বিয়ের বাদ্যি।

উপর–নীচ

১। চালের গুঁড়ো ২। দানাওয়ালা ৩। হুঁশ, খেয়াল ৪। অন্ন ৬। সহিত, যুক্ত ৮। পায়রা ১০। পরিবারের লোক ১১। সন্দেহ, সংশয় ১২। মন্দ ১৩। যুদ্ধ, সংগ্রাম।

সমাধান : ৩৪২

পাশাপাশি : ১।অধিরাজ ৩। লবনেশ ৫। তিরস্কার ৭। সমতল ৯। টাকা করা ১০। মানস্তাপ।
উপর–নীচ : ১। অবনতি ২। জলকর ৪। শরকেত ৬। রগচটা ৭। সবিরাম ৮। লকআপ।

জেনে রাখা দরকার

বিখ্যাত প্রথম

মানব ইতিহাসে মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাইল–ফলক সৃষ্টি করেছে। একদিকে প্রকৃতির বাধা অতিক্রম করা– তা সে এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়ই হোক বা অন্তরীক্ষে উড়ান– অন্যদিকে নানান উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রদর্শনের উদাহরণ রয়েছে বিশ্ব ইতিহাস জুড়ে। এখানে তারই এক ঝলক।

বিশ্ব পরিক্রমা

সময়: ১৫১৯–১৫২২

ভূপর্যটক ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান তাঁর নাবিকদের সহায়তায় প্রথম জলপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার প্রয়াস নেন। তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে পৃথিবী প্রদক্ষিণে সম

হননি। ১৫২১ সালে তিনি ফিলিপিন্সের স্থানীয় মানুষের হাতে নিহত হন। তবে তাঁর সহযোগী নাবিকেরা পৃথিবী পরিক্রমণে সক্ষম হন।

আধুনিক বিশ্ব মানচিত্র

সময়: ১৫৭০

ফ্লেমিশ (বেলজিয়াম) মানচিত্রবিদ আব্রাহাম ওর্টেলিয়াস প্রথম বিশ্ব মানচিত্র প্রকাশ করেন। সেই সময় অবশ্য এটিকে 'অ্যাটলাস' বলা হত না। 'থিয়েট্রাম অরবিস টেরেরাম' বা 'বিশ্বের রঙ্গমঞ্চ' নামে ৫৩টি মানচিত্রের সমাহারে একটি বইয়ের অংশ ছিল এই মানচিত্রটি। ৬,৪০০ জন ছাত্রছাত্রী বিদেশি।

চাঁদের ভূপৃষ্ঠের প্রত্যক্ষদর্শী

সময়: ১৬১০

ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি একটি টেলিস্কোপের সাহায্যে প্রথম চন্দ্রপৃষ্ঠ প্রত্যক্ষ করেন। গ্যালিলিও যা দেখেছিলেন তা হল, বিস্তীর্ণ উষর জমি আর তার মধ্যে বহু বসন্তের দাগের মতো ছোপ। সেই সময় ক্যাথলিক চার্চের বক্তব্য ছিল, ঈশ্র স্বর্গভূমিকে সর্বাঙ্গীণ–সুন্দর করে গড়েছেন। এই নিয়ে গ্যালিলিওর

সঙ্গে (অন্য অনেক বিষয়ের মতো) এই বিষয়েও চার্চের বিরোধ সৃষ্টি হয়। কয়েকজন ঐতিহাসিকের অবশ্য বক্তব্য ইংরেজ গণিতবিদ টমাস হ্যারিয়ট ১৬০৯ সালে প্রথম চাঁদের পৃষ্ঠদেশ প্রত্যক্ষ করেছিলেন–অর্থাৎ গ্যালিলিওর আগেই।

বেলুনে চড়ে অন্তরীক্ষে পাড়ি

সময়: ১৭৮৩

ফ্রাঁসোয়া লরেন্ট ডি' অরল্যান্ডেস এবং জাঁ–ফ্রাঁসোয়া পিলাত্রে ডে রোজিয়ার প্রথম বেলুনে চড়ে অন্তরীক্ষে পাড়ি দেন। এই বেলুনটি ছিল গরম হাওয়ায় পূর্ণ। প্যারিসের আকাশে ৩,০০০ ফুট উচ্চতায় তাঁরা প্রায় ২৫ মিনিট কাটান। এরপর যে জায়গা থেকে আকাশ–যাত্রা করেছিলেন তার থেকে পাঁচ মাইল দূরত্বে তাঁরা মাটিতে পা রাখেন। বেলুনটির ডিজাইন করেছিলেন এ বিষয়ে পথিকৃৎ যোশেফ ও এটিয়েনে মন্টগস্ফিয়ার। আর বেলুন যাত্রা প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেই সময়ে ফ্রান্সে মার্কিন রাষ্ট্রদূত (বলা হত মিনিস্টার) বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন।

(চলবে)

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালিতে সমাজ কল্যাণ দপ্তর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনার জন্য মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

দুর্ঘটনা

বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবি

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া মাকড়দহ থেকে অঙ্কুরহাটি হাই রোড পর্যন্ত রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থা সংস্কারের অভাবে। যদিও কিছু কিছু জায়গায় ইঁটের টুকরো দিয়ে গর্তগুলো ভাড়াট করার চেষ্টা হয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে ছোট বড় নানা ধরনের যানবাহন চলাচল করে। অঙ্কুরহাটি হাই রোড থেকে কিছুটা যাওয়ার পর রয়েছে জুয়েলারী হাব ও তার পাশেই আইডি পার্ক। এখানে গয়নার কাজের জন্য বহু মানুষ যাতায়াত করে তেমনি আধার কার্ড সংক্রান্ত ব্যাপারে ও অন্যান্য সরকারি পরিষেবা জন্য মানুষ আসে। তাছাড়া এই সড়ক অঙ্কুরহাটি ও মাকড়দহের মধ্যে একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম। আবার অঙ্কুরহাটি হাইওয়ের পাশে বিভিন্ন বস্ত্র সামগ্রী ব্যাবসায়ীর সুবিশাল হাট। তাই এই অঙ্কুরহাটি থেকে মাকড়দহ পর্যন্ত রাস্তাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়ক। নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে এলাকাবাসী সকলের দাবি প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই রাস্তাটি সংস্কার করা হলে সকলেই উপকৃত হবে। এখন দেখার প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাস্তাটি সংস্কার করার কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত ১

অমিত মণ্ডল, নামখানা: ১৩ মে সকালে নামখানা থানার রাধানগর এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম প্রসেনজিৎ মণ্ডল (৩৮)। জানা যায়, ১৩ মে সকালে প্রসেনজিৎ পুকুরের জল তোলার জন্য ইলেকট্রিকের মটর বসিয়েছিল। বাড়ি থেকে ওই মটর পর্যন্ত যে তার দিয়ে বিদুৎ টানা হয়েছিল, সেটি লিকেজ ছিল। অসাবধানতাবশত সেই তারের কাটা অংশ লেগে প্রসেনজিৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে দ্বারিকনগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ মে সন্ধ্যায় বাঁকুড়ার মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিতরে কালবৈশাখী ঝড় ও বজ্রপাত চলাকালীন এফজিডির কাছে একটি সেডের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনজন ঠিকা শ্রমিক। আচমকা সেই সেড ভেঙে পড়ে, চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ২ শ্রমিকের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন তৃতীয় ব্যক্তি। মৃত দুই শ্রমিকের নাম প্রেম শংকর (৩১) ও কুমার পাল (৩১)। তারা উভয়েই উত্তরপ্রদেশের বরেলীর বাসিন্দা। এই ঘটনার প্রতিবাদে ১৩ মে সকাল থেকেই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২ নম্বর গেটের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন ঠিকা শ্রমিকেরা। তাদের দাবি, মৃত ও আহত শ্রমিকের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক নিরাপত্তার জন্য কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি। বারবার এই ধরণের দুর্ঘটনার ফলে মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে শ্রমিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। তদন্ত এবং দায়িত্ব নির্ধারণে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে কি না, এখন সেটাই দেখার।

ক্রাইম ডেস্ক

সম্পত্তি বিবাদের জেরে খুন

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : ১৩ মে মাঝরাতে ক্যানিং থানার অন্তর্গত দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের মাঝের পাড়া এলাকায় সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে ভাইয়ের হাতে খুন হলেন দাদা। মৃতের নাম শাহজাহান সরদার(৭৫)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের বাবা কাছেম সরদারের ৩ জন স্ত্রী। প্রথম পক্ষের শাহজাহান সরদার। দ্বিতীয় পক্ষের আমির আলি সরদার। বিগত প্রায় ৩ বছর যাবৎ ৬ কাঠা সম্পত্তি ২ ভাইয়ের মধ্যে নিয়ে বিবাদ চলছিল। বুধবার জামাইয়ের বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন শাহজাহান ও তার স্ত্রী জবেদা সরদার। সুযোগ বুঝে রাতে অন্ধকারে ধারালো অস্ত্র নিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ মারে দাদা শাহজাহানকে। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে শাহজাহান। সেই সময় স্বামীকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায় স্ত্রী জবেদা। তাকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে বামহাতে গভীর ক্ষতচিহ্ন করে দেয়। তারা চিৎকার ও কান্নাকাটি শুরু করলে অন্যান্য প্রতিবেশীরা বেরিয়ে এসে দুজনকে রক্তাক্ত অবস্থা উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই মৃত্যু হয় শাহজাহানের। জবেদার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে অত্যন্ত সংকটজন অবস্থায় কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। এদিকে রাতের অন্ধকারে এমন খুনের ঘটনায় স্থানীয়রা উত্তেজিত হয়ে অভিযুক্তের বাড়িঘর ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। ক্যানিং থানার পুলিশ বুধবার মৃতদেহটি ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অবৈধ কয়লা পাচার রুখলো পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অবৈধভাবে কয়লা বালি পাচার অব্যাহত তাই প্রতিদিন প্রতিনিয়ত অবৈধভাবে কয়লা বালি পাচার করার সময় পুলিশের হাতে ধরাও পড়ছে। কখনো ট্রাক্টর তো কখনো মোষের গাড়ি করে কয়লা পাচারের খবর পাওয়া যাচ্ছে। তেমনি ১২ মে অবৈধ কয়লা ভর্তি ৬টি মোষের গাড়ি সহ প্রায় ৩৫–৪০কুইন্টাল অবৈধ কয়লা বাজেয়াপ্ত করে খয়রাসোল থানার পুলিশ। যদিও পুলিশের গন্ধ পেয়ে পাচারকারীরা আগেভাগেই গা ঢাকা দেয় গাড়ি ছেড়ে। জানা যায় যে খয়রাশোল থানার পাইগড়া সংলগ্ন রাস্তার উপর দিয়ে দুবরাজপুর থানার জালালপুর–বাজিতপুর লডাঙাল গ্রামের দিকে পাচার করার মুহূর্তে পুলিশ গাড়ি গুলো আটক করে খয়রাসোল থানায় নিয়ে আসে।

সোনারপুরে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

সুব্রত মণ্ডল, সোনারপুর: সোনারপুরের লাঙ্গলবেড়িয়া থেকে উদ্ধার হল ৩টি পিস্তল ও ১টি এক নলা বন্দুক এবং ৮ রাউন্ড কার্তুজ। ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বারুইপুর মহাকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে আর্মস অ্যাক্টে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। সোনারপুর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিক্রম বাঁশিকে গ্রেপ্তার করে। তার কাছ থেকে ১টি এক নলা বন্দুক উদ্ধার করা হয়। এর আগেও ২০১৫ সালে আগ্নেয়াস্ত্র সহ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে লাঙ্গলবেড়িয়া থেকে অনুপ বিশ্বাস ওরফে(পোকাই) ও হেমন্ত বাঁশি ওরফে(স্নেক)নামে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই দুজনের কাছ থেকে আরও দুটি ছোট ১টি একনলা বন্দুক ও ১টি বড় একনলা বন্ধুক উদ্ধার করা হয়। বছর তিনেক আগে বিষ্ণুপুরে কুখ্যাত দুষ্কৃতী সাধনের কাছ থেকে তারা এই আগ্নেয় অস্ত্র কিনেছিল বলে জানা গিয়েছে। তবে এদের বিরুদ্ধে পুরানো ক্রাইম রেকর্ড নেই। তবে এই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তারা ভয় দেখিয়ে তোলাবাজির কাজ করতো বলে জানা গিয়েছে। ধৃতদের আদালতে তোলা হলে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় পুলিশ। এদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করবে পুলিশ।

টোটো–অটোর দাপটে ধুঁকছে বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : রুট থাকা সত্ত্বেও সিউড়ি থেকে আসানসোল ও বর্ধমান যাওয়া এবং সিউড়ি ফেরার সময় অধিকাংশ বেসরকারি বাস চিনপাই গ্রামের ভিতর দিয়ে না গিয়ে হাইরোড দিয়ে চলে যাচ্ছে ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছে দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা। সিউড়ি– সাঁইথিয়া, বোলপুর–সিঙ্গি–বেজরা, বোলপুর–কীর্ণাহার, বোলপুর–ইলামবাজার ভায়া হাঁসড়া, রামপুরহাট –বিষ্ণুপুর,রামপুরহাট–নোনাডাঙা ভায়া চাঁদপাড়া, রামপুরহাট–দুনিগ্রাম, রামপুরহাট–বুজুং, রামপুরহাট–বৈধরা, রামপুরহাট–শালবাদরা, রামপুরহাট–ভবানন্দপুর, রামপুরহাট–কুশমোড়, রামপুরহাট–গোপালচক, মুরারই–হরিশপুর, মুরারই–বহুতাল ও রামপুরহাট–বামনিঘাটা এসব রুটে আগের তুলনায় বাসের সংখ্যা কমে গিয়েছে কোনও কোনও রুটে আবার বাসই নেই ফলে প্রচণ্ড সমস্যার মুখে বেসরকারি বাস। অনেক বাস কর্মচারী বর্তমানে বাধ্য হয়ে টোটো,অটো চালাচ্ছে।

সদাইপুর থানা, আরটিও অফিস এবং বীরভূম জেলা প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ চিনপাই গ্রামের বাসিন্দাদের। বেশ কিছু বেসরকারি বাস আসানসোল যাওয়ার সময় এবং সিউড়ি যাওয়ার সময় চিনপাই হাইরোড দিয়ে চলে যায়। প্রতিদিন কর্মসূত্রে বিভিন্ন পেশার মানুষজনকে চিনপাই গ্রামে আসতে হয়। সগড়, জাম্বুনি, বাঁধেরশোল, কচুজোড় থেকে পড়ুয়ারা বাসে করে চিনপাই গ্রামের উচ্চবালিকা বিদ্যালয় এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে আসে। চিনপাই গ্রামে বাস না ঢোকায় তাদের হাইরোড থেকে হেঁটে আসতে হয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সিউড়ি থেকে আসানসোল ও বর্ধমান যাওয়া এবং সিউড়ি ফেরার বেসরকারি বাসের রুট চিনপাই গ্রামের ভিতর দিয়ে কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে বাসের চালক খালাসীরা বাসগুলোকে হাইরোড দিয়ে নিয়ে চলে যায়। বারবার বলা হলেও তারা ভ্রূক্ষেপ করে না ফলে চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়। ২০২০ সালে করোনা পরবতী সময়ে বাস চালু হওয়ার পর এইরকম করেছিল কিন্তু তখন আরটিও অফিসে লিখিত জানানোয় সমস্যার সমাধান হয়। বরাকর–সাইথিয়া সারথী বাসের কন্ডাক্টর বলে, 'আসানসোল যাওয়ার সময় চিনপাই গ্রামের ভিতর দিয়ে গেলে বাঁকুড়া বাস ওভারটেক করে দেয় ফলে যাত্রী পাই না।' আসানসোল–জঙ্গীপুর লাকি বাসের খালাসী বলে, 'আসানসোল যাওয়ার সময় দুবরাজপুর জ্যামের জন্য চিনপাই ঢুকি না।' আসানসোল–বীরচন্দ্রপুর–রামপুরহাট বাসের কন্ডাক্টর বলে, 'চিনপাই গ্রামে ভালো প্যাসেঞ্জার পাই কিন্তু সিউড়ি যাওয়ার সময় দুবরাজপুরে বালির গাড়ীর জন্য এবং আসানসোল যাওয়ার সময় সিউড়ি আব্দারপুর উড়ালপুল তৈরিতে যানজটের জন্য চিনপাই ঢুকি না।' বীরভূম জেলা বাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শুভাশীষ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'লোকাল বাস এবং এক্সপ্রেস বাস একই সময়ে হয়ে যাওয়ার জন্য কিছু আসানসোল ও বর্ধমান বাস চিনপাই ঢুকছে না। তাতে গ্রামবাসীদের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সেইকথা আমি আরটিও এবং ডিএমকে জানিয়েছি। সাউথ বেঙ্গল স্টেট বাস চিনপাই ঢুকছে না তারবেলায় তো চিনপাই গ্রামের লোকজন ডিএমকে ডেপুটেশন দিচ্ছে না? সবমিলিয়ে বলতে গেলে টোটো,অটো দাপটে ধুঁকছে বেসরকারি বাস। আগে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড থেকে ২১০টির মতো বাস চলাচল করতো । বর্তমানে ১২০টি বাস চলাচল করে ।

মুড়িগঙ্গায় সেতু তৈরিতে জমি অধিগ্রহণ

রবীন দাস, কাকদ্বীপ : কচুবেড়িয়ার পর এবার লট নম্বর ৮–এর জমির মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল চেক। মুড়িগঙ্গা নদীতে সেতু নির্মাণের জন্য কচুবেড়িয়া ও লট নম্বর ৮–এ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। যারা জমি দিয়েছেন তাদের হাতে চেক তুলে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। ১৩ মে কাকদ্বীপ বিডিও অফিসে ১৬ জনের হাতে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। বিডিও ঋক গোস্বামী ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদনমোহন হালদারের উপস্থিতিতে কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা জমির মালিকদের হাতে এই চেক তুলে দেন। এবিষয়ে বিধায়ক বলেন, 'লট নম্বর ৮–এ মোট ১২১ জন জমির মালিকদের হাতে চেক তুলে দেওয়া হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ১৬ জনের হাতে তুলে দেওয়া হল। পর্যায়ক্রমে বাকিদেরও হাতে চেক তুলে দেওয়া হবে।' এ বিষয়ে এক জমির মালিক সন্তোষ দাস বলেন, 'এই এলাকার প্রতিটি মানুষ চান সেতুটি নির্মাণ করা হোক। তবেই এই এলাকার আরও উন্নয়ন হবে।'

বিস্ফোরক সহ গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় অভিযুক্ত শাহে আলম ওরফে বিক্কিকে ১৩ মে রাতে গ্রেপ্তার করে নলহাটি থানার পুলিশ। ধৃতের বাড়ি নলহাটি থানার উদয়নগর গ্রামে। শাহে আলম বিজেপি বুথ সভাপতি হিসাবে এলাকায় পরিচিত। ৭ মে দুপুরে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে নলহাটি থানার পানিশালা এলাকার মদনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে একটি পরিত্যাক্ত বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমানে বিস্ফোরক উদ্ধার করে বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরকগুলির মধ্যে ৩৬ বাক্স জিলটিন স্টিক ছিল। প্রতি বাক্সে ২০০ পিস করে জিলটিন ছিল যার পরিমান ৭২০০পিস। ৬ প্যাকেট ডিটোনেটর উদ্ধার করা হয়েছিল। প্রতি প্যাকেটে ১৫০০টি করে ডিটোনেটর ছিল। মোট ৯০০০ পিস ডিটোনটর এবং ৬৬ বস্তায় ৫০ কেজি করে ৩৩০০ কেজি অ্যামোনিয়া নাইট্রেট উদ্ধার করা হয়েছিল। ১৪ মে বুধবার রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতকে ১০দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

বধূ খুনে গ্রেপ্তার ২

অরিজিৎ মণ্ডল, কুলপি : ১৪ মে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার রাজারামপুর এলাকায় পুরনো আক্রোশ থেকে গৃহবধূ লুৎফন্নেসা বিবি(৩৬)কে শাবল দিয়ে কুপিয়ে খুন। ঘটনায় গ্রেপ্তার অভিযুক্ত প্রতিবেশী যুবক সানোয়ার মোল্লা ও তার মা। জানা যায়, লুৎফন্নেসা বিবির পরিবারের সাথে প্রতিবেশী সানোয়ার মোল্লার পরিবারের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল। ওইদিন দুপুরে নলকূপ থেকে জল আনতে যাওয়ার পথেই খুন হয় লুৎফন্নেসা। কুলপি থানার পুলিশ অভিযুক্তদের ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে পাঠালে ৭ দিনের হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

বাঁকুড়া জেলা পুলিশের মানবিক মুখ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ কিছুদিন ধরে খবর পাওয়া যাচ্ছিল যে ঝাঁটিপাহাড়ি এলাকার অঞ্চলের বেশ কিছু লোক যক্ষ্মা রোগে সংক্রামিত হচ্ছে এবং এই সংক্রমণের হার ধীরে ধীরে বাড়ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ সমাজের ছোঁয়ার জন্য একঘরে হয়ে যাওয়ার ভয়ে এই রোগ চিকিৎসা করার জন্য নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে না গিয়ে এবং সঠিক গুণগত মানযুক্ত পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করে না। তাই অক্ষয় তৃতীয়ার শুভদিনে বাঁকুড়া জেলা পুলিশের উদ্যোগে ঝাঁটিপাহাড়ি আউটপোস্টের ভারপ্রাপ্ত অফিসার অনিমেষ চার ও তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে জিড়রা ও ঝুঞ্জকা অঞ্চলের চিহ্নিত বেশ কিছু যক্ষ্মা রোগীর পরিবারের হাতে ১ মাসের জন্য সঠিক পুষ্টিকর যুক্ত খাবার তুলে দিয়ে বলেন স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে তারা যেন সারা মাসের ওষুধও ঠিকভাবে নেয় সেই দিকেও নজর রাখতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলছে অবৈধ নির্মাণ কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রোডের পাশে নয়নজুলিতে উঠছে পাকা বাড়ি, নির্বিকার প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কয়েক মাস আগে প্রশাসনকে নির্দেশ দেন কোনো সরকারি জায়গা, পুকুর কিংবা নয়নজুলিতে অবৈধ নির্মাণ চলবে না, প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথরপ্রতিমা ও কাকদ্বীপ থানার নতুন রাস্তা গঙ্গাধরপুর রোডের পাশেই নয়নজুলিতে অবৈধভাবে তৈরি হচ্ছে বেশ কিছু পাকা বাড়ি, মাটি ফেলে ভরাট করা হচ্ছে জল নিকাশি। কিন্তু প্রশাসনের চোখে পড়েও যেন পড়ছে না সেসব। ওই রোডের সাইকেল মোড় সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার ধারের গাছ কেটে পুকুর ও নয়নজুলি ভরাট শুরু করেছে আইসিডিএস কর্মী পারুল দাস বলেন, মাটি ফেলার বরাত যিনি নিয়েছেন তিনি প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছে। অবশ্য প্রশাসন জানার পর কাজটিকে বন্ধ করে দেয়। আবার নয়নজুলির উপর উঠছে একটি পাকা ঘর। এখন প্রশ্ন উঠছে কোন প্রশাসনের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছেন। এই প্রশাসন কে? যিনি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে অনুমতি দিচ্ছেন সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। তবে পঞ্চায়েত সদস্যের কথায় এগুলো নয়নজুলি নয়, সরকারি জায়গা ও নয়, রোডের উপর তো আর ঘর করছে না, এখানে ঘর করা বৈধ।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ৫৮ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৯ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

মালিকদের কারসাজিতে খড়দহ জুটমিলে কাজ বন্ধ শ্রমিকরা বেতন পাচ্ছে না

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

দুর্নীতির অভিযোগে খড়দহ জুট–মিলের মালিকপক্ষের কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করাতে মিলের সব কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রোজই সময়মত মিলের বাঁশি বাজে। চটকল কর্মীরা হাজিরা খাতায় সহি করে। কিন্তু কোন কাজ না হওয়াতে তারা চুপচাপ বসে থাকে। সংবাদে প্রকাশ, খড়দহ মিলের কর্মীসংখ্যা ৫৫০০ জন। এই বিপুল সংখ্যক কর্মী গত তিনমাস যাবৎ কোন বেতন পাচ্ছেন না।

আরও জানা গেল চটকল ধর্মঘটের আগে এই মিলে দৈনিক ১৩ লরি পাট আসত এবং কাজও পূর্ণোদ্যমে চলত। কিন্তু ধর্মঘটের পরবর্তীকালে পাটের লরির সংখ্যা কমে ৫টিতে দাঁড়ায় এবং এপ্রিলের মাঝামাঝি লরি আসা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। জানা গেল, মালিক পক্ষ সরকারকে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে জানিয়েছেন যে, মিলের কাজ ঠিকমত চলছে। মিল মালিকদের জাতীয় ও শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপে উৎপাদন বন্ধ এবং হাজার হাজার শ্রমিক চরম আর্থিক সঙ্কটে পড়ে দিশেহারা। এই অবস্থায় সরকার কি এখনও নীরব থাকবেন?

৯ম বর্ষ, ১৭ মে ১৯৭৫, শনিবার, ২৫ সংখ্যা

জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ খতিয়ে দেখলেন ডিএফডি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : সুন্দরবন সংলগ্ন গ্রামগুলিতে জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির উন্নয়ন মুলক কাজ খতিয়ে দেখতে রবিবার সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডিএফডি জোন্স জাস্টিন নিজেই গোসাবা ব্লকের লাহিড়ীপুর অঞ্চল ঘুরে দেখলেন। উল্লেখ্য ইতিমধ্যে সজনেখালি রেঞ্জের সমস্ত জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি নতুন করে গঠিত হয়েছে। মূলত এদিন ছিল নতুন কমিটির সদস্যদের সাথে পরিচয় পর্ব। তাছাড়া নতুন কমিটির উন্নয়নমূলক কাজ কেমন চলছে তা খতিয়ে দেখা। এদিন লাহিড়ীপুরের পরশমনি জেএফএমসির ঘরে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে ডিএফডির সাথে বিস্তর আলোচনা করেন। সঙ্গে ছিলেন সজনেখালি রেঞ্জ অফিসার সাবির আনসারি, বিট অফিসার মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস সহ অন্যান্য বন কর্মীরা। আলোচনা শেষে লাহিড়ীপুরের চরঘেরীতে একটি টুরিস্টস্পট গড়ে তোলার জন্য জায়গা নির্ধারণ করে ঘুরে দেখেন। অন্যদিকে, বনবিভাগের আধিকারিকদের সামনে পেয়ে মৎস্যজীবিরা ঘিরে ধরে বলেন প্রকৃত মৎস্যজীবিরা যাতে বৈধ অনুমতি পায় বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য। দাবি পূরণ নাহলে আগামী দিনে আন্দোলন হবে।

জলের দাবিতে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিতেই সমাধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর : দক্ষিণ ২৪ পরগণার গঙ্গাসাগরে জল কষ্টে ভুগছে প্রায় ১০০ পরিবার। এদের ভরসা নলকূপ পানীয় জলের। নলকূপ থেকে দীর্ঘদিন ধরে ঠিকঠাক জল পড়ছে না সেভাবে। অন্যদিকে, বাড়ি বাড়ি রাজ্য সরকারের তরফে ট্যাপ কল বসানো হলেও সেই কল থেকেও পড়ছে না জল। স্বাভাবিকভাবেই বর্তমানের প্রচন্ড দাবদাহের পরিস্থিতির মধ্যেই ব্যাপক জল সংকটে ভুগছে গোটা গঙ্গাসাগর। গ্রামের বহু পরিবারকে প্রতিনিয়ত পানীয় জল কিনতে হচ্ছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বহুবার স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরে জানিয়েও কোন সুরাহা মেলেনি। অগত্যা কলসি হাতে নিয়ে পানীয় জলের দাবিতে বুধবার বিক্ষোভে সামিল গ্রামবাসীরা। দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিতেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ওই সমস্ত ট্যাপকল দিয়ে জল পড়ছে। গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হরিপদ মণ্ডল জানান, পঞ্চায়েতে লিখিতভাবে গ্রামবাসীরা কোনও অভিযোগ জানায়নি ফলে জল সংকটের কথা জানা ছিল না। গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখানোর পর বিষয়টি নজরে এসেছে পিএইচই দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। এলাকায় পানীয় জল পৌঁছে গিয়েছে গ্রামবাসীদের সমস্যার সমাধান হয়েছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'পিস কিপিং' মেডেল পেল সাগরকন্যা কাকলি মান্না

সৌরভ নস্কর গঙ্গাসাগর: রাজ্যের প্রান্তিক এলাকা এই প্রথম মহিলা হিসেবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'পিস কিপিং মেডেল' পেলেন সাগর বিধানসভার রাধাকৃষ্ণপুরের মেয়ে কাকলি মান্না। সাগরের প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা কাকলি ১ বছর আগে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তি রক্ষা মিশনের বিশেষ দলের সঙ্গে আফ্রিকার কঙ্গোয় গিয়েছিলেন। সেখানে পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জঙ্গি দমনের লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। তাই রাষ্ট্রসঙ্ঘের তরফে কুর্নিশ জানাল বিএসএফের ১০৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের এই সদস্যকে। কঙ্গো থেকে ফোনে কাকলি বলেন, 'এই স্বীকৃতি পেয়ে আমি খুবই আপ্লুত। গত এক বছর ধরে জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলেছে। ঝুঁকি থাকলেও আমরা এই কাজ থেকে পিছিয়ে আসিনি। আগামী ১ মে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু নতুন করে জঙ্গি হামলা হওয়ায় আরও কিছুদিন থেকে যেতে হবে।' তবে তিনি বাড়ি আসার জন্য মুখিয়ে আছেন বলে জানান। এই সম্মান এর আগে সাগর বা সমগ্র সুন্দরবন এলাকা থেকে কেউ পায়নি। তাই কাকলিদেবীর এই সাফল্য অনেককে অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিএসএফের এই জওয়ানের পরিবারে বাবা–মা ছাড়াও রয়েছেন পাঁচ ভাই। মেয়ের সাফল্যে খুশি তারাও। কাকলি কবে ফিরবেন, সেই অপেক্ষায় দিন গুনছে পরিবার। কাকলির এই সম্মানে আনন্দিত সাগরদ্বীপের বাসিন্দারাও। কাকলির পরিবারকে পুষ্প স্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন এলাকার মানুষজনের। দাদা স্বপন মান্না জানান, 'বোন যেভাবে প্রশংসিত হচ্ছে আমি চাই আরো বড় হোক এবং ভারতবর্ষ তথা সাগরদ্বীপের নাম আরো উজ্জ্বল করুক।' রুদ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য মানিক নায়ক জানান, 'যেভাবে সাগরের মেয়ে কাকলি মান্না দেশ ও সাগরদ্বীপের নাম উজ্জ্বল করেছে আমরা চাই আরো উন্নতি করুক কাকলি। কাকলির এই সাফল্য সাগরদ্বীপ বাসী হিসাবে আমরা গর্বিত বোধ করছি।'

সুন্দরবনে আধুনিক পর্যটন কেন্দ্র তৈরিতে উদ্যোগী সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : সুন্দরবনের পর্যটনে আরও বেশি করে গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। একারণেই ঢেলে সাজানো হচ্ছে সুন্দরবন। সুন্দরবনের ডাবু খালের ধারে তৈরি হবে পিকনিক স্পট। সম্প্রতি ডাবু এলাকার জমি পরিদর্শন করে গেলেন সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের সচিব। ইতিমধ্যেই এই কাজের জন্য জমিও পরিদর্শন করেছেন সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের সচিব অত্রি ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'জমি দেখা হয়েছে। অনেক কিছুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।' বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার বলেন, 'পিকনিক স্পট সহ গেস্ট হাউস নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ধোসার ৪ একর এলাকাটি নবগ্রাম, চালতাবেড়িয়া ও ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত। এই এলাকায় ডাবু খালের পাশে সেচ দপ্তরের যে জায়গা আছে, তার মধ্যে ৪ একর জমি প্রাথমিকভাবে এই কাজের জন্য নেওয়া হয়েছে।' এলাকার বাসিন্দারা বলেন, এই এলাকায় পিকনিক গার্ডেন করলে শীতকালে মানুষের ভিড় বাড়বে। তাতে আমাদের কর্মসংস্থানও হবে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ১৭ মে – ২৩ মে, ২০২৫

সবার ওপরে দেশভক্তি

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তার আনন্দমঠ উপন্যাসে ভবানন্দের সঙ্গে কথোপকথনের ভাষ্য উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'জীবন তুচ্ছ, সকলেই দিতে পারে'। প্রত্যুত্তর এসেছিল 'ভক্তি' অত্যন্ত কঠিন বস্তু। সবার উপরে দেশপ্রেম, ইহা বিস্মৃত হইয়োনা।

পরাধীন দেশের মুক্তি কামনায় অজস্র দেশপ্রেমী সংগ্রামী যোদ্ধা তাঁর 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র উচ্চারণ করে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। দেশপ্রেমের কোনও বিকল্প হয় না। যে দেশের মাটিতে জন্ম–কর্ম বেড়ে ওঠা সেই দেশের মাটিকে মা বলে সম্বোধন করা ভারতীয় ঐতিহ্য। দেশ ভক্তদের সন্ত্রাসী আখ্যা দেওয়া ছিল ব্রিটিশদের চতুর চাল। ব্রিটিশের বহু ফাইলে রয়ে গেছে সেইসব দিনের স্মৃতিচিহ্ন।

অখন্ড ভারতকে খন্ডিত করার সময় ব্রিটিশরা দেশ ভক্তিকে নানা কৌশলে সংকীর্ণ করে তোলার আশ্রয় নিয়েছিল। দেশভাগের সময় বামপন্থীদের বৃহৎ একটি অংশ সরাসরি নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগমনকে আটকাতে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ ভক্ত সেই সময়ের কমিউনিস্টরা নেতাজিকে অনেক অকথা–কুকথা বলেছিল। যদিও পরবর্তীকালে জ্যোতি বসু এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতো নেতারা নেতাজির ব্যাপারে তাদের মূল্যায়নের জন্য ভুল স্বীকার করেছেন।

সম্প্রতি দেখা গেল একশ্রেণির বামপন্থী নেতাকর্মীরা পাকিস্তানের নির্দয় ভারতবিদ্বেষী আক্রমণকে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সমর্থন করছেন। তারা মাঠে নেমে সরকারের অপারেশন সিঁদুরের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে গেছে সেইসব ছবি। দেশের যুদ্ধের পরিস্থিতিতে কিছু কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন সাংসদ এবং বিধায়কের মন্তব্য, অসংবেদনশীল ভাষণ সেইসব রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি খুব একটা যে ভালো নয় তা বলাই বাহুল্য। সমাজ মাধ্যমে নানা মন্তব্য তাই প্রমাণ করে।

অসংখ্য দেশভক্ত সেনা জোয়ানরা জীবন বিপন্ন করে দেশের মানুষের প্রাণ বাঁচানো, সীমানা প্রহরা ও দেশের সম্মানকে অতন্দ্র প্রহরীর মতো রক্ষা করে চলেছেন। তাদের মনোবলকে দুর্বল করে দেবার যে কোনও আন্দোলন, বক্তব্য দেশদ্রোহিতার শামিল। গণতান্ত্রিক আবহে দেশের শত্রুদের জন্য কান্নাকাটি, তাদের পক্ষে বিবৃতি দেওয়া শত্রু রাষ্ট্রের পৈশাচিক উল্লাসকে অনেকটাই এগিয়ে দেয়।

কাশ্মীরের ঘটনা সারা বিশ্ব জানে। এ দেশের বামপন্থী লেখক শিল্পীদের নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে থাকার মুখোশ এবং শত্রু রাষ্ট্রের পক্ষে ওকালতি করা সংসদীয় রাজনীতিতে তাদের অবস্থান আরো বদলে দিতে পারে। অবশ্য এই নিয়ে নিজেদের মধ্যেও মতপার্থক্য রয়েছে। প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায়ের সম্প্রতি ভারত সরকারের সেনাদের লড়াইকে খাটো করার মানসিকতাকে তার দল মান্যতা দেয়নি। দেশ ভক্তি দুর্বল হয়ে গেলে দেশের পক্ষে সমাজের পক্ষে এবং রাজনৈতিক দলের পক্ষে তা আদৌ সুখকর নয়।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

আত্মভাবনায় অবিদ্যার নিরোধ হয়, তাও বুঝেছি। কিন্তু আত্মা কি রকম তা বুঝিয়ে বলুন। বশিষ্ঠ বললেন, বিষয় এক আবরণ, সেই বিষয়–আচ্ছাদন অপসারিত হলে সর্বব্যপী একমাত্র সত্য–নিত্য–বস্তু–চিৎ বিরাজমান থাকেন। তিনিই আত্মা, তিনিই পরম। ক্ষুদ্র তৃণ হতে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত সমস্তই চিন্ময়, অখণ্ড, অবিনাশী আত্মা। আত্মায় মন নামে কোন কল্পিত বস্তু নেই, অবিদ্যা নেই, জন্ম–মৃত্যু নেই। জগতের সব দৃশ্যপদার্থই বিকারশীল, সৃষ্টি–লয়াধীন এবং অস্তিত্বসম্পন্ন দেখা গেলেও সেই সমস্ত প্রকৃতই অস্তিত্ববিহীন। একমাত্র সত্য যিনি, সেই আত্মাই একমাত্র অস্তিত্বসম্পন্ন। সেই নিত্য, শান্ত, নির্বিকার, নিরাকার পরমাত্মায় আবরণযুক্ত যে চিৎ, তাকে মন বলে। জলে তরঙ্গ ওঠার মতই সর্বশক্তিমান পরমাত্মদেব থেকে আত্মার অখণ্ডতা পরিচ্ছিন্নকারী শক্তি উদিত হয়। ব্রহ্ম হতে সেই স্বাতন্ত্র্য সঙ্কল্পশক্তির দ্বারাই মন বদ্ধ হয়, আবার কল্পিত খণ্ডত্ব বিসর্জিত হলে, ব্রহ্মই সব এই উপলব্ধিতে মুক্তি লাভ হয়। সুতরাং সঙ্কল্পকে জয় ক'রে তুমি অভীষ্ট সাধন কর। অবিদ্যাকে আশ্রয় ক'রে মনোরঞ্জন প্রত্যাশী মূঢ় ব্যক্তির মত আমি দুঃখী, আমি বন্ধ, ইত্যাদি ভাবনার অনুসরণ তুমি কোর না। বরং আমি দেহ নই, আমি বদ্ধ নই, আত্মার বন্ধন অসম্ভব, আমি তাই মুক্ত এমন ভাবনার অভ্যাসে মোক্ষ সহজলভ্য হয়। আমি দেহ হতে পৃথক্, এমন দৃঢ়বুদ্ধি যাঁর, তিনি অবিদ্যা ধ্বংস করতে পেরেছেন। আমি অজ্ঞ, আমি এই দেহ এমন ধারণাতে অবিদ্যা আরও বিস্তৃত হয়। সুতরাং নিয়ত ব্রহ্মভাবনায় মনের বিষয়–রমন নিরুদ্ধ করেন যে জন, তিনিই শান্তি লাভে কৃত্যতা অর্জন করেন। যা কিছু দেখা যাচ্ছে, সবই যদি ব্রহ্ম, তবে সেই ব্রহ্মকে বিস্মৃত হয়ে, বিষয় সমূহের কামনা ও ভোগবাসনাই অবিদ্যা। প্রবল পুরুষকারে কামন–বাসনার উচ্ছেদ না করলে তা ক্রমবর্ধমান হতে থাকে। জরা–মৃত্যুর উৎস হল মোহ, সেই মোহ হতেই বাসনাদির উদ্ভব। হে রাম। তুমি এখন গুহ্য তত্ত্ব জেনেছ। এখন তোমার চিন্তনীয় হল, এই আমার ঘর, আমার পরিবার–পরিজন, এই হলাম আমি এই ভেদাত্মক দর্শন হল ভয়ঙ্কর ভ্রম।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

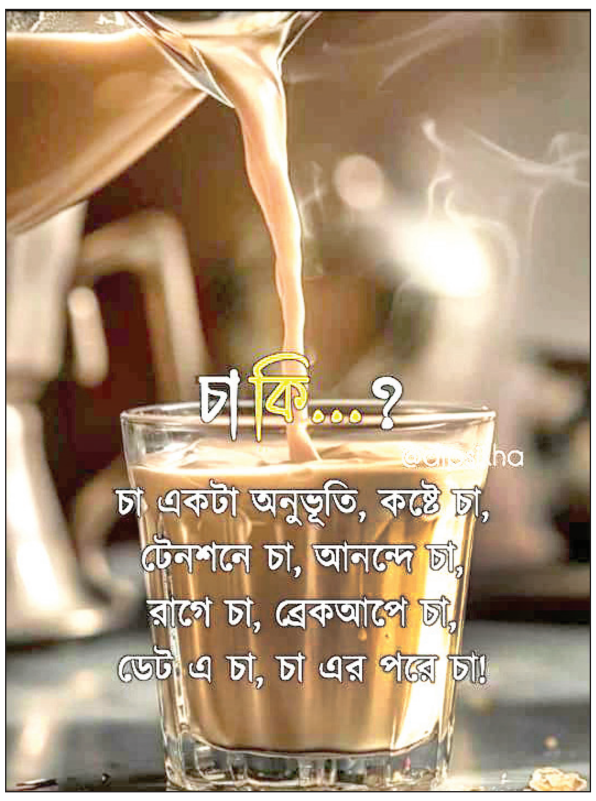

শান্তির অভিনব সংজ্ঞায় যুদ্ধ শেষ, মিছিল শুরু

সুবীর পাল

পূর্ণ যুদ্ধ নাকি ছায়া যুদ্ধ?

দেশের লক্ষ্যপূরণ নাকি ভারতের আত্মসমর্পণ?

'অপারেশন সিঁদুর'এর পরাক্রমে একটা দাঁড়ি আপাতত টেনে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অপারেশন সিঁদুরের যাবতীয় সাফল্যের কৃতিত্ব ভারতীয় সেনাবাহিনীকেই দিয়ে দাবি করেছেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর এই প্রত্যাঘাত জঙ্গিপনার কোমর ভেঙে দিয়েছে। প্রতিবেশী দেশ বুঝতে পেরেছে ভারতীয় নারীর উজাড় হওয়া সিঁদুরের প্রতিবাদ কতটা বিধ্বংসী হতে পারে। অপারেশন সিঁদুর স্রেফ একটা নাম নয়। এটা গোটা দেশের অখন্ড স্বভিমানের প্রতীক।

আপাতত যুদ্ধের সাইরেন নিনাদ যেখানে শেষ, সেখানে কাল বিলম্ব না করে রাজনীতির চুলচেরা দমদার জিগিরবাজী ফের শুরু। প্রত্যাশিত রুটিনে। সারা দেশের কোণে কোণে। এটাই হল দেশীয় রাজনীতির একটা অকৃত্রিম ট্র্যাডিশন। বর্তমান সময়ে, অপারেশন সিঁদুরে সাময়িক দাঁড়ি টানার অপেক্ষাটুকু হয়তো করেছিলেন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে শুরু করে আঞ্চলিক দলের কারবারীরা। খুঁতের কলকেতে টিপন্নীর ছিলিম মৌতাতে বুঁদ হবার এইতো সুবর্ণ সুযোগ। সুতরাং যুদ্ধ আবহের লেবার রুমে স্বাভাবিক প্রসবের অপেক্ষায় মারো গোলি, চালাও ছুরি কাঁচি তড়িঘড়ি ভারতমাতার পেট কাটা সমালোচনার সিজারে। ফলে যুদ্ধ যতির আঁতুরঘর থেকে পড়িমরি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতার সরাসরি মিশাইল হামলা শুরু হয়ে গেছে অতি দাপটে। পাল্টা ট্রেজারি শিবির তো এস–৪০০ সুদর্শন চক্র দিয়ে বিরোধিতা শুধু সামলাচ্ছে তাই নয়, সুকৌশলে ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার করে বিরোধী শিবিরকেই তছনছ করে চলেছে অনায়াস পরিপক্কতায়।

ইতিমধ্যেই দেশের সবচেয়ে বর্ষীয়ান সর্বভারতীয় রাজনীতিক দল কংগ্রেস সরাসরি মোদী সরকারের বিরুদ্ধে রে রে করে কামান দেগেছে। অপারেশন সিঁদুর আচমকা স্থগিত হওয়ায় দলের মুখপাত্র জয়রাম রমেশ বলেছেন, আমেরিকার বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষায় পাকিস্তানকে যে প্রত্যাঘাত করছিল আমাদের সেনাবাহিনী তার থেকে ভারত পিছিয়ে এসেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট এমন মন্তব্য করেছেন অথচ আমরা সহ সমস্ত বিরোধী দল কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একমত ছিলাম যুদ্ধ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে। কেন যুদ্ধ বন্ধ হল কেন ডোনাল্ড

ট্রাম্পের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমরা প্রধানমন্ত্রীর মতামত শুনতে চাই। এই ইস্যুতে সংসদে অধিবেশন ডাকা হোক।

মজার বিষয় হল কংগ্রেসের এই দাবির পিছনে ইন্ডি জোটের সব শরিক যে এক বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছে এমন নজির বাস্তবে নজরে পড়ল না। ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা ও জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এবিষয়ে মোদী সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেন, সবকিছুর যেমন শুরু আছে তেমন শেষও আছে। দেশের লক্ষ্য ছিল জঙ্গি নিকেশ। সীমান্ত পেরিয়ে আমাদের সেনাবাহিনী সাফল্যের সঙ্গে তা কার্যকর করেছে। পাকিস্তানের সেনা নিয়ন্ত্রিত বিমান ঘাঁটিও আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। পাকিস্তানকে মুছে দেওয়া ভারতের পরিকল্পনা ছিল না। সুতরাং পাকিস্তান উপযাচক হয়ে সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব দিলে আমরা তা ইতিবাচক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে মেনে নিয়েছি।

উল্লেখযোগ্যভাবে সবাইকে অবাক করে ওমর আবদুল্লার কণ্ঠস্বরের প্রায় একই সুর শোনা গেল নরেন্দ্র মোদীর কট্টর সমালোচক আসাদউদ্দিন ওয়াইসির গলায়। অল ইন্ডিয়া মজলিস–ই–ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের সভাপতি ওয়াইসি বলেন, পাকিস্তানের থেকে বেশি মুসলিম ভারতে থাকে। অথচ দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আমরা লাগাতার জঙ্গি আক্রমণের শিকার হয়ে চলেছি ওই দেশের পৃষ্ঠপোষকতায়। ভারতের অপারেশন সিঁদুরের পদক্ষেপ যথার্থ। ধুলিসাৎ হয়ে যাওয়া পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব দিয়েছিল। দ্বিপাক্ষিক স্তরেই ভারত সাময়িক ভাবে এই প্রস্তাবে সায় দিয়েছে।

রাজনীতির বদলা রাজনীতিই। এই তত্ত্বে শীলমোহর দিয়ে বিজেপির মুখপাত্র প্রেম শুক্লাও জানালেন, প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ নেতৃত্বে অপারেশন সিঁদুর আজ সফল। সেনাবাহিনীর শৌর্যে সারা দেশ গর্বিত। কিন্তু কিছু রাজনৈতিক দল মোদীর যুগান্তকারী সাফল্যে কার্যত হতাশ হয়ে নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে। তাই এইসব অপপ্রচারের জবাব দিতে আমরা দেশের প্রতিটি রাস্তায় এগারো দিন ব্যাপী তিরঙ্গা যাত্রার কর্মসূচি গ্রহণ করেছি।

কংগ্রেস ও বিজেপি যেখানে এমন পরিস্থিতিতে অলআউট পেশি দেখাতে মাঠে নেমে পড়েছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে নরমে গরমে রাজনৈতিক জল মাপতে শুরু করেছে তৃণমূল। এক বছর বাদে রাজ্যে বিধানসভা ভোট হতে চলেছে। তাই শাসক তৃণমূল সুপ্রিমো এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এই ইস্যুতে লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে বসে আছেন। চতুর এই রাজনীতিবিদ বিলক্ষণ জানেন, সারা দেশে একটা আবেগ কাজ করছে অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গে। বিজেপি এই বিজয়কে হাইপে তোলার চেষ্টা করছে। কংগ্রেসের অনুকরণে এখনই এর বিরোধিতা করলে আগত ভোটের মুহূর্তে রাজ্যবাসীর মনে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

তবে সমালোচনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে না করলেও তাঁর অনুগত সাংসদ সৌগত রায় ছেড়ে কথা বলেননি মোদী সরকারকে। তিনি চাঁচাছোলা ভাষায় বলেন, যুদ্ধ করতে গিয়ে যেখানে ইউক্রেনের জেলেনস্কি নতি স্বীকার করেননি সেখানে ভারতের নরেন্দ্র মোদী মাথা নোয়ালেন আমেরিকার ট্রাম্পের কাছে। কোথায় জঙ্গি নির্মূল হয়েছে? প্রমাণ কোথায়? জঙ্গিদের কয়েকটা বাড়ি গুঁড়িয়ে দিলেই সব জঙ্গি খতম হয়ে গেল নাকি? ইন্দিরা গান্ধী যেভাবে নাস্তানাবুদ করেছিল পাকিস্তানকে নরেন্দ্র মোদী কোথায় সেই দেশের কোমর ভেঙেছে? মাঝপথে কার নির্দেশে যুদ্ধ বন্ধ করা হল? যদিও সৌগত রায়ের এই কঠোর সমালোচনার মুখে পড়েই ড্যামেজ কন্ট্রোলে আসরে নেমে পড়েন দলেরই অপর দুই সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের বক্তব্য, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যথার্থ নেতৃত্ব দিয়েছেন। অপারেশন সিঁদুর প্রকৃতই সফল। পাকিস্তান উচিৎ শিক্ষা পেয়েছে। আমজনতার নার্ভের পালস অনুভব করতে তাই দলের সাংসদদের দিয়েই এই মুহূর্তে সমালোচনার পাশাপাশি প্রশংসার ভারসাম্যগত মিশেল ঘটালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এমনকী বিজেপির তিরঙ্গা যাত্রার প্রকাশ্য বিরোধিতা না করলেও বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনীর মতো রাজ্য জুড়ে তৃণমূল ঘোষণা করে ফেলেছে জাতীয়তাবাদী মিছিল। শনিবার ও রবিবারের এই মিছিল কোনও রাজনৈতিক কারণে সংগঠিত হচ্ছে না। যুদ্ধে সেনাবাহিনীর সাফল্য তুলে ধরা হবে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও গোয়া, আসাম ও ত্রিপুরাতেও এই মিছিল চলবে। মুখ্যমন্ত্রীর এমন ঘোষণার পরে পরেই রাজ্যে কিন্তু আদতে শুরু হয়ে গেল দুই মিছিলের আড়ে বহড়ের রাজনৈতিক পাঞ্জা লড়াই। বিজেপি বনাম তৃণমূলের। ভোটের দাঁড়িপাল্লার ওজন ঝুঝে নিতে।

আর অন্যদিকে সিপিএম? ক্ষয়িষ্ণুতার নামাবলী এখন যে দলের শরীরে দৃশ্যতঃ প্রকট তাদের টোকেন মিছিল ঠারে ঠোরে হচ্ছে ঠিকই কিন্তু স্লোগানের ট্যাগলাইনে সেই বস্তাপচা যুগের ভাবধারা থেকে দলটা উত্তীর্ণ হতে পারলো কই? যুদ্ধ নয় শান্তি চাই। এমন স্লোগানে জঙ্গিহানা নিয়ে একদম স্পিকটি নট্। কিন্তু জঙ্গিদের দুরমুশ করলেই গেল গেল শান্তি নষ্ট। সত্যি হে ভারত সখী শান্তি কাহারে বলে?

ফের তুরস্কে ভূমিকম্প

সুমন্ত ভৌমিক

বৃহস্পতিবার বিকেলে তুরস্কে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত এনেছে বলে জানা গিয়েছে। কুলা অঞ্চলে এই ভূমিকম্পের প্রভাব তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারাতেও অনুভূত হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল তুরস্কের কুলু থেকে ১৪ কিলোমিটার পূর্বে এবং গভীরতা প্রায় ১০ কিলোমিটার বলে জানা গিয়েছে।

কম্পনের তীব্রতা ছিল বেশি। কিছু বাড়ি ধসে পড়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোন প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। তুরস্কে রিখটার স্কেলে ৫.২ মাত্রার ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়েছে। মাত্র ২২ দিনের মাথায় ফের কেঁপে উঠল তুরস্ক। এর আগে বুধবার সকালে গ্রিস এবং এর আশেপাশের অঞ্চলে ৬.১ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। এরপরেই তুরস্কেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এই ভূমিকম্প ৭৮ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে ইজরায়েল, লেবানন, তুরস্ক এবং জর্ডনেও কম্পন অনুভূত হয়।

২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারির পর তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল তুরস্ক। প্রথমে ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্প, পরে ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত আনে। এরপরেও বেশ কয়েকবার মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এই ভূমিকম্পে অনেক ঘরবাড়ি ধসে পড়ে। এই ভূমিকম্পে অন্তত ষাট হাজার মানুষ প্রাণ হারান। এই ভূমিকম্পের প্রভাব সিরিয়াতেও পড়ে। সিরিয়ায় ৮ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। সেবার এই দেশের মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ভারত। কিন্তু সম্প্রতি ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে ড্রোন–সহ অন্যান্য সামরিক সাহায্য করেছে তুরস্ক। এই পরিস্থিতিতে তুরস্ক ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল। এই পরিস্থিতি তে অনেকেই কটাক্ষ করে বলছেন, ভারতের প্রতি অকৃতজ্ঞের মতো আচরণের কর্মফল হিসেবেই তুরস্কে ভূমিকম্প হল।

রুশ সেনার সঙ্গে চিন

বৃহস্পতিবার রাশিয়ার সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করার ঘোষণা দিয়েছে চিন। দেশটির প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সাম্প্রতিক মস্কো সফরের পর এ ঘোষণা করেছে বেইজিং। কয়েক বছর ধরে মস্কো–বেইজিংয়ের সম্পর্ক বাড়ছিল। সির মস্কো সফরের পরপরই এ ঘোষণা এল। ইউক্রেনে ২০২২ সালে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে দেশ দুটির মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। ইউক্রেনের মিত্রদেশগুলোর অভিযোগ, মস্কোকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে যুদ্ধ চালাতে সহায়তা দিচ্ছে বেইজিং। পশ্চিমাদের এসব অভিযোগ বারবার অস্বীকার করেছে বেইজিং। তাদের দাবি, এই সংঘাতে তারা নিরপেক্ষ। ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তারা অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে মস্কোয় দীর্ঘ বৈঠক শেষে সি চিন পিং বলেছিলেন, চলমান বৈশ্বিক অস্থিরতার এই সময়ে চিন–রাশিয়ার সম্পর্ক ইতিবাচক হয়েছে। চিনের সেনাবাহিনী রাশিয়ার সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত উল্লেখ করে জিয়াং বিন বলেন, আমরা কৌশলগত পারস্পরিক আস্থা আরও গভীর করতে, কৌশলগত যোগাযোগ জোরদার করতে এবং ব্যবহারিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ করতে কাজ করছি। চিন কীভাবে রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক জোরদার করবে, এমন এক প্রশ্নের জবাবে জিয়াং বিন বলেন, আমাদের সামরিক পর্যায়ের সম্পর্কটা উচ্চপর্যায়ের। জিয়াং বিন আরও বলেন, বেইজিং–মস্কো প্রভাবশালীদের জুলুমের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছে। সরাসরি কোনও দেশের নাম উল্লেখ না করলেও যুক্তরাষ্ট্রকে উদ্দেশ্য করেই সি এ কথা বলেছেন বলে ধারণা করা হয়। এসব পদক্ষেপ বিশ্বের কৌশলগত স্থিতিশীলতা রক্ষা ও জোরদারে সহায়তা করবে বলেও মন্তব্য করেন জিয়াং বিন। এসব উদ্যোগ নতুন যুগে চিন–রাশিয়া সমন্বিত কৌশলগত অংশীদারত্বের বিষয়বস্তুকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

শক্তি ধর

ভারতের রাজনীতিতে ধর্ম এখন কাশ্মীরি কেশর–এর মত। স্বাদ, গন্ধ, রং পাল্টে দিচ্ছে সবই। বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানে এখন রামনবমী, ঈদ, হনুমানজয়ন্তী চড়া সুরে বাজে।

গান্ধীজি রামনাম স্মরণ করে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। ফলে এদেশে যারা গান্ধীবাদী বা কংগ্রেস ঘরানার দল তাদের কাছে ধর্ম রাজনীতির স্বাভাবিক উপাদান। কংগ্রেস নেতাদের প্রশ্রয়েই ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়েছে আবার সংবিধানে সেকুলার শব্দ প্রবেশ করেছে। সবই ঘটেছে রাজনৈতিক হিসাব কষে।

ধর্মের নামে অবিচার ও অত্যাচার দেখে বিশেষ করে শিল্প বিপ্লবের সময়ে কার্ল মার্ক্স বলেছিলেন, 'ধর্ম আত্মাহীনের আত্মা, হৃদয়হীনের হৃদয় ও সাধারণ মানুষের অহিফেন মাত্র।' যারা এদেশে মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী তারা ধর্মের মধ্যে অহিফেন বা আফিম খুঁজতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাদের কাছে আর ধর্মের ভালো মন্দ বিচার রইল না। বুঝলো না তাদের রাজনীতির যারা হাতিয়ার শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, মেহনতি মানুষ সকলেই ধার্মিক। স্বভাবতই ধর্মভীরু ভারতীয়দের থেকে তারা দূরে সরে যেতে থাকলো।

স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, ধর্ম ভারতের শিকড়ে। এদেশে ভালো মন্দ যাই কর না কেন, ধর্মের মাধ্যমেই করতে হবে। এদেশের ধর্ম হবে ত্যাগ, সেবা। ভারত মাতার কাছে সবাই বলিপ্রদত্ত। ত্যাগ, সেবা, ভারত মাতার অস্তিত্বে বিশ্বাসী দলগুলি তাই ভারতের সনাতন ধর্মকেই রাজনীতির মূল উপাদান বলেই মনে করে। অর্থাৎ বামপন্থীদের বাদ দিলে সকল দলের কাছেই ধর্ম রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। 'ধর্ম' 'কেশর' বা 'স্যাফরন' মেশানো হলে রাজনীতি তাদের কাছে অনেক সুস্বাদু।

এই ধারা বজায় রেখেই বামপন্থীরা যত দুর্বল হয়েছে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি ততই প্রকট হয়েছে বাংলায়। এ রাজ্যে শাসক দলের হাতে যেমন রয়েছে নানা সামাজিক প্রকল্পের সাফল্য তেমনি বিরোধীদের হাতে রয়েছে সরকারি জালিয়াতি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধারালো অস্ত্র। এই ঢাল তরোয়ালে লড়াই চললেও শাসক তৃণমূল আর প্রধান বিরোধী বিজেপি ধর্ম নিয়ে একে অপরকে টক্কর দিতে ব্যস্ত। কেউ যখন জগন্নাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা নিয়ে হাওয়া তোলে তখন আর একজন সাজিয়ে তোলে রামমন্দির তৈরির যজ্ঞকুন্ড।

আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। ফলে নির্বাচনী রাজনীতির আঙিনায় এখন নতুন আবির্ভাব জগন্নাথের। দীঘায় তৈরি হয়েছে জগন্নাথের সুদৃশ মন্দির। দন্দ্ব শুরু হয়েছে পুরী ও দিঘার মধ্যে। সাসপেন্ড হয়েছেন পুরীর এক দয়িতাপতি। মাঠে মানতে হয়েছে পুরীর শঙ্করচার্যকে। বোঝাতে হয়েছে পুরীর জগন্নাথ ধামের মহিমা। বিতর্ক শুরু হয়েছে ধাম আর মন্দিরে। অবশ্য যারা এই প্রতিযোগিতায় নামতে অক্ষম সেই কংগ্রেস ও বামপন্থীরা বাইরে দাঁড়িয়ে জল মাপতে ব্যস্ত। ততক্ষনে রাজ্য রাজনীতির বেশিরভাগ জায়গাই যে ধর্ম দখল করে নেবে তা তাদের বোঝায় কে। সব মিলিয়ে নিঃসন্দেহে বলা যায় ধর্মই ছাবিবশের ছক।

সনাতন সংস্কৃতির যে কোনো দেশে শাসকরা ছিলেন ধার্মিক। নানা ধর্মীয় কার্যকলাপের মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের ধর্মকে প্রজাদের ধর্মে পরিণত করেছেন। এঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিহাসের পাতায় পাতায় স্থান পেয়েছে অগণিত ধর্মীয় স্থান। প্রাচীন হিন্দু রাজারা ছিলেন সনাতন ধর্মের ধারক ও বাহক। আবার ধর্মান্তরিত রাজা অশোক প্রায় গোটা ভারতবর্ষকে বৌদ্ধ ধর্মালম্বীতে পরিণত করেছিলেন। আদি শঙ্করচার্যের হাত ধরে শাসন ব্যবস্থায় পুনর্জন্ম লাভ করেছে সনাতন হিন্দু ধর্ম। পাশাপাশি মুসলিম শাসকরা এদেশে মুসলমান ধর্ম কায়েম করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ব্রিটিশ আমলেও ভারতে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার প্রসারের কম চেষ্টা হয় নি। এই ধারা সমানে চলেছে।

তবে এসব রাজতন্ত্র নবাবতন্ত্রের কথা। এখন ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে স্থাপিত হয়েছে গণতন্ত্র। এখানে এখন শাসক নির্বাচিত হয় সংখ্যার নিরিখে। সেই সংখ্যাতত্ত্বে ধর্ম মিশে যদি নিরপেক্ষতা হারিয়ে যায়, শাসক যদি বাড়তি সংখ্যা পাবার আশায় কোনো ধর্মকে তোষণ করে তাহলে ধর্ম অমৃত নয়, বিষ হয়ে ওঠে। এই বিষ ছাড়াতে স্বামীজীর কথায় আবার সেই ধর্মকেই দরকার। সেই পাল্টা লড়াই শুরু হয়েছে যার ফল বেরোবে ছাবিবশের বিধানসভায়।

জগন্নাথের প্রবেশ

ছবি : প্রীতম দাস

পাঠকের কলমে

হনুমানের তাণ্ডব থেকে রক্ষার দিশা দেখাক বনদপ্তর

ভারতীয় বন্যপ্রাণ আইন অনুযায়ী কোনও বন্যপ্রাণীকে নির্যাতন কিংবা হত্যা করা দণ্ডনীয় অপরাধ। হনুমানও বন্যপ্রাণী এবং তাদের ক্ষেত্রেও আইনের একই বিধান প্রযোজ্য। তবে, হনুমান বন্যপ্রাণী হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বিচরণ ক্ষেত্র লোকালয়, ক্ষেত–খামার, গৃহস্থবাড়ির ছাদ, শখের বাগান প্রভৃতি জায়গায়। শুধু বিচরণ ক্ষেত্র হলে কোনও অসুবিধা ছিল না। কিন্তু, ইদানীং নানাকারণে তাদের তাণ্ডবের মাত্রা অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে। হনুমানের মাত্রাছাড়া তাণ্ডবে ক্ষেতের ফসল থেকে শুরু করে বাড়ির গাছপালা, ফল–ফলাদি ব্যাপকভাবে নষ্ট হচ্ছে। এর ফলে সাধারণ মানুষকে চরমভাবে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে। সেইসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে হিংস্র হনুমানের আক্রমণের শিকার হতে হচ্ছে আবালবৃদ্ধবনিতাদের। হিংস্র উন্মত্ত হনুমানের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার খবর প্রায়শই সংবাদমাধ্যমের খোরাক হয়। আমরা যারা কলকাতা থেকে দূরের কোনও ছোটোখাটো শহর কিংবা গ্রামাঞ্চলের দিকে থাকি তারা নিশ্চিতভাবেই জানি বর্তমানে কী সাংঘাতিকভাবে হনুমানের তাণ্ডব বেড়ে গিয়েছে। বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা বলয়ে থাকা এই হনুমানের প্রতিনিয়ত তাণ্ডব এবং তজ্জনিত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে করতে তো কিছু মানুষের নাভিঃশ্বাস অবস্থা! বিশেষ করে মাঠের ফসল, নার্সারি সহ বাড়ির গাছপালা, বাগানের ফলফলাদির যেহারে ক্ষতি হচ্ছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। সেইসঙ্গে তাদের দাপাদাপিতে গ্রামাঞ্চলের ছাপোষা মানুষের অতি সাধারণ ঘরের টালি কিংবা টিনের ছাদও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সরকারি নিয়মে এসব ক্ষতিপূরণের কোনও আর্থিক সংস্থান আছে কি নেই তার মধ্যে না গিয়ে এটুকু বনদপ্তরের কাছে বিনীতভাবে জানতে চাইছি যে হনুমানের মাত্রাছাড়া তাণ্ডব সহ আক্রমণের কবল থেকে মুক্তির উপায় কি কিছু আছে? যদি তা থাকে তাহলে অতি দ্রুত সেব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। বন্যপ্রাণী সুরক্ষার জন্য আরও উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। তাদেরও পরিবেশে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একইসঙ্গে হনুমানের এই লাগামহীন তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের অসহায়তার দিকটিও প্রশাসনকে বিবেচনা করে দেখতে হবে।

রমেশ দাস
পূর্বস্থলী, পূর্ব বর্ধমান

পাঠকের কলমে

আপনার এলাকার নানা সমস্যার কথা আমাদের দপ্তরে ১০০ শব্দের মধ্যে ছবি সহ লিখে পাঠান। আমরা তুলে ধরবো পাঠকের কলমে আপনার নাম সহ।

উত্তরের আঙিনায়

ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : ১৩ মে সকালে গোপন সূত্রে খবরর পাওয়ার পর টিকিয়াপাড়া মোড় সংলগ্ন এলাকায় উদ্ধার হয় ৪৫৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও বাজেয়াপ্ত করা হয় নগদ ৩০,০০০ টাকা সহ ৩টি মোবাইল ফোন এবং একটি স্কুটি। জানা গিয়েছে, বাইরে থেকে ব্রাউন সুগার এনে শিলিগুড়িতে বিক্রির পরিকল্পনা চলছিল। তার আগেই ধরা পড়ে যায় তারা। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন মালদার বাসিন্দা ভারতী মণ্ডল, শিলিগুড়ির মালাগুড়ির টি অকশন রোডের বাসিন্দা রাজকুমার সাহানি এবং বানেশ্বর ক্ষুদিরাম কলোনি এলাকার সুশান্ত শিকদার। ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক পাচার ও নিষিদ্ধ দ্রব্য আইনে মামলা রুজু করে পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

বুদ্ধপূর্ণিমা উদযাপন

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : ১২মে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন মহা ধুমধাম করে গৌতম বুদ্ধের জন্ম দিবস উদযাপন করা হল বৌদ্ধ বিদর্শন ধ্যান আশ্রমে। সকাল থেকেই ছিল ভক্তদের ভিড়। বৌদ্ধ পতাকা উন্মোচন এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়, তারপর চলে পুজো পাঠ। দূর দূরান্ত থেকে প্রত্যেক বছরের মত এ বছরও অগণিত ভক্ত এসেছিলেন এই আশ্রমে। রবিবার দিন গৌতম বুদ্ধের জন্ম দিবস উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রাও বের করা হয়। ভক্তরা সারা বছর এই বিশেষ দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। আশ্রমে রীতিমতো বুদ্ধ পূর্ণিমাকে ঘিরে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ।

বিরিয়ানির মাংসে পোকা, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : ১৫ মে সকালে বিরিয়ানির মাংসে পোকা পাওয়ার ঘটনায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের ভূমিকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখাল বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের সদস্যরা। পুলিশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল জোরদার। পুলিশি বাধার মুখে পড়ে তারা পুরনিগমের গেটের সামনেই আটকে যান। জানা গিয়েছে, ১৩ মে শিলিগুড়ির চম্পাসারি এলাকার একটি দোকানে এক ব্যক্তি বিরিয়ানি কিনে মাংসে পোকা দেখতে পান। ঘটনার পর শহরজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। ক্রুদ্ধ জনতার মুখে পড়ে দোকানের মালিক পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ দোকানটিকে সিল করে দেওয়া হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এদিন মঞ্চের সদস্যরা পুরনিগমের নজরদারিতে গাফিলতির অভিযোগ তুলে মেয়রের কাছে স্মারকলিপি দিতে আসেন।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় সংকটে লিচু ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : আবহাওয়ার খামখেয়ালি আচরণ আর বাঁদুড়ের উৎপাতে দিশেহারা চাষিরা। এই দুই কারণে বারুইপুর ও জয়নগর এলাকার আশেপাশে দেশি লিচুর ফলন এবার অনেক কম হয়েছে। তবে বোম্বাই লিচুর ফলন ভালো। বাজারে ছেয়ে গিয়েছে এই লিচু। বিক্রি ও হচ্ছে ভালো। বারুইপুর থানার ধপধপি ১ ও ২ নম্বর ব্লক, কল্যাণপুর, শিখরবালি ১ ও ২ নম্বর ব্লক, শংকরপুর ১ নম্বর, রামনগর ১ নম্বর, হাড়দহ, বৃন্দাখালি, নবগ্রাম ও জয়নগর থানার হোগলা, পদ্মেরহাট, নুরল্লাপুর এলাকা সহ লিচুর রমরমা বাজার। পাশাপাশি তা চলে যাচ্ছে মুম্বই, দিল্লি। কেউ গাছ লিজ নিয়ে কারবার চালান। কেউ আবার নিজের বাগানে চাষ করেন। বারুইপুর ও জয়নগর এলাকায় ২ প্রকারের লিচুর চাষ হয়। দেশি ও বোম্বাই। এব্যাপারে পদ্মেরহাটের কয়েকজন চাষি জানান, বোম্বাই

লিচুর বীজ ছোট। আকারেও ছোট। তবে খেতে সুস্বাদু। বোম্বাই নামটি চাষিদের দেওয়া। বাপ ঠাকুরদার আমল থেকে এই প্রজাতির লিচু পরিচিত হয়ে আসছে। অন্যদিকে, দেশি লিচুর বীজ বড়। আকারে ও বড়। তবে খেতে একটু টক। এপ্রিলের শুরুতে অতিরিক্ত গরম ও রাতে বাদুড়ের উৎপাতের কারণে দেশি লিচুর ফলন এবারে খুব ভালো হয়নি। যার কারণে লিচু ব্যবসায়ীরা আর্থিক সংকটের মুখে পড়ছে। তবে চাহিদা আছে দেশি লিচুর। এই লিচুর মরশুম এপ্রিল থেকে জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত। তবে চাহিদা আছে বোম্বাই লিচুর। বারুইপুর ও জয়নগর এলাকা থেকে ৫০টা করে বান্ডিল হয়ে পেটি ভর্তি হয়ে দিল্লি ও মুম্বই চলে যাচ্ছে এই লিচু। আর এই মরশুমে লিচু বিক্রি করে বারুইপুর ও জয়নগর এলাকার চাষিরা ভালো মুনাফা অর্জন করে।

বুলেট লঙ্কা চাষ করে ভালো আয়ের মুখ দেখছেন সুন্দরবনের চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : এবার লঙ্কা চাষ করে আয়ের মুখ দেখছেন সুন্দরবনের এলাকার চাষিরা। জানা যায়, সুন্দরবনের এলাকার খালগুলিতে নতুন পদ্ধতিতে লঙ্কা চাষ করেছেন চাষিরা। প্রতি বছরই নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা ঘটে থাকে সুন্দরবনের আশেপাশের অঞ্চলে। অনেক সময়ে নদীবাঁধ ভেঙে নোনা জলে প্লাবিত হয়ে যায় গোটা গ্রাম। চাষের জমিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর সেই কথা মাথায় রেখে সুন্দরবনের চাষিরা অল্প জমিতে কম খরচ করে অধিক ফলন ফলিয়ে আয়ের দিশা দেখছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার চাষিরা। সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা সহ ভাঙর, গোসাবা, বাসন্তী, জয়নগর, কুলতলি প্রভৃতি এলাকায় এই চাষের চাহিদা বেড়েছে। বাড়তি লাভের আশায় চাষিরা অন্য আনাজের পাশাপাশি বুলেট লঙ্কা চাষ করছে। এই কারণে অন্যান্য লঙ্কার বাজারদর তলানিতে এসে ঠেকেছে। আর এই চাষেই

লাভ দেখতে পারছেন কৃষকরা। তবে এই লঙ্কা শুধুমাত্র এই রাজ্যেই নয়, অন্যান্য জায়গাতেও এর রপ্তানি হচ্ছে। তবে ফলন যেমনই হোক, বাজারদরের উপর নির্ভর করে চাষিদের ভবিষ্যৎ। আর এইখানেই মুনাফা লুটে নিচ্ছেন চাষিরা। বর্তমানে বুলেট লঙ্কার বাজারদর খুব চড়া। অন্য জাতের লঙ্কার পাইকারি বাজারে দাম, বুলেট লঙ্কার থেকে প্রায় ৩ ভাগের ১ভাগ। তাই এই চাষে চাষিদের স্বস্তি। শুধু তাই নয় বুলেট লঙ্কা চাষের কিছু প্রধান প্রধান সুবিধা রয়েছে। প্রথমত, অন্যান্য লঙ্কার থেকে এই লঙ্কার ফলন বেশি। ফলে অল্প জমিতে চাষ করে অনেক পরিমাণে ফসল পান চাষিরা। এছাড়াও, অন্য জাতের লঙ্কা ফলতে যেখানে আড়াই থেকে ৩ মাস সময় লাগে, সেখানে বুলেট লঙ্কা গাছে ২ মাসেই ফল আসে। আর বাজারে কাঁচালঙ্কার এই চাহিদার পূরণ ঘটাচ্ছে সুন্দরবনের চাষিরা। বিশাল পরিমাণে বুলেট লঙ্কা চাষ করে বাজারে জোগান দিচ্ছে তারা। আর ভালো আয় করে স্বনির্ভর হচ্ছে লঙ্কা চাষিরা।

দক্ষিণ বারাসতে আঙুর ফল চাষ করে আয়ের মুখ দেখল এক চাষি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : ছোট থেকে বড় সবার প্রিয় আঙুর। আঙুর ফল সকলেরই কমবেশি প্রিয়। বিদেশি ফল হলেও ভারতে জনপ্রিয় এই আঙুর। এবারে জয়নগরের দক্ষিণ বারাসতে আঙুর ফল চাষ করে তাক লাগালেন এক চাষি। বাড়ির পাশে পরিত্যক্ত জায়গায় আঙুর গাছ লাগিয়েছিলেন তিনি। সেই গাছেই ফলেছে থোকা থোকা আঙুর। বিদেশি ফল হলেও জনপ্রিয় আর এই ফল চাষ করে সফল দক্ষিণ ২৪ জেলার জয়নগরের দক্ষিণ বারাসতের এক চাষি। চিন, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন, তুরস্ক, চিলি, আর্জেন্টিনা, ইরান ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশ গুলোতেই বিশ্বের সবচেয়ে বেশি উৎপাদন হলেও ফলটি প্রায় সারা বিশ্বেই জনপ্রিয়। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই এই ফলটির চাহিদা থাকলেও আবহাওয়া, মাটি ও বাণিজ্যিক চাষের জ্ঞানের অভাবসহ নানা কারণে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এই ফল চাষের আগ্রহ খুব একটা দেখা যায় না। তবে এই চাষি আঙুরের পাশাপাশি আরও কিছু বিদেশি ফলেরও চাষ করেছেন। এক সময় তার চিন্তায় আসে যে আঙুর উৎপাদনের চেষ্টা করবেন তিনি। এরপর তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে দিয়ে আঙুরের চারা সংগ্রহ করে তার নিজের বাগানে চাষ শুরু করেন। ফলনটাও মোটামুটি বেশ ভালো হয়েছে। তবে সবুজটার মধ্যে বীচি আছে। হয়তো আরও ভালো জাত পেলে সেটা আরও ভালো হতো। সাধারণত আঙুর চাষের জন্য এমন জায়গা দরকার হয় যেখানে পরিমাণ মতো বৃষ্টি হতে হবে। কিন্তু আবার মাটিতে জল জমে থাকবে না। আবহাওয়া হতে হবে শুষ্ক ও উষ্ণ। আর আঙুর চাষ করে খুশি দক্ষিণ বারাসতের ওই চাষি। তার দেখে অন্য চাষিরা এগিয়ে আসুক সেটাই তিনি চান।

নদীর চড়ে কাটা হচ্ছে ম্যানগ্রোভ

প্রথম পাতার পর

এমনকী বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারকেও এ বিষয়ে জানানো হয়েছে। বনদপ্তরকেও আমরা জানিয়েছি। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে নদী ভাঙ্গন রোধ করার জন্য সুন্দরবন উপকূল তীরবর্তী এলাকায় ম্যানগ্রোভ লাগানোর বার্তা দিচ্ছে সেখানে নিজ বিচারে ম্যানগ্রোভ কাটা আমরা কোনভাবেই বরদাস্ত করবো না।' অভিযুক্ত পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে আইন আনুক ব্যবস্থারও আশ্বাস দিয়েছেন ভাইস চেয়ারম্যান। এবার দেখার এ বিষয় কত দ্রুত পদক্ষেপ নেয় প্রশাসন।

প্রমাণ করছে বঙ্গশিক্ষার দুর্বলতা

প্রথম পাতার পর

অর্থাৎ বঙ্গ শিক্ষার দুর্দশা এখন আর চর্চার বিষয় নয়, হাতে নাতে প্রমাণ দিয়েছে মাধ্যমিকের ফল।

কেন এমন হাল? শিক্ষক সংগঠন বলছে যে শিক্ষা ব্যবস্থায় দিনের পর দিন অযথা স্কুল ছুটি থাকে, শিক্ষকদের দিয়ে শিক্ষা বহির্ভুত কাজ করানো হয়, দুর্নীতির মাধ্যমে অযোগ্য শিক্ষক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, দীর্ঘদিন ধরে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক পদ পূরণ হয় না সেখানে এই হতাশাজনক ফল মোটেই অস্বাভাবিক নয়। পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য এইসব যুক্তির ধার ধারেন নি, ফল প্রকাশের দিন ভাবের ঘরে চুরি করে লুকিয়ে রেখেছেন ক্ষতগুলিকে। ফলাও করে সামনে এনেছেন ৬৬ জনের মেধা তালিকা। যেন এদের সাফল্যের জন্যই পরীক্ষা হয়েছে, অন্য পরীক্ষার্থীরা এলেবেলে। সাংবাদিকদের চাপাচাপিতে অবশ্য বেরিয়ে আসা ক্ষত ঢাকতে ছেঁদো যুক্তি খাড়া করেছেন সভাপতি। বলেছেন, 'মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কতটা প্রত্যন্ত জায়গা পর্যন্ত পৌঁছোয় তা আপনারা জানেন। আমরা কোন স্তরের ছাত্রছাত্রী নিয়ে আসি। বহু পরিবারের ফার্স্ট জেনারেশন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে। আপনারা যদি আইসিএসইর সঙ্গে মাধ্যমিকের তুলনা টানেন তাহলে দেখবেন তাদের ছাত্রছাত্রীরা কোন জায়গা থেকে আসছে। স্কুল গুলির কী অবস্থান। এবারের ব্যাচ হয়তো পারেনি, পরের বারের ব্যাচ হয়তো পারবে। সমস্তটাই ব্যাচের ওপর নির্ভর করে।' এতকিছু করেও রামানুজবাবু নিজের বক্তব্যেই স্বীকার করে নিয়েছেন এ রাজ্যের স্কুলগুলোর বেহাল অবস্থা। তবু পর্ষদ সভাপতির আশাতেই বুক বাঁধছে বাংলার শিক্ষা সমাজ। আমরাও তাকিয়ে আছি পরের রিপোর্ট আর পরের ব্যাচের দিকে।

নজরদারির মধ্যেও অনুপ্রবেশ অব্যাহত

প্রথম পাতার পর

নদীয়া জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হাঁসখালি থানার সীমান্তবর্তী এলাকায় ৭ জনকে একত্রে ঘোরাফেরা করতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। খবর পেয়ে হাঁসখালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের আটক করে। তাদের কাছে কোনও বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জেনেছে, গত তিন বছর আগে এক দালাল মারফৎ তারা বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে এসেছিল। এরপর ভুয়ো পরিচয়পত্র বানিয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করে। এদিন দালালের মাধ্যমে তারা দেশে ফেরার চেষ্টা করছিল। এসময়েই পুলিশের হাতে তারা পাকড়াও হয়। ধৃতদের মধ্যে ৪ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা। দালাল পলাতক। ধৃতদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রজু করে তাদের রানাঘাট আদালতে তোলা হয় বলে পুলিশ জানায়।

অন্যদিকে, টহল দেওয়ার সময় চ্যাঙ্গা বটতলা এলাকা থেকে ৩ ভারতীয় দালাল সহ ৫ জন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে বাগদা থানার পুলিশ। তাদের সঙ্গে থাকা ৬ শিশুকেও আটক করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর দূর্গা পুজোর পর ধৃত ৫ বাংলাদেশি ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে বাগদার জগদীশপুর সীমান্তে প্রবেশ করে। এরপর তারা চলে যায় গুজরাটে সেন্টারিংয়ের কাজ করার জন্যে। কিন্তু সম্প্রতি পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিদের গুলিতে ২৬ জন পর্যটক নিহত হওয়ার পর গুজরাটে অবৈধ অনুপ্রবেশকারিদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়। তখন ভয়ে এই ৫ বাংলাদেশি বাগদায় ফিরে আসে। এদিন বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করাকালীন অবস্থায় পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। তিন ভারতীয় দালাল সহ ৫ জন বাংলাদেশি ও ৬ শিশুকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হয় বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বর্তমানে ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তে চলছে বিএসএফের কড়া প্রহরা। এর পাশাপাশি চলছে পুলিশের কড়া নজরদারিও। এরই ফাঁক গলে অনুপ্রবেশ যে এখনও অব্যাহত তা এইসব অবৈধ অনুপ্রবেশকারিদের গ্রেপ্তারের মাধ্যমেই পরিষ্কার।

অবৈধ পথে যাতায়াত, দুর্ঘটনার আশঙ্কা

কুনাল মালিক

রেল স্টেশনের হাল–হকিকৎ/৮ (নিউ আলিপুর)

শিয়ালদহ–বজবজ শাখার গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন নিউ আলিপুর। এই রেল স্টেশনটিতে ২টি প্ল্যাটফর্ম আছে ১ এবং ২। কিন্তু এই দুটি প্লাটফর্মে কোন টিকিট কাউন্টার নেই। ১ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ফুটওভার ব্রিজ পারাপার করে বাইরে গিয়ে রেল টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট সংগ্রহ করতে হয়। এই রেল স্টেশনটিতে বৈধ যাতায়াতের পথ হচ্ছে ১ নম্বর প্লাটফর্মের বাইরে যে টিকিট কাউন্টার আছে সেখান থেকে টিকিট কেটে ফুট ওভারব্রিজ দিয়ে ১ কিংবা ২ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ট্রেন ধরে ডাউন কিংবা আপে যাওয়া। অথচ এই স্টেশনটিতে দেখা যায় যখন ট্রেন থামে অধিকাংশই নিত্যযাত্রীরা ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার না করে অবৈধভাবে পিছন দিকে রেললাইনের উপর দিয়েই তারা যাতায়াত করছে। এই স্টেশনটি প্রচুর পণ্যবাহী ওয়াগন থামার জায়গাও বটে।

এই স্টেশনটিতে প্রচুর পণ্যবাহী মালগাড়ি যাতায়াত করে এবং লাইনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। ১ নম্বর বা ২ নম্বর প্লাটফর্মের পিছন দিকে অধিকাংশ নিত্যযাত্রীরা নেমে লাইনের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা ওয়াগানের নিচ দিয়ে রাস্তা পারাপার করে। কারণ এই দিক দিয়ে বের হলে নিউ আলিপুর কলেজ সহ একটি বেসরকারি নার্সিংহোম ও অন্যান্য কর্মসংস্থানের জায়গা আছে। কিন্তু ছাত্র–ছাত্রী থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রীরা ওয়াগানের তলা দিয়ে এমনভাবে পারাপার করে, যে কোন সময় এখানে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এখানে কোন জিআরপিএফের নজরদারিও নেই। কেউ এই অবৈধ পথে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বাধাও দেয় না। সম্প্রতি দেখা গেল এই স্টেশনের পিছন দিকের অর্থাৎ যেদিক দিয়ে লাইনে নিত্যযাত্রীরা যাতায়াত করে সেখানে প্ল্যাটফর্ম থেকে নামার জন্য যেটা স্লপিং ছিল সেই জায়গাটা ভরাট করে সমান করে উঁচু করে দেওয়া হচ্ছে। তা সত্ত্বেও নিত্যযাত্রীরা ওই খান থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ে লাইন পারাপার করছে। অবিলম্বে রেল দপ্তরকে এই পথ ভালোভাবে আটকে দেওয়া উচিত কিংবা নজরদারি করা উচিত। আর তা না হলে ১ ও ২ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে মাঝামাঝি আরো একটি ফুটওভার ব্রিজ করে লাইন ক্রস করে বাইরের দিকে অন্য একটি রাস্তা করে দেওয়া হোক। এই স্টেশনটিতে প্লাটফর্ম দুটি মোটামুটি খালি থাকে খুব একটা অবৈধ দোকানদারদের দখলদারি নেই। তবে এই প্ল্যাটফর্ম দুটিতে পুরুষদের জন্য প্রস্রাবখানা ব্যবস্থা থাকলেও মাথায় ছাদ আঁটা পুরুষ ও মহিলাদের জন্য কোন শৌচালয় নেই। বিশেষ করে মহিলাদের জন্য একটি শৌচালয় হলে খুব ভালো হয় বলে দাবি জানিয়েছেন নিত্যযাত্রীরা। এই প্লাটফর্মেও বহু প্রাচীনকালের তৈরি পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে যার গুণমান কেমন তা দীর্ঘদিন পরীক্ষা করা হয়নি।

ছবি : অরুণ লোধ

সম্মান চেয়ে মিলল লাঠি, লাথি

প্রথম পাতার পর

এনে একপ্রস্থ ঘুঁষি, লাথি চালিয়েছে বাংলার শিক্ষকদের বুকে। সন্ধ্যায় শুরু হয়েছে রাষ্ট্রের আক্রমণ। উর্দি পরা পুলিশের গুণ্ডামি দেখল ভারতবাসী। সন্ধ্যা নামতেই চলল লাঠি, লাথি, ঘুঁসি। বাংলার মাটি ভিজল শিক্ষকের রক্তে। এর পরেও থেমে থাকেনি আক্রমণ। রাত্রে ও পরদিন সকালে বহিরাগত গুণ্ডারা এসে রাঙিয়ে দিয়ে গেল চোখ। তবু সম্মানের দায় অনেক। তাই অবস্থানের মাটি ছাড়তে পারেননি আন্দোলনকারীরা। তারা মরিয়া, ছিনিয়ে আনতেই হবে নিজের অধিকার। বাংলায় চুরি জোচ্চুরির বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে শিক্ষকদের প্রতিবাদ। তাঁরা চাইছেন সমস্ত শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাদের পাশে এসে দাঁড়াক। বাংলার মানুষ এর আগে দেখেছে কীভাবে শিক্ষক নিয়োগের নামে বিক্রি হয়েছে মেধা। আগামী ভবিষ্যৎ ভেবে আতঙ্কিত বাংলার শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি। তারা জানে এই অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব প্রতিবাদেই। তাই ধীরে ধীরে লোক জমছে প্রতিবাদের মঞ্চে। জন্ম নিচ্ছে এক নতুন আন্দোলন।

পাকিস্তান প্রেমিদের বিরুদ্ধে হোক সার্জিক্যাল স্ট্রাইক

প্রথম পাতার পর

এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই এলাকার সাধারণ মানুষ কড়া ডোজ আরোপ করেছে ওই রিজুয়ান কুরেশির উপর। পরবর্তী সময়ে পলাতক ওই রিজুয়ান কুরেসিকে গ্রেপ্তার করেছে বারাসাত থানা। বাঁকুড়ার বড়জোড়া এলাকায় আমরা দেখলাম ইমরান শেখ নামে এক ফেরিওয়ালা যে কিনা পাকিস্তানের হয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় অবৈধ কুরুচিকর পোস্ট করেছিল তাকেও সবক শিখিয়েছে এলাকার জনগণ। পাকিস্তানের পতাকার উপরে দাঁড় করিয়ে তাকে অন্যায় স্বীকার করিয়ে পাকিস্তান মুর্দাবাদ, ভারত জিন্দাবাদ স্লোগানও বলানো হয়েছে। মুর্শিদাবাদেও একই ঘটনা ঘটেছে এবং বারাসাতেও একটি সোনার দোকানের কর্মচারী যার নাম আবু বক্কার তাকেও এই সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারত বিরোধী পোস্ট করার জন্য বারাসাত থানা গ্রেপ্তার করেছে। এই সমস্ত বাংলাদেশী ও পাকিস্তানি প্রেমীদের সবক শেখাতে গিয়ে কোথাও কোথাও জাগ্রত জনগণকে দেখা যাচ্ছে আইন হাতে তুলে নিতে। যদিও একথা বলাই যায় আইন তুলে নেওয়া কখনোই উচিত নয়। আইনের শাসনের ওপরে ভরসা রাখাই জনগণের উচিত। কিন্তু অনেকে বলছেন বর্তমানে বাংলায় শাসকের শাসন চলছে, এখানে আইনের শাসন চলছে না। মানুষ আইনের উপরে ভরসা বা পুলিশের উপরে ভরসা রাখতে পারছে না। কারণ কিছুদিন আগেই আমরা উত্তর ২৪ পরগণায় দেখেছি যুদ্ধকালীন আবহে যখন এ দেশের নাগরিকরা পাকিস্তানের পতাকা পোড়াতে যাচ্ছিল তখন পুলিশ প্রশাসন এসে তাদের বোঝাচ্ছে, এটা করা যাবে না কারণ এটা খুব 'সেনসিটিভ' এলাকা। জনগণের প্রশ্ন ছিল কিসের সেনসিটিভ? এটা ভারত বর্ষ এখানে কি পাকিস্তানিরা বাস করে? এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারেনি পুলিশ। তাই বোধহয় বাংলার জাগ্রত জনগণও আইন হাতে তুলে নিচ্ছে বাধ্য হয়েই। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬৮ সালের সিভিল ডিফেন্স আইনের ১১ নম্বর ধারায় একটি নোটিফিকেশন পাঠিয়েছে প্রতিটি রাজ্যকে। যে ধারায় বলা হয়েছে, এই সময় কোন দেশ বিরোধী প্রচার বা স্লোগান কাম্য নয়। যারা এই সমস্ত কাজ করবে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুপ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে জেল–জরিমানা দুই আছে। অনেকেই বলছেন এই বর্তমান সময়টাই হচ্ছে ঠিক সময় যে সময়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের উচিত দেশবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক প্রচার চালাতে হবে, মানুষকে বোঝাতে হবে যে এই সময় দেশে থেকে বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের হয়ে কথা বলা যাবে না। যেটা আমাদের দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিতে পারে। সেইসঙ্গে ভারতে তথা বাংলায় যারা স্থায়ীভাবে বসবাস করেন তাদেরকেও অন্তর থেকে উপলব্ধি করতে হবে আগে আমরা ভারতীয় তারপরে অন্য কিছু। সবার আগে দেশ তার আগে কিছু নয়।

হরিণডাঙ্গা হাইস্কুলে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১ মে ২০২৫ রবিবার হরিণডাঙ্গা হাইস্কুলের ঐতিহাসিক দিনের গুণীজনদের সমন্বয়ে রক্তদান শিবিরের মাধ্যম দিয়ে শুভ সূচনা হলো এই অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণভাবে পরিচালনা করেছে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র–ছাত্রীরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বর্তমান শিক্ষক ও শিক্ষিকাগন এবং ইস্কুলের পরিচালকমন্ডলী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সরিষার রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী প্রানানন্দজী মহারাজ। প্রচন্ড গরম পেক্ষা করেও ৭২ জন প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী রক্তদান করেছেন। ফলতার বিধায়ক শংকর কুমার নস্কর মহাশয় রক্ত দাতাদের উৎসাহ দিতে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত দুলাল কানজি মহাশয় বিদ্যালয়ের সভাপতি মাননীয় গোপাল কয়াল মহাশয় এবং আরো গুণীজন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বর্তমান শিক্ষক শিক্ষিকার উপস্থিতি হার খুবই কম বিদ্যালয় ছুটি থাকার কারণে। প্রাক্তন ছাত্র অভিষেক হালদার জানান, 'আগামী বছর জানুয়ারি মাসে এই রূপ রক্তদান শিবির অনুষ্ঠান করার চিন্তাভাবনা আছে' পরিশেষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নির্মাল্য হালদার মহাশয় জানান, 'হরিণডাঙ্গা স্কুল তাদের শিক্ষা ক্রীড়া সাংস্কৃতিক বিষয়ে সাফল্য জেলা রাজ্য এবং জাতীয় স্তর পর্যন্ত তার সঙ্গে যুক্ত হল এই মহতী অনুষ্ঠান'। সবশেষে স্কুলের প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্র–ছাত্রী ও বর্তমান শিক্ষক শিক্ষিকাদের সমন্বয়ে রবীন্দ্র প্রণামের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান আয়োজন হয়েছিল।

ধর্মরাজের বাৎসরিক পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর: ১২ মে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে ধর্মরাজ ঠাকুরের ৩ দিনব্যাপী বাৎসরিক পূজা হল সোনারপুর–রাজপুর পৌরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কোদালিয়া দিঘীরপাড় এলাকায়। এই পূজা এবছর ৮৯ বছরে পদার্পণ করে। পূজা কমিটির সভাপতি নিরাপদ কয়াল বলেন, 'মন্দিরের পুকুর খনন করতে গিয়ে ধর্মরাজ ঠাকুরের শিলা পাওয়া যায়। সেই শিলায় আগে পূজা হত। বছরে একবার করেই বাৎসরিক পূজা হত। তখন মন্দিরটি ছিল টোল দিয়ে ঘর করা উপরে ছাউনি ছিল টালির। ২০১১ সালে মন্দিরটি নতুনভাবে তৈরি করা হয় এবং ধর্মরাজ ঠাকুরের বিগ্রহ বসিয়ে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন তার বাস্তবিক পূজা হয়।' মন্দিরের পুরোহিত বলেন, 'সূর্য দেবতার দুই ছেলে ধর্মরাজ ও গ্রহরাজ শনি ঠাকুর। ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজা খুব একটা দেখা যায় না। তবে এখানে ঠাকুর খুব জাগ্রত যে কোনও মানুষ তার মানত করলে সেটা পূরণ হয়। কোন বোবা বাচ্চা এখানে এসে মানত করার কিছুদিন পরেই কথা বলতে পারে। আবার কোন বাচ্চা যদি ঠিকমতো হাঁটতে না পারলে মানত করার পর কিছুদিনের মধ্যেই হাঁটতে পরে। আগে এই মন্দিরে বাৎসরিক পূজা ছাড়া পূজা খুব একটা পুজো হত না। কিন্তু ২০১১ সালের পর থেকে সকালে বিকালে পূজা হয় ও আরতি ব্যবস্থা করা।' সোমবার সকাল ৬টার সময় শুরু হয় ও চলে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত, এরপর সন্ধ্যায় আরতি হয়। মঙ্গলবার পূজা উপলক্ষে কীর্তন গান হয়। পরদিন সন্ধ্যায় রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার এলাকা সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রায় হাজার ভক্তকে মহাভোগ বিতরণ করা হয়।

শহরে বাড়তে চলেছে গাড়ির চার্জিং স্টেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা শহরে ক্রমশ বিদ্যুৎচালিত ছোট গাড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হল বিদ্যুচালিত গাড়ির চার্জ দেওয়ার স্টেশন সংখ্যা অতি নগণ্য, বর্তমানে সারা কলকাতায় হাতে গোনা ৪ থেকে ৬টি রয়েছে। তাই কলকাতা পৌরসংস্থা কলকাতায় ইলেকট্রিক গাড়ির চার্জিং স্টেশন তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, সম্প্রতি একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে কলকাতা পৌরসংস্থার চুক্তি হয়েছে। সেই চুক্তি অনুযায়ী সারা কলকাতা শহরে ছড়িয়েছিটিয়ে ১৩ টি জায়গায় এই চার্জিং স্টেশন তৈরির কাজ শুরু হচ্ছে। কিলোওয়াট প্রতি ১.২০ টাকা দরে ওই সংস্থা কলকাতা পৌরসংস্থাকে পরিষেবা খরচ দেবে। তবে গাড়ির চার্জিং দর কত হবে তা এখনও স্থির হয়নি। এখানে অটো, চার চাকার গাড়ি, স্কুটার, বাইকসহ সমস্ত বিদ্যুৎচালিত গাড়ির চার্জ করা যাবে। তবে সমস্তরকম পেমেন্ট হবে অনলাইন। সবক'টি চার্জিং স্টেশন কলকাতা পৌরসংস্থার নিজস্ব পার্কিং লটে তৈরি করা হবে। কলকাতার যেসব জায়গায় চার্জিং স্টেশন তৈরি হবে সেগুলি হল : আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রিট, ক্ষুদিরাম বোস সরণি, বেথুন রো(ইস্ট), সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউ, সুরেন্দ্ররঞ্জন রায় রোড, সুকেশ সরকার রোড, আবদুল রসুল অ্যাভিনিউ, রবীন্দ্র সরোবর, বেহালা পূর্বস্থিত রাজা রামমোহন রায় সরণি, কারবালা ট্রাঙ্ক রোড ও গার্ডেনরিচ রোড। প্রসঙ্গ উল্লেখ্য, প্রতিটি চার্জিং স্টেশনে দু'ধরনের চার্জার থাকবে। উচ্চ ও কম ক্ষমতাসম্পন্ন চার্জ পয়েন্ট থাকবে। এছাড়াও কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় পৌরভবনের পিছন দিকে থাকা পার্কিং লটে ইলেকট্রিক গাড়ির চার্জিং স্টেশন তৈরি করা হবে। ইতিমধ্যে মিটার বক্স তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই চার্জিং স্টেশন গাড়ির চার্জ দেওয়ার কাজ শুরু করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা পৌরসংস্থা দূষণমুক্ত কলকাতা শহর গড়তে চায়, যাতে দূষণ কমে সে উদ্দেশ্যেই কলকাতা পৌরসংস্থার এই উদ্যোগ।

হেরিটেজ ভবনে 'নীল ফলক'

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার নাগরিকদের ঐতিহ্যশালী ভবন সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে কলকাতা পৌরসংস্থা গত বছরে গ্রেড – ১ হেরিটেজ ভবনের সামনে 'নীল ফলক বসিয়েছে। একই সঙ্গে কলকাতা পৌর নিগম আইন, ১৯৮০– এর ৪২৫ নম্বর ধারানুসারে বিভিন্ন গ্রেডে প্রায় ১,৩৯২ টি ঐতিহ্যশালী ভবনকে হেরিটেজ ভবনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা শহরের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী ভবনকে বেহালাস্থিত 'রাজ্য হেরিটেজ কমিশনে'র অনুমোদন মেনে গ্রেড দেয় কলকাতা পৌরসংস্থা। কলকাতার ঐতিহ্যবাহী বাড়ি গুলি কলকাতা পৌরসংস্থার অহংকার। এগুলির সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থার হেরিটেজ কমিটি এবং রাজ্য হেরিটেজ কমিশন এই কাজ করছে। গ্রেডেশনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে পরিবেশের বিষয় গুলি খুব ভালো ভাবে দেখা হচ্ছে। বাড়ি গুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকায় বিশিষ্টজনের মতামতও নেওয়া হচ্ছে।

দ্বাদশে মোবাইল নিয়েও পরীক্ষায় অনীহা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের রাজ্য সরকারের দেওয়া 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পে নিজেদের পড়াশুনার কাজে ব্যবহারের জন্য ১০,০০০ টাকা দামের ট্যাব বা অ্যানরয়েড মোবাইল নিয়েও ২০২৫–এর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল না, রাজ্যের নিয়মিতদের মধ্যে ৯০২৯ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৬,৬২২ এবং ছাত্রের সংখ্যা ২,৪০৭। অর্থাৎ রাজ্য সরকারের কমবেশি ৯০,২৯০,০০০ টাকার সলিলসমাধি ঘটলো। ২০২৪ সালেও অ্যানরয়েড মোবাইল বা ট্যাব নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে আসেনি ৯,১২৪। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৬,৩১৫ জন এবং ছাত্রের সংখ্যা ২,৮০৯। ২০২৩ সালে অনেক বেশি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৪,৯৮৯। এদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম। আর কলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যথেষ্ট রকম বেশি। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি অধ্যাপক ড. চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, 'চলতি বছরের ৩ মার্চ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর ২দিন আগেও সংসদ থেকে অতি দ্রুততার সঙ্গে ১৮১ টি নতুন অ্যাডমিট কার্ড দিতে হয়েছে। তাসত্ত্বেও এবার ৯,০২৯ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে এল না।'

চলতি ২০২৫ সালে অ্যানরয়েড মোবাইল নিয়েও কলকাতা জেলার ১৬৪ ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে আসেনি। এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৮৩ এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৮১। দক্ষিণ ২৪ জেলার ছাত্রীর সংখ্যা ৫৫৯ আর ছাত্রের সংখ্যা ১৮৯।

সুপ্রিম নির্দেশে সিসি ছাড়া জলনিকাশি সংযোগ নয়

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌরসংস্থা পুরোনো বাড়ি ভেঙে নতুন বহুতল বসত বাড়ি নির্মাণের প্ল্যান অনুমোদন করার পর কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকেই পুরোনো জলের লাইনের সংযোগ ও নিকাশি সংযোগ কেটে দেওয়া হয়। পরে যখন নতুন বাড়ি বা ফ্ল্যাট নির্মাণ সম্পূর্ণ হবে, তখন কমপ্লিশন সার্টিফিকেট (সিসি) না নিয়ে কিছু অসাধু প্রোমোটার এই সমস্ত ফ্ল্যাটগুলিতে মানুষজনকে ভুল বুঝিয়ে বসবাস করার জন্য পজিশন দিয়ে দিচ্ছে। আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে সি সি না থাকার জন্য এই সমস্ত ফ্ল্যাট বাড়ির জল ও নিকাশি সংযোগ না থাকার পরও যেভাবে মানুষজন বসবাস শুরু করছে, সেজন্য কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে আইনগত কী ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব?

এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মেয়র পারিষদ মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'জল ও নিকাশি সংযোগ না থাকার পরও ফ্ল্যাটে মানুষ বসবাস করলে ২০০৯–র কলকাতা পৌর নিগম আইন ৩২ নম্বর ধারানুযায়ী নোটিশ দেওয়া হয়। এই বাড়ির মালিককে অনুরোধ করা হয়, কেএমসি আইনানুযায়ী ২৭ নম্বর ধারানুযায়ী কেএমসিতে আবেদন করে সি সি নেওয়ার।'

তিনি আরও জানান, 'দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশানুযায়ী তাতে বলা আছে, সি সি যদি না থাকে তবে পানীয় জল সংযোগ ও নিকাশি সংযোগ দেওয়া যাবে না। এবিষয়ে বরো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের ইতিমধ্যেই নির্দেশিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সি সি কোনওমতেই এগুলি করা যাবে না। তার পরেও যদি কেউ করে তবে কেএমসি আইনের ৪০৩ ধারায় ব্যবস্থা নেওয়ার নোটিশ দেওয়া হবে।

সিরিটি মহাশ্মশানের উন্নতিকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : উন্নতিকরণের কাজের জন্য আগামী আড়াই মাস বেহালা পূর্বের ১১৬ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত সিরিটি মহাশ্মশান বন্ধ থাকবে। ১৫ মে বৃহস্পতিবার থেকে শ্মশানের স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ করে সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। ৩১ জুলাই বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই কাজ চলবে। ১ আগস্ট থেকে সিরিটি শ্মশান আবার স্বাভাবিক কাজকর্ম মৃতদেহ সৎকারের কাজ শুরু করতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে এই মহাশ্মশানে বহুদিনের পুরনো ২টি বৈদ্যুতিক চুল্লি রয়েছে। বর্তমানে এই পুরনো ২টি বদল করে নতুন চুল্লি লাগানো হবে। এছাড়াও নতুন আরও ২টি বৈদ্যুতিক চুল্লি তৈরি করা হবে এবং ১টি কাঠের চুল্লিরও ব্যবস্থা রাখা হবে। আর এতোসব কাজের জন্য আপাতত আড়াই মাস শ্মশানের নিয়মিত স্বাভাবিক মৃতদেহ সৎকারের কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে পৌর মহাধ্যক্ষের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে আদালতের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাধাহীন চলাফেরার জন্য দখলমুক্ত ফুটপাথ নাগরিকের মৌলিক অধিকার। ২মাসের মধ্যে প্রত্যেকটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে ফুটপাথ দখলমুক্ত করার গাইড লাইন তৈরির নির্দেশ দিল সুপ্রীম কোর্ট।

শীর্ষ আদালতে বিচারপতি অভয় এস ওকা ও বিচারপতি উজ্জ্বল ভূঁইয়ার বেঞ্চে পথ সুরক্ষা নিয়ে চলা শুনানিতে মামলাকারীর আইনজীবী জানান ভারতে মোট পথ দুর্ঘটনার ১৯.৩ শতাংশের শিকার পথচারী। আদালতবান্ধব গৌরব আগরওয়াল বলেন, পথ নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব মহাসড়ক নিগম, রাজ্য সরকার ও পুরসভার। এজন্য নির্দিষ্ট গাইডলাইনও আছে। কিন্তু তা মানা হয় না। এরপর বিচারপতিদের বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়। **ছবি : সুমন সরদার**

উত্তরাধিকারী শংসাপত্র কে আগে দেবে একাধিক পৌরপ্রতিনিধি একাধিক মতামত

নিজস্ব প্রতিনিধি : কে আগে 'উত্তরাধিকারী শংসাপত্র (লিগ্যাল্ হেয়ারশিপ সার্টিফিকেট) ইস্যু করবে। – স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি, না কি মহামান্য আদালত? উত্তর হাতড়ে বেড়াচ্ছে কলকাতার পৌরপ্রতিনিধিরা। একাধিক পৌরপ্রতিনিধি"র একাধিক মতামত।

পরিবারের কেউ মারা গেলে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে 'উত্তরাধিকারী' শংসাপত্র পৌরপ্রতিনিধিদের 'ওয়ার্ড' অফিস থেকে দিতে হয়। এই শংসাপত্র ইস্যু করার ক্ষেত্রে কলকাতা জেলার পৌরপ্রতিনিধিরা সাধারণত প্রথমশ্রেণি"র ম্যাজিস্ট্রেটের থেকে পাওয়া ঘোষণাপত্রে"র ওপর নির্ভর করে। কারণ বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে বাবা–মায়ের মৃত্যুর পর প্রকৃতপক্ষে কত জন উত্তরাধিকারী অর্থাৎ তারা ক"জন ভাইবোন এবং তারা কে কোথায় বসবাস করে কলকাতার মতো জায়গায় স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধিদের পক্ষে নির্ধারণ করা খুবই দুরূহ কর্ম।

বেহালার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায়ে"র বক্তব্য, 'বেশ কিছু দিন যাবৎ দেখা যাচ্ছে, আমার ওয়ার্ডের যেসব বাসিন্দাদের উত্তরাধিকারী শংসাপত্র প্রয়োজন, তারা ওয়ার্ড অফিসে এসে উত্তরাধিকারী শংসাপত্র দিতে বলছে। তাদের বক্তব্য, তারা আদালতে প্রথমশ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট করাতে গেলে ম্যাজিস্ট্রেট স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধিদের থেকে আগে শংসাপত্র চাইছে। মহানাগরিকের কাছে আমি জানতে চাই, কোনও পরিবারের 'মৌখিক ঘোষণাপত্রে'র ভিত্তিতে আমরা পৌরপ্রতিনিধি'রা 'উত্তরাধিকারী শংসাপত্র দিতে পারি কী না? আর যদি 'মৌখিক ঘোষণাপত্রে'র ভিত্তিতে আমাদের মতো পৌরপ্রতিনিধিদের উত্তরাধিকারী শংসাপত্র একান্তই দিতে বাধ্য হই, তবে পরবর্তীকালে আমরা পৌরপ্রতিনিধিরা কোনও আইনগত সমস্যায় পড়লে তার থেকে নিষ্কৃতির উপায় কী? আর কে সর্বপ্রথম উত্তরাধিকারী শংসাপত্র ইস্যু করবে – পৌরপ্রতিনিধি না কী মহামান্য আদালত।'

কলকাতা মহানগরের মতো জায়গায় এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'যাদের বড়ো সম্পত্তি থাকে তারা আদালত থেকে উত্তরাধিকারী শংসাপত্র নিয়ে সেই বড়ো সম্পত্তির অধিকার নিয়ে থাকে। কিন্তু যাদের অল্প টাকাপয়সা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে, তারা সাধারণত উত্তরাধিকারী শংসাপত্র নিয়ে থাকে। পৌরপ্রতিনিধিরা খোঁজখবর নিয়ে যদি নির্দিষ্ট ব্যক্তির সম্পর্কে বিশদে খবর সংগ্রহ করতে পারেন, তবেই এই শংসাপত্র ইস্যু করবেন। না হলে দেবেন না। আর আইনত যদি ব্যাখ্যা চান, তবে কোনও দিন কোনও মানুষের সুরাহা করে উঠতে পারবেন না। আমরা মানুষের স্বার্থে অনেকরকম কাজ করি, যেটাতে আইনের কোনও সঠিক ব্যাখ্যা নেই। সেইজন্য আমরা এই শংসাপত্র দিয়ে থাকি।'

এবিষয়ে ১০৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি তারকেশ্বর চক্রবর্তী বলেন, 'এটা একটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। আমরা নোটারি অ্যাফিডেভিটে'র ভিত্তিতে এই 'লিগ্যাল হেয়ারশিপ সার্টিফিকেট' দিয়ে থাকি। তবে এই নোটারি অ্যাফিডেভিটে'রও ভেরিফিকেশনও করে নেওয়া উচিত। কারণ ওইটাও যথেষ্ট নয়। ওই নির্দিষ্ট বাড়ির পাশাপাশি ভালো করে জেনে নিয়ে তবেই এই সার্টিফিকেট"টা দেওয়া উচিত। এবার এটার ওপর ভিত্তি করে প্রথমশ্রেণি'র ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাফিডেভিট করে দেবে।'

মেয়র পারিষদ চাটার্ড অ্যাকাউনটেন্ট দেবব্রত মজুমদার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, 'স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধির উত্তরাধিকারী শংসাপত্র ছাড়া দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কোনও আদালতে প্রথমশ্রেণি"র ম্যাজিস্ট্রেটের অ্যাফিডেভিট পাওয়া যাচ্ছে না। কলকাতা জেলায় হয় তো সরাসরি প্রথমশ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাফিডেভিট করে দিচ্ছে।'

বার্তা

পরিষেবা : জোকা – মাঝেরহাট করিডোরে, সাধারণ যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে আপ ও ডাউনে সোম থেকে শুক্রবার সকাল ৭টা ৫৭ মিনিট থেকে রাত ৮টা ১৭ মিনিট পর্যন্ত ৪০ টির পরিবর্তে, ৬২টি ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। যদিও শনি ও রবিবার বন্ধ থাকবে এই পরিষেবা।

স্মরণে : রবীন্দ্র সদনে চলছে সপ্তাহব্যাপী কবিপ্রণাম। **ছবি : অভিজিৎ কর**

জীবনদান : গ্রীষ্মকালীন রক্তের ঘাটতি মেটাতে পথে নামলেন ছাতনা ব্লক মেডিকেল অফিসার অর্চনা। সার্বিক রক্তের ঘাটতি মেটাতে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন তিনি। **ছবি : সুকান্ত কর্মকার**

পার্কিংয়ের জায়গায় বেআইনি নির্মাণ নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকায় কোনও বাড়ির পার্কিং জায়গাকে ঘিরে তা অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু উত্তর কলকাতার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের পেয়ারি মোহন পাল লেনে একটি বাড়ির মালিক পুরোনো ভাড়াটিয়াদের ওপর জোর খাটিয়ে পার্কিংয়ের জায়গা ঘিরে একটি বেআইনি নির্মাণ করেছেন এবং ভাড়াটিয়াদের পার্কিংয়ের জায়গা দিচ্ছেন না। স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি রাজেশ কুমার সিনহা বলেন, 'কয়েকদিন আগে সি আর অ্যাভিনিউর বরো ৪–এ খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, পেয়ারি মোহন পাল লেনের ওই বেআইনি নির্মাণকে কলকাতা পৌরসংস্থা নিয়মিতকরণ করেছে।'

এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং দপ্তর মেয়র পারিষদ মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'ওই বাড়িটির প্ল্যান ছিল বসত বাড়ির। ৪৬৪ বর্গ ফুট বেআইনি নির্মাণ ছিল। তা ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ৮২৫৪ বর্গ ফুট রেসিডেন্সিয়াল অফিস অবস্থান্তর করা হয়েছে। ডিরেক্টর জেনারেল (বিল্ডিং) উজ্জ্বল কুমার সরকার এটার অনুমতি দেননি। কেএমসি আইন সেকশন ৪১৬ মোতাবেক বিল্ডিংটির হেয়ারিং করেছেন এবং ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সুতরাং এটা এখনও ভেঙে দেওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। ওটার নিয়মিতকরণের অনুমতি দেওয়া হয়নি।'

আমাদের শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষকের অভাব সত্ত্বেও সেরার তালিকায় নিরোল হাইস্কুল

দেবাশিস রায়

শিক্ষক অপ্রতুলতার ঘোরতর সমস্যা সত্ত্বেও রাজ্য সেরার তালিকায় একাধিকবার ঠাঁই করে নিয়েছে নিরোল হাইস্কুল। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম ২ নং ব্লকের অন্যতম প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু জনপদের নাম নিরোল। প্রত্যন্ত এই এলাকার তাঁতশিল্পের একসময় রাজ্যজুড়ে কদর ছিল। তার মধ্যে নিরোলের গামছার কথা আজও শ্রমজীবী মানুষের মনেপ্রাণে গেঁথে রয়েছে। নিরোলের অদূরেই ৫১তম সতীপীঠের অন্যতম 'অট্টহাস' মন্দিরটি অবস্থিত। এসবের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রেও ধারাবাহিক সাফল্যের নিরিখে রাজ্য সেরার তকমা কেড়ে নিয়েছে এলাকার গৌরবমণ্ডিত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি।

মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নিরোল হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বেশ কয়েক বছর ধরে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছে। এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৯৮ (৯৯.৭১%) নম্বর পেয়ে রাজ্যের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে এই স্কুলের ছাত্র মহম্মদ সেলিম। গত বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই বিদ্যালয়েরই ছাত্রী দেবপ্রিয়া দত্ত রাজ্যের মেধা তালিকায় দশম স্থান লাভ করেছিল।

এছাড়াও এই দুই উচ্চস্তরীয় পরীক্ষায় একাধিকবার ১০০ শতাংশ পাশ করার কৃতিত্ব রয়েছে নিরোল হাইস্কুলে। পড়ুয়াদের নিরন্তর আগ্রহ, শিক্ষকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি শিক্ষানুরাগী অভিভাবক সহ প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহদান এসবই নিরোল হাইস্কুলের অভাবনীয় সাফল্যের অনুঘটক। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রত্যন্ত এলাকায় সর্বস্তরে উচ্চশিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে নিরোলের সম্ভ্রান্ত মুখোপাধ্যায় বংশের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। সেই বংশেরই অন্যতম কৃতী সন্তান বামাপদ মুখোপাধ্যায় সহ কয়েকজনের উদ্যোগে ১৯৩৮ সালে নিরোল হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনকালে পরাধীনতার জ্বালাযন্ত্রণার মধ্যেই প্রত্যন্ত নিরোল এলাকায় উচ্চশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে যে চারা রোপণ করা হয়েছিল সেটাই নানাবিধ প্রতিকূলতা পেরিয়ে বর্তমানে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। নিরোল হাইস্কুলে বর্তমানে ৯৭৬ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শুধুমাত্র ছাত্ররাই ভর্তি হতে পারে এবং নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত কো–এড ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের সুযোগ রয়েছে। কলা এবং বিজ্ঞান শাখা নিয়ে এখানকার উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠক্রম চলে।

নিরোল সহ পার্শ্ববর্তী ধান্দলসা, রাউন্দি, খলিপুর, সিরুন্দি, দক্ষিণডিহি, হাটমূড়গ্রাম, কাটুনডাঙা মূঢ়গ্রাম প্রভৃতি বিস্তীর্ণ এলাকার মূলত শ্রমজীবী পরিবারের ছেলেমেয়েদের নিয়েই এই বিদ্যালয়টির পঠনপাঠন সগর্বে এগিয়ে চলেছে। পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ, শৌচাগার, ল্যাবরেটরি, গ্রন্থাগার, বিদ্যুৎ, পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত, মিডডে মিলের ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিজ্ঞান প্রদর্শনী প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। এতসব থাকলেও শুধুমাত্র শিক্ষক অপ্রতুলতার কারণে পড়ুয়াদের সুষ্ঠু পঠনপাঠন ব্যবস্থা ঘোরতর সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে। বিদ্যালয়ে প্রায় নয়শো পড়ুয়ার জন্য ২ জন প্যারাটিচার সহ মাত্র ১৬ জন শিক্ষকশিক্ষিকা এবং ২ জন শিক্ষাকর্মী রয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলার জন্য কোনও মাঠ নেই। এব্যাপারে বিদ্যালয়ের তরফে এলাকার বিধায়কের কাছে একাধিকবার আবেদনও জানানো হয়েছে।

নিরোল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দিব্যেন্দু হাজরা বলেন, 'আমার বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ সহ শৌচাগার, বিদ্যুৎ, পানীয়জলের সুব্যবস্থা, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরি প্রভৃতি রয়েছে। এবার দু'টি স্মার্ট ক্লাসরুম সহ আরও একটি ল্যাবরেটরির অনুমোদন পেয়েছি। সেইসঙ্গে শীঘ্রই সোলার বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট কাজ শুরু করবে। তবে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হল পর্যাপ্ত শিক্ষক। এই মুহূর্তে ইতিহাস, ভূগোল এবং জীবনবিজ্ঞানের কোনও শিক্ষক নেই। অঙ্কের ১ জন মাত্র শিক্ষক রয়েছেন। এই শিক্ষক পরিকাঠামো নিয়ে বিস্তর সমস্যার মধ্যেই পঠনপাঠনের কাজ চালাতে হচ্ছে। তবে, বিদ্যালয়ের নানাক্ষেত্রে উন্নতি সহ পঠনপাঠনের শ্রীবৃদ্ধিতে অনেক প্রাক্তন ছাত্র সহ শিক্ষানুরাগী অভিভাবক সর্বোপরি শিক্ষকদের ঐকান্তিক সহযোগিতা রয়েছে।'

স্কুল প্রাঙ্গণে তৈরি সবজি বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া: আজ আপনাদেরকে এমন একটি স্কুলের কথা বলব। যে স্কুলে একটি ছাত্র কিংবা ছাত্রী অভুক্ত থাকে না। বাঁকুড়ার ওন্দার, পুনিশোলের অন্তর্গত ভোলা হিরাপুর নেতাজি সুভাষ উচ্চ বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের পিছনে রয়েছে বড় সবজি বাগান। এই সবজি বাগান শুরু হয় ২০২৪ সালে। যখন শাকসবজি এবং আলু পেঁয়াজের দাম মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে পৌঁছেছিল তখন বিদ্যালয়ের পরিচালনা সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে, নেওয়া হয় এই সিদ্ধান্ত। ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে, এই সবজি বাগান, মিড ডে মিলের বেশিরভাগ যোগানটাই দিয়ে যাচ্ছে। বাগানে রয়েছে বরবটি, বেগুন, বিনস, টমেটো, ঝিঙে, লাউ, কুমড়ো , পুঁই, গাজর এবং ঢেঁড়স। এছাড়াও লাগানো রয়েছে কিছু গাছ যেমন, শাল, সেগুন, বহেড়া, সিঁদুর এবং রুদ্রপলাশ। বিদ্যালয় মিড ডে মিল বাদ দিয়েও। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র–ছাত্রীরাও চাইলে পেতে পারে খাবার। ইতিমধ্যেই যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছে এই বিদ্যালয়। অন্যান্য সরকারি বিদ্যালয়গুলির কাছে একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ সবজি বাগান তৈরি করে, ছাত্র–ছাত্রীদের খাবারে পুষ্টির মান বজায় রাখছে ভোলা হিরাপুর নেতাজি সুভাষ উচ্চ বিদ্যালয়।

একটি বিদ্যালয় একটি ছাত্র–ছাত্রীর কাছে নিজের বাড়ির থেকেও বড় আসনে স্থান পায়। শিক্ষা থেকে খেলাধুলো এবং একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া। সবকিছুর জন্য বিদ্যালয় যেন এক রঙিন স্মৃতি। সে কারণে সরকারি উদ্যোগে মিড ডে মিল এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছে সাধারণ মানুষের চোখে। তার মধ্যেও ব্যক্তিগত ভাবে কাজ করে চলেছে কিছু বিদ্যালয়। যার মধ্যে অন্যতম এই বিদ্যালয়।

সিনেমা

আসছে ‘একটি অযাচিত মৃত্যু’

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্তমান সমাজে ভালোবাসার কোন মূল্য নেই, এই সমাজের সমস্ত কিছুর মূল্যই হল টাকা, টাকার জন্য একটা মানুষ কত নিচে নামতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ একটি অযাচিত মৃত্যু।

‘সময়’ একজন নির্ভীক লেখক লেখার জন্য ত্যাগ করতে পারে, ‘সৃষ্টি’ ‘সময়’এর প্রেমে পড়ে তার লেখার জন্যই, ‘সৃষ্টি’ ‘সময়’এর জন্য কিছু ত্যাগ করতে রাজি হয়, কিন্তু পারিপার্শ্বিক ঘটনা একসময় তাদের সম্পর্ককে অন্যদিকে টেনে নিয়ে যায়। বাকিটা জানতে হলে ‘ম্যাপ মুভিজে’ আসতে চলেছে ‘একটি অযাচিত মৃত্যু’ সেটি দেখতে হবে।

সুখেন মণ্ডলের কাহিনীতে বিশ্বাসের প্রযোজনায় এবং দিগন্ত চক্রবর্তী পরিচালিত এই ছবিতে অভিনয় করেছেন অতনু সরকার, রোশমি বেজ, সুস্মিতা পাল, মনোতোষ চ্যাটার্জি এবং অন্যান্যরা একটি বিশেষ চরিত্রে আছেন লেখকও। ক্যামেরা ও সম্পাদনায় দিব্যেন্দু পোড়েল, সহকারি পরিচালনায় মৈনাক চক্রবর্তী রনি কর্মকার। সহ প্রযোজনায় সুখেন মণ্ডল ও মনোতোষ চ্যাটার্জি। চিত্রনাট্য ঝিলিম রাজ, সুরকার ও কণ্ঠ শিল্পী বিভীষণ চালক। ৫০ মিনিটের এই ছবিটি আশা করা যায় দর্শকদের কাছে উপভোগ্য হবে।

‘দিন ও রাত’এর শুটিং শেষ

শ্রেয়সী ঘোষ : বনবিতান সহ বিভিন্ন লোকেশনে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি ‘দিন ও রাত’–এর শুটিং শেষ হল সম্প্রতি। সাবিয়া ইয়াসমিন প্রতিষ্ঠিত ও দিবা প্রোডাকশন্স নিবেদিত এই ছবির কাহিনিকার, চিত্রনাট্যকার, প্রযোজক এবং পরিচালক উজ্জ্বল চক্রবর্তী। সহকারী পরিচালক হিসেবে তাকে সহযোগিতা করেছেন কাজী গোলাম গৌস সিদ্দিকী ও সুব্রত ঘোষাল। মুখ্য ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করেছেন ড. শঙ্কর ঘোষ, বিক্রম ভট্টাচার্য, সম্পূর্ণা চক্রবর্তী, নিপা সরকার, প্রান্তিক চ্যাটার্জী, মিমো, প্রশান্ত দত্ত প্রমুখ শিল্পী। আবহসংগীত রচনায় সুব্রত ঘোষাল। চিত্রগ্রাহক সৌমেন দেবরায়। মেকআপের দায়িত্বে রাই। ছবিটির পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ চলেছে পুরোদমে।

কথামৃতের গান

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে ১৩ মে সান্ধ্য অধিবেশনের বিষয় ছিল ‘কথামৃতের গান’। পরিবেশন করলেন গায়ক ড. শঙ্কর ঘোষ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে গানগুলি গাইতে ভালবাসতেন, যার মধ্যে একাধিক গান বিভিন্ন ধর্ম প্রসঙ্গে অবশ্যই গেয়েছেন, তার থেকে গান নির্বাচন করেন গায়ক। এক ঘণ্টাব্যাপী এই অধিবেশনে গায়কের কৃষি কাজ জানো না, সদানন্দময়ী কালী, ডুব ডুব ডুব সাগরে, ডুব দে রে মন কালী বলে, শ্যামা মা কি আমার কালো রে, প্রভৃতি গানগুলি ভক্তদের হৃদয় স্পর্শ করেছে। তবলায় সহযোগিতা করেছিলেন সুকমল দাস।

সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : এক মনোমুগ্ধকর সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল ব্রম্ভা পুজো উপলক্ষে। পুজাপাঠের পাশাপাশি বাউল গান সহ প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগিকে অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয়।

ব্রম্ভা পুজোর দিন বহু ভক্ত সমাবেশ ঘটে। নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। এই পুজো ঘিরে সকলের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে প্রসস্থ সমাজ কল্যাণ সমিতি।

২৫ শে বৈশাখ সুভাষগ্রামের রবীন্দ্রপল্লীতে প্রহর ও লাবণ্য সাহিত্য পত্রিকা এবং বনশ্রী কলাকুঞ্জ নিবেদন করল কবিপ্রনাম। পরিবেশিত হল রবীন্দ্র সংগীত ও রবীন্দ্র নৃত্য।

হাওড়া আমতায় রবীন্দ্র মিলনমেলা

দীপংকর মান্না : ১১ মে আমতা পাবলিক লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনাথের ১৬৫তম জন্মজয়ন্তী বসেছিল রবীন্দ্র মিলনমেলা। রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন গ্রন্থাগারের সভাপতি ডাঃ নির্মল মাজি। প্রসঙ্গত, দীর্ঘ কয়েক বছর গ্রন্থাগারটি বন্ধ থাকায় বিধায়কের আন্তরিক প্রচেষ্টায় পুনরায় গ্রন্থাগার খোলা ও সুসজ্জিত হয় আমতা পাবলিক লাইব্রেরী। আমতা–১ বিডিও আদৃতা সমাদ্দার পরিবেশন করেন আবৃত্তি ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়শ্রী বাগ শোনান রবীন্দ্র সঙ্গীত। ‘ক’ এবং ‘খ’ দুই বিভাগে কচিকাঁচা থেকে কিশোর অংশ নেয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতায়। তাদের নিপুণ তুলির টানে ফুটে ওঠে অনন্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি ও পল্লী ভাবনা। রবীন্দ্র নৃত্যের তালে ছন্দে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে রবীন্দ্র মিলনমেলা। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারিক তাপস চক্রবর্তী, বড়গাছিয়া ও পানপুর ২ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক সুভাষ চক্রবর্তী ও আবীর সরকার, ২ হাওড়া জেলা পরিষদ সদস্য বিমল দাস, শীলা মাখাল, ৩ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শুভজিৎ সাহা, তুষার সিংহ, শুভজিৎ পোয়ালী, ভান্ডারগাছা ও সিরাজবাটীর ২ প্রধান নীপা বসু ও দীপা পাল, এছাড়াও বনমালী পাত্র, সমীর রায়, মুস্তাক আলি মণ্ডল, শুভজিৎ মিত্র, মিলন মণ্ডল, জাহানারা বেগম প্রমুখ রবীন্দ্রপ্রেমী। বিভিন্ন বিভাগের সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি ও গ্রন্থাগারিক সাবিনা খাতুন। এই রবীন্দ্র মিলনমেলা থেকে আমতার দুই বইপ্রেমী মানুষ সুনীল কুমার ভট্টাচার্য ও কুশল মানেক রবীন্দ্র সম্মানে সম্মানিত করা হয়। মিলনমেলায় উপস্থিত সর্বস্তরের মানুষকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান গ্রন্থাগারের সম্পাদক সৈকত ঘোষ ও গ্রন্থাগারিক সাবিনা খাতুন। নির্মলবাবু বলেন, শীঘ্রই হাওড়া জেলা পরিষদের আর্থিক অনুদানে আধুনিক ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিতভাবে সেজে উঠবে আমতা পাবলিক লাইব্রেরীর অব্যবহৃত অডিটোরিম।

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার নাট্য কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১ মে ২০২৫ শেষ হল রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার স্কুল ভিত্তিক নাট্য কর্মশালা। ২১ তম বর্ষে এই নাট্যকর্মশালা ১২টি বিদ্যালয়ের ৩৫ জন ছেলেমেয়ে অংশ নিয়েছে। গত ১ মে ২০২৫ প্রদীপ জ্বালিয়ে এই নাট্য কর্মশালার সূচনা করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর বাসন্তী ভৌমিক, সরোজ চক্রবর্তী পলাশ মণ্ডল। ১০দিনের এই নাট্য কর্মশালায় নাট্য প্রশিক্ষণ দেন রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার নাট্য অভিনেতা সৌরদীপ ব্যানার্জি, ১০দিনে ছোটরা ১টি নাটক প্রস্তুত করেন বাদল সরকারের হট্টমালার ওপারে। শেষ দিন অর্থাৎ ১১ মে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। উপস্থিত ছিলেন নাট্যকার, নির্দেশক, নাট্য আকাদেমির সদস্য রাকেশ ঘোষ, বাসুদেব হুই, রতন চক্রবর্তী, মিহিরলাল চক্রবর্তী, নারায়ণ মণ্ডল নিরেশ ভৌমিক পাঁচুগোপাল হাজরা, অনন্ত চক্রবর্তী, মেহেদী সানি, জাহাঙ্গীর হাবিব, সরোজ চক্রবর্তী। প্রথমে অতিথিদের ব্যাচ পরিয়ে ৩০ বছরের স্মারক দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় পরিশেষে পরিবেশিত হয় ১০ দিনের কর্মশালায় তৈরি করা নাটক ‘হট্ট মালার ওপারে’।

অনুষ্ঠানের শেষে অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্র–ছাত্রীদের হাতে ৩০ বছরের স্মারক ও মানপত্র তুলে দেওয়া হয়।

নাট্য আকাদেমি র সদস্য রাকেশ ঘোষ বলেন, ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্থা আগামী থিয়েটারের সলতে পাকাচ্ছেন, এরাই আগামী থিয়েটারের অভিনেতা–অভিনেত্রী হবে। এটা অনন্য সাধারণ কাজ। তিনি রবীন্দ্র নাট্য সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান।

সমস্ত কর্মকাণ্ডে যারা সহযোগী হিসেবে কাজ করলেন তাঁরা হলেন দেবব্রত মজুমদার, ঋতুপর্ণা মুখার্জি, প্রদীপ ভট্টাচার্য, পবিত্র সরকার, আদি দাস, সুরজিৎ বিশ্বাস, সুদীপ দাস। সৌরদীপ ব্যানার্জি, বিজয়া কর্মকার।

পুস্তক সমালোচনা

অনুগল্প সংকলন ‘আগুনের পরশমণি’

অসীম কুমার মিত্র : কবি অশোক কুমার দাশ কিছুটা ভিন্নধারার কবি ও কথাকার। তাঁর প্রকাশিত বিভিন্ন কবিতা ও গল্প মননশীল পাঠকদের নজর কেড়েছে। ইতমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দুটি কবিতা সংকলন– ‘রণতূর্য’ ও ‘প্রণতি চরণে’। এবার প্রকাশিত হলো তাঁর অনুগল্প সংকলন ‘আগুনের পরশমণি’। লেখকের তিনটি বইই প্রকাশিত হয়েছে ‘নবপ্রভাত’ প্রকাশণী থেকে। কবির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাঁর ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞাতা ও অনুভূতিকে প্রকাশ করার প্রবণতা, যা তাঁর কবিতায় গভীরতা ও আবেগ তৈরি করে। বর্তমানকালে কবিদের মধ্যে তাঁর যে অনন্য স্বর ও মেধাবী উত্তরণ তা তাঁর দুটি কবিতা সংকলনেই চিহ্নিত হয়ে যায়। অনুগল্প সংকলন ‘আগুনের পরশমণি’ চলমান সমাজজীবনের বাস্তব ঘটনাবলির টুকরো টুকরো কোলাজ, জীবনযুদ্ধের উপাখ্যান, এই অনুগল্পের সম্ভার। অন্যায়–অসাম্য–কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জেহাদ। দুঃখ সুখের না পাওয়ার বেদনার দিনলিপি। স্বপ্নপূরণের প্রত্যাশা, স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা কান্নার প্রতিচ্ছবি। আলোর পথে উত্তরণের দিকদর্শন– ‘আগুনের পরশমণি’। ঝকঝকে ছাপা, নির্ভুল বানান, প্রচ্ছদশিল্পী সুমন চক্রবর্তী (গুণী শিক্ষক)–র অনন্য অসাধারণ প্রচ্ছদে তৈরি লেখক–কবি অশোক কুমার দাশের ‘আগুনের পরশমণি এই সময়ের একটি কাঞ্চন ফসল। বইটি নিজ গুণে পাঠক সমাজে যে সমাদর পাবে তা অনস্বীকার্য।

বারো মাসের কবিতা

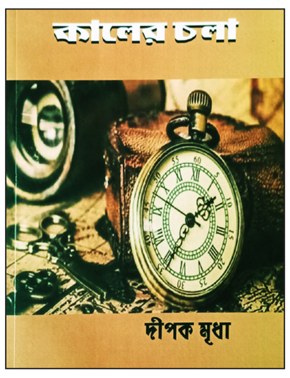

বিধান সাহা : কবি দীপক মৃধার নতুন কাব্যগ্রন্থ ‘কালের চলা’। ৫৭টি কবিতার সংকলন গ্রন্থ। কবিতাগুলি শিরোনাম বিহীন। শুধুমাত্র সংখ্যায় চিহ্নিত। আমাদের বাংলায় ঋতুচক্রের খামখেয়ালিপনা ও তাদের আচরণ নিয়ে একটি সামগ্রিক মনোভাবকে ৫৭টি কবিতার ফুল দিয়ে একটা মালা গেঁথেছেন কবি। কবিতাগুলি প্রায় সমমাপের। প্রতিটি কবিতা চারটি স্তবকে বিভক্ত। মাত্র দুটি শব্দ দিয়ে এক একটি পংক্তি রচিত। একই রীতিতে সবকটি কবিতা রচনা খুব সহজ কথা নয়, তবে সেই কঠিন কাজটি সহজ করে তুলেছেন কবি। বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত মাস ধরে ধরে প্রকৃতির নানা রূপকে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির খামখেয়ালিতে পরিবেশে যে বিরূপ প্রভাব পড়েছে তাও কবির দৃষ্টি এড়ায় নি। গ্রন্থের ভূমিকাতে এই পরিবেশ সচেতনতার কথাই উল্লেখ করেছেন কবি। গ্রন্থের শেষ কবিতায় কবি বলেছেন, রবে জগৎ/ রবে মরুৎ/ রবে ক্ষিতি/ রবে জ্যোতি।

বিবেত্র পালের প্রচ্ছদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থের ছাপা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন।

●কালের চলা –দীপক কুমার মৃধা।প্রকাশনা – ব্লুমস প্রকাশনী, চাঁদপুর, সোনারপুর, কলকাতা –৭০০১৫০, মূল্য –১৫০ টাকা।

কবিতা

প্রতিবিম্ব
অরুণ কুমার মান্না

মৃত্যুকে সঙ্গী করে হাঁটা শুরু জন্ম থেকে
ব্যক্তিগত কারণেই
কিছু পৃষ্ঠা সাদা রেখে
হল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা!
ভগবান মৃদু বকলেন,
মৃত্যুতে শান্তি পেতে ফাঁক রাখা চলবে না।
আমি ছত্রে ছত্রে আরও মৃত্যু লিখলাম।
ভগবান ধমকালেন, তোর জন্ম বৃথা!
আমি মৃত্যুর প্রতিবিম্ব ছাড়া
কিছু দেখতে পাইনি।

(বিনগ্রাম, হুগলি)

জলছোপ
অভিনন্দন মাইতি

অনন্ত বিরহের ভেতর ডুকরে চলে কাঠঠুকরো
নিরন্তর ঢেউ এসে ভেঙে যায় দুরে
হাতের রেখা থেকে কবেই উধাও হয়েছে লালচে দাগ।
এক একটা দাগে জন্ম নিত পাখি
পরিভ্রমণ শেষ করে ফিরে আসা রোদ লেগে থাকতো
পরিযায়ী মুগ্ধতা
এখন সমানে ঝরে পড়ে পাপড়ি।
খুঁজছি দাগ
খুঁজছি —
মুহূর্তের আড়ালে জন্মায় পর্বান্তরের অন্ধকার
সারা গায়ে মেখে ফেলি নিজেই
কালো কালো ছোপে অচেনা ঢেউ আসে কূলে
পর্দা সরিয়ে আয়নাটা দেখি বড় ঘোলাটে
জলছোপ দখল নিয়েছে সমগ্র অস্তিত্ব॥

(হরেন্দ্রনগর, কাকদ্বীপ, দঃ২৪ পরগণা)

দরজা খোলো আজ
স্বপন কুমার মান্না

আমার প্রিয় মাটির ঘরে
দরজা রাখি খুলে
দখিন বাতাল ঢুকবে খানিক
উঠবে হৃদয় দুলে।
আম কাঁঠালের গাছের ডালে
নাচে হলুদ পাখি,
দরজা খোলা দেখে আমায়
করে ডাকাডাকি।
গুরুমশাই আদর করে
পড়ান বইয়ের পাঠ,
জ্ঞানের দরজা ডানা মেলে
গড়বে রাজ্যপাট।
মনের দরজা খুলে রেখে
থাকবো বসে আমি,
ভালোবাসার পরশ জেনো
সোনার চেয়ে দামী।
রাখো যদি দরজা বন্ধ
দেখবে সবই কালো,
বদ্ধ মনের দরজা খুলে
জীবন করো আলো।

(উমেদপুর, চাউলখোলা, দঃ২৪ পরগণা)

ইচ্ছার জয়
শেফালী সরকার

কি যে নিদারুণ তপ্ত দুপুর
কে তুমি খেল এমন খেলা অন্তরালে।
ঐ উঠেছে বৈশাখী ঝড় নিয়ে ডালপালা
ঝরে পড়ে কচি কচি ফুল ফলে
এ ফুলে আর যাবে না মালা গাঁথা,
ছিঁড়ে গেছে সব ঝড়ে।
ঝড়ের দাপটে পথে নেই কেউ
আমি একা চেয়ে আছি
দেখছি তোমার খেলা।
বুঝিনা তোমার চাওয়া।
ভীত হরিণীর মত থরথর বুকে
তোমাকেই স্মরি বারবার।
তবু থামে না এ ঘূর্ণিঝড়।
তবে তাই হোক, তোমার ইচ্ছারই হোক জয় ॥

(ম্যুর এভিন্যু, কলকাতা–৪০)

নীরব
স্বস্তিকা ঘোষ

উড়ন্ত মেঘের লিপিমালা,
নাকি বর্ষা রোগের ইঙ্গিতবাহী,
পাতা চাপা ফণীমনসার আগুন,
রঙমিলন্তী খেলতে খেলতে;
আদুরে অভ্যর্থনা জানায় নবীনকে
তবে রৌদ্র আতস কাঁচে কেন্দ্রীভূত হলে
ঝলসানো কচিপাতারা,
বিনি পয়সার হাওয়া মোরগ–কে
মুদ্রাস্ফীতির শূলে চড়িয়ে দেয়।
তবু বুদ্ধিমান আগন্তুকরা নীরব।

(দৌলতাবাদ, দঃ২৪ পরগণা)

নামতে সহজ
পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য

উঠছে চাঁদ ধরছে কুঁড়ি
তুমি ছুঁয়ে থাকছ বুড়ি
ভাবছ বটে হবে না মোর
খেলায় জিৎ হবে না তোর।
ভোরবেলাকার স্বপ্ন এটা
দোরগোড়াতে গোবর ছেটা।
ইচ্ছে করেই থাকছ সরে
সন্ধ্যেবেলায় গলির মোড়ে
জাদু দণ্ডে লাগল গোল
ছট পরবের বাজল ঢোল।
নামতে সহজ উঠতে দেরী
নোনাজলে ডুবল মেছোঘেরী॥

(বিরাটি, কলকাতা–৫১)

নকল কনক
কানাইলাল সাহু

জনমের পর চোখ মেলে দেখি
জননীর কোল আলো করে একাকী শাবক
অন্তহীন তৃষার পাবক
হাতছানি দিয়ে ডাকে,
কুহকী হাজার দুয়ারী
নেড়ে চেড়ে দেখি নকল কনক
বেহুঁশ হই তবু নড়ে না টনক
বলপথে একাকী হাঁটাই সার
কালবেলা ভুলিয়েছে লক্ষ্মণ রেখা
স্মৃতি খোঁজে পীযুষ ভরা
অমৃত কলস॥

(দীনেশ পল্লী, কলকাতা–৯৩)

রাগটা করে খুকু
সুবিমল মাইতি

ফোটে ফুল ফুল বাগিচায়
তুলতে খুকু চায়
বকুনি খেয়ে রাগে বসে
কদম গাছের ছায়
যেতে মানা তুলতে মানা
গোমরা মুখে খুকু
আয় না দিদি মা ডাকছে
বলছি বোন টুকু
চলনা দিদি গাঁথবো মালা
ডোবার ফুল তুলে।
ফুলের মালা পরব যখন
মনটা যাবে ভুলে
আর না বসে হাঁটু জলে
তুলব শালুক ফুল
দু’জন মিলে খোঁপায় গুঁজে
বাঁধবো মাথার চুল।

(দঃসুরেন্দ্রগঞ্জ, দাসপুর, দঃ২৪ পরগণা)

অদ্ভুত
আব্দুল হান্নান

কবিতার আরশিতে চোখ রাখি বৈশাখী দুপুরে
গ্রীষ্মের ঝাঁঝালো রোদ্দুর ছুটে বেড়ায় নুপুরে
গাছের পাতা মাথা নোয়া, পাখির রব থমকে
গদ্য করে ভালুক ডাকে শুনে উঠি চমকে।
মাঠময় ছুটে বেড়ায় খাঁ খাঁ শব্দ
বের হলে পথে ঘাটে করে দেবে জব্দ
আই ঢাই করে শুধুই দরদর ঘাম
সানস্ট্রোক এসে গেলেই, প্রাণের নেই দাম।
আশা শুধু ছুটে বেড়ায় গ্রীষ্মের দাহ থেকে
চোখ ছোটে বুক ফাটে, থুতু শুকায় মুখ থেকে
নিরুপায়ের দ্বার ঘেঁষা বেশভূষা যাত্রায়
মন চাপা মুখ ফোটায় দূষণের মাত্রায়
দেখেও না দেখার ভানে দেখে দেখে চলা
বলা কথা বলা হয় শুধুই কথা বলা।
শান্তির বাতাবরণ নেই আর কোনখানে
পোড়া মাটির নীতিই বসে সবুজের আপ্যায়নে।

(রামশরণপুর, সীতারামপুর, দঃ২৪ পরগণা)

কবিগুরু স্মরণে
সীতারাম ভকত

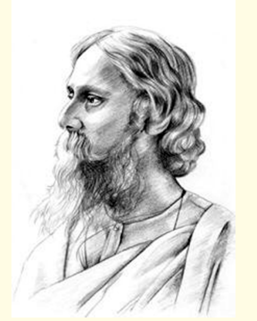

তুমি শুধু নও ভারতের রবি,
তুমি যে বিশ্বকবি,
২৫শে বৈশাখ আসে ঘুরে
ফিরে পূজিতে তোমার ছবি
মানবের বেশে এসেছিলে
তুমি বাগ্ দেবী বরপুত্র
কাব্য কবিতা কত শত লিখে
ভাষায় এনেছো সূত্র
অসাধ্য সাধন করেছো তুমি
বিন্দুতে যেন সিন্ধু,
সৃষ্টি তোমার পারাবারসম
সন্দেহ নাই কিছু
বিশ্বের কবি আমাদের রবি ভারতমাতার গৌরব
পূজাপার্বণে ছন্দে ও গানে ছড়ায় তোমার সৌরভ॥

(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

লজ্জাবতী
সন্তোষ কুমার সরকার

লজ্জাবতী লজ্জাবতী
লজ্জা কেন এত
রূপে নেই গন্ধ নেই
বড়ই তুমি ছোট
যেথায় সেথায় বেড়ে ওঠো
যত্ন তোমার নেই।
লজ্জাবতী লজ্জাবতী
একটু ছোঁয়া পেলে
নুইয়ে তুমি থাকো।
আবার লজ্জা ভেঙ্গে
ছড়িয়েও তুমি পড়ো।
তোমার সাথে করব খেলা
পারবো যত আমি।
হারজিতের খেলায় দেখব
পাল্লা কার ভারী।
লজ্জাবতী লজ্জাবতী
বাগানে তোমায় দেব ঠাঁই
যদি আমার কথা শোনো
ইস্কুল ফিরে করবো ছোঁয়া ছোঁয়া খেলা
যদি আমার কথাই শোনো॥

(যাদবপুর, কলকাতা–৩২)

বকুল বন ও করবী কানন
কামাক্ষ্যারঞ্জন দাস

ছিলাম বকুল ফুলের মধুহরা,
বকুলের গন্ধে ছিলাম মাতোয়ারা
আজব খেয়াল হল নিজের মনে,
থাকার সাধ হল করবী কাননে।
যেমন খেয়াল খেয়ালী মনের মাঝে,
সে যে কী দুরাশা খেয়াল করি না যে
প্রিয় পলাশ সখার টানে এখানে এসে
উদার অনেক সুহৃদ পেলাম নিজের পাশে
অচেনা দুষ্টু বিষাক্ত পোকা নীরবে এসে
করে বিস্ময়বলে মুচকি হাসিটা হেসে।
বাসা বাঁধা হবে না তোমার করবী কাননে,
বাঁকা চোখে বলে যাও অন্যখানে
করবী কাননে এমন যদি কখনো হয়,
এখানে তো সবাই বিষাক্ত পোকাও নয়
যদি অসহ্য আঘাত করে দুর্বল মনে
বিষের জ্বালায় জ্বলবো প্রতিটি ক্ষণে।
করবীতে এমন ঘটনা ঘটে কোনকালে
তাহলে করবীতে কেন, বকুলেই যাব চলে।
সবাই থেকো করবীতে, অবেলায় আমার ছুটি,
যাবার সময় কুড়িয়ে নেবই, করবীর একটি দুটি।

(বড়িশা, কলকাতা–৮)

প্রেম
সঞ্জয় কুমার নন্দী

এত কাঁটা জেনেও ছিলিস্ তার কাছে ...
আসে রক্তঝরা দুপুর
যেন ফোঁটা ফোঁটা রসের নুপুর
কান্না জলে ডুবে যাই
বল কেমন করে তারে ছুঁই !
যখন নদী কথা বলে
ছলাৎ ছলাৎ জোছনা খেয়া বায়
তরঙ্গ এসে হাত ধরে তার ওই সীমানায় ...
এ এক দুঃখজনক গাধা
ভেড়ার মতো সবাই পড়ে দকে
সন্ধ্যা রাতের পাখি আসা
যেন, বুকের মধ্যে জড়িয়ে থাকা রাধা।

মন
বিক্রমজিৎ ঘোষ

মহাবিশ্বের মাঝে চিন্তাশীল মনটা
বারবার আহত হতে হতে
তার সীমাহীনতা হারিয়েছে
মনগুলোকে সঙ্কীর্ণতা ঘিরে ধরেছে
মনটা একদিন হাল্কা রোদের মাঝে
উড়ে বেড়াত —
সেদিনের সেই মায়াভরা মনটা
মায়াহীন হয়ে পড়েছে
মনে একদিন ভালোবাসা বাস করতো
অকুণ্ঠ প্রেম ঝরে পড়ত
প্রেমিক প্রেমিকারে মন থেকে
যুগের সাথের মনটা পিছিয়ে পড়েছে
যুগ এগিয়েছে মানুষ পিছিয়েছে।

(রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া–৭১১ ১০১)

(প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২–১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি ডাকে পাঠাবেন, এই ঠিকানায়:– সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক/মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ /৯৯০৩৮৩৫৬১১)

আতশ কাচে

চ্যাম্পিয়ন সুবার্বান

সিএবি জুনিয়র নকআউট ওয়ান ডে চ্যাম্পিয়ন হল সুবার্বান ক্লাব। রবিবার যাদবপুর ক্যাম্পাসে এই ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন ট্যুর ও ফিক্সচার কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস, সিএবি পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক, গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান মদন ঘোষ, বর্ষীয়ান সদস্য রবি মিত্র ড্রিস্টিক্ট কোচিং কমিটির চেয়ারম্যান আশিস চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলা ছিল। সুবার্বান প্রথমে ব্যাট করে ৪৯.৩ ওভারে ৩০১ রান করে। অলক শর্মা সর্বোচ্চ ৫৮। জবাবে ৪০.২ বল খেলে ১৯৩ রানে অলআউট হয়ে যায়।

অনিশ্চিত হ্যাজেলউড

আইপিএল শুরু হলেও কতদিন বিদেশিদের পাবে ফ্র্যাঞ্চাইজিরা তা বলা যাচ্ছ না। এবারের আইপিএলে অন্যতম দাবিদার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। বিরাটের দল রয়েছে দু'নম্বরে। এরমধ্যেই খারাপ খবর শিবিরে। কাঁধের চোটের কারণে বাকি আইপিএল অনিশ্চিত জস হ্যাজেলউড। এর আগেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে চোটের কারণে খেলতে পারেননি হ্যাজেলউড।

আম্পায়ারদের প্রশিক্ষণ

বর্তমান ভারত-পাক সংঘর্ষের জেরে বেঙ্গল প্রো লিগ পিছিয়ে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। বর্তমানে সংঘর্ষ বিরতি হওয়ায় নতুন কোন সিদ্ধান্ত নেয় সিএবি তাই দেখার। তবে তার আগেই প্রস্তুত থেকেছেন সিএবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। হয়ে গেল আম্পায়ারদের প্রশিক্ষণ শিবির। বিভিন্ন টেকনিক্যাল দিক দেখার পাশাপাশি ম্যাচের লাইভ টেলিকাস্টের সময় কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত তা তুলে ধরা হয় আম্পায়ারদের সামনে। উপস্থিত ছিলেন রোহন পন্ডিত, আন্তর্জাতিক আম্পায়ার, বিসিসিসিআই ম্যাচ রেফারি ও প্রাক্তন রঞ্জি খেলোয়াড় প্রকাশ ভাট, বর্ষীয়ান বিসিসিআই আম্পায়ার ও সিএবির টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার প্রেমদীপ চ্যাটার্জি।

ইস্টবেঙ্গলের ১৪ গোল

কন্যাশ্রী মহিলা ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল বড় জয় পেল। রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি হয় সরোজিনী নাইডুওএসসির। ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রা প্রথম থেকে প্রাধান্য দেখিয়ে ১৪-১ গোলে জয় তুলে নেয়। লাল-হলুদের তিনজন ফুটবলার হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্ব দেখান। এঁরা হলেন দেবলীনা ভট্টাচার্য, কার্তিকা অঙ্গমুথু ও অষ্টম ওরাওঁ। দুটি গোল করেন লেপচা। একটি করে গোল করেন সুস্মিতা বর্ধন, সাথী দেবনাথ ও প্রিয়াঙ্কা।

বিপিন ইস্টবেঙ্গলে

পিভি বিষ্ণুর সঙ্গে চুক্তি বাড়ানোর পর বিপিন সিংকে সই করাল ইস্টবেঙ্গল। শোনা যাচ্ছে, আগামী দুবছরের জন্য লাল হলুদ জার্সিতে দেখা যাবে জাতীয় দলের উইঙ্গারকে। বেশ কয়েকদিন ধরেই বিপিনের দিকে হাত বাড়ায় ইস্টবেঙ্গল। কথাবার্তা অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল। এবার তাতে সিলমোহর পড়ল। শুক্রবার মুম্বই সিটি এফসি থেকে বিপনকে সই করাল ইস্টবেঙ্গল। দীর্ঘদিন মুম্বই সিটির হয়ে খেলছেন। গতির পাশাপাশি গোল করার ক্ষমতা রয়েছে। বর্তমানে জাতীয় দলের নিয়মিত সদস্য। সুতরাং, অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবে ইস্টবেঙ্গল।

মেসি অনিশ্চিত

চলতি বছরের অক্টোবর নাসে কেরালায় প্রীতি ম্যাচ খেলার কথা ছিল লিওনেল মেসি সহ গোটা আর্জেন্টিনা দলের। কিন্তু সূত্রের খবর, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই পরিমাণ অর্থ জোগাড় করতে ব্যর্থ হওয়ায় দ্বিতীয়বার মেসি সহ আর্জেন্টিনা দলের ভারত সফর অনিশ্চিত।

আইপিএল ফের শুরু, ফাইনাল হাতছাড়া হতে চলেছে কলকাতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : থমকে গিয়েছিল ভারত-পাক সংঘর্ষে। আপাতত নিউ নর্ম্যালে ফের শুরু হচ্ছে আইপিএল। বিসিসিআই জানিয়েছে, ১৭ মে থেকে আবার প্রতিযোগিতা শুরু হবে। ফাইনাল ৩ জুন, মঙ্গলবার। লিগ পর্বের ১৩টি এবং ফাইনাল-সহ প্লে-অফের চারটি ম্যাচ বাকি। বাকি ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে ৬টি ভেন্যুতে-বেঙ্গালুরু, জয়পুর, দিল্লি, লখনউ, মুম্বই ও আহমেদাবাদ। মোট ১৭টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। থাকছে ২টি ডাবল হেডার। প্লে অফের ভেন্যু পরে জানাবে বিসিসিআই। তবে প্লে অফ থেকে ফাইনাল পর্যন্ত ম্যাচগুলোর দিন-তারিখ ঠিক করা হয়েছে। ২৯ মে হবে প্রথম কোয়ালিফায়ার, ৩০ মে এলিমিনেটর, দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ১ জুন এবং ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ৩ জুন। ধরমশালায় ৮ মে দিল্লি-পাঞ্জাব ম্যাচে প্রথম ইনিংস চলাকালীন খেলা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। সেদিন ভারতের জম্মুসহ সীমান্তবর্তী কয়েকটি এলাকায় মিসাইল হামলা চালায় পাকিস্তান। তড়িঘড়ি ব্ল্যাকআউট করে স্টেডিয়াম খালি করে দেওয়া হয়। এরপরই জরুরী বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় ৭ দিনের জন্য বন্ধ থাকবে আইপিএল। পরিবর্তিত সূচিতে পাঞ্জাব ও দিল্লির এই ম্যাচ ২৪ মে জয়পুরে আবারও অনুষ্ঠিত হবে। আগের সূচি অনুযায়ী ২৫ মে কলকাতায় শেষ হওয়ার কথা ছিল আইপিএল। কিন্তু এখন ৩ জুন শেষ হওয়ায় চাপ বাড়ল। কারণ পরিবর্তিত সূচিতে ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যের ওয়ানডে সিরিজের সূচির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে আইপিএল। তিন ম্যাচের এই সিরিজ ২৯ মে বার্মিংহামে শুরু হয়ে শেষ হবে ৩ জুন ওভালে। সূচি পরিবর্তিত হওয়ায় আইপিএলের সাত দিন পরই শুরু হবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়সশিপ ফাইনাল। ১১ জুন লর্ডসে এই ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকা। হায়দরাবাদে প্রথম কোয়ালিফায়ার ও এলিমিনেটর হওয়ার কথা ছিল। ইডেনে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ও ফাইনাল হওয়ার কথা। তবে শেষপর্যন্ত ফাইনাল ইডেন পাবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস যা, তাতে ফাইনালের সময় বড় ধরনের ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। বোর্ড সেই ঝুঁকি নিতে চাইছে না একেবারেই।

আরও ১ বছরের জন্য বাগানে অ্যালড্রেড

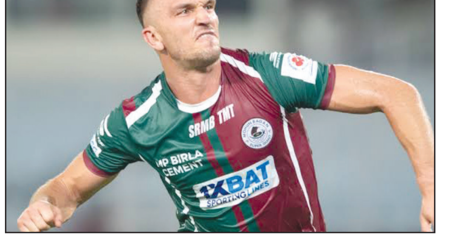

নিজস্ব প্রতিনিধি : আরও একটা মরশুম সবুজ মেরুন জার্সিতে দেখা যাবে টম অ্যালড্রেডকে। এক বছরের চুক্তি বাড়ল স্কটিশ ডিফেন্ডারের সঙ্গে। শনিবার মোহনবাগানের চুক্তিপত্রে সই করেন টম। এবার কলকাতার প্রধানের আইএসএল লিগ শিল্ড এবং ট্রফি জয়ের পেছনে বড় ভূমিকা নেন তিনি। অ্যালবার্তো রডরিগেজের সঙ্গে মিলে মোট ১৬টি ম্যাচে ক্লিনশিট রাখেন। কিন্তু তাসত্ত্বেও বাগান ছাড়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন। ক্লাবও তেমন আগ্রহী ছিল না। আইএসএল কাপ জয়ের পর শোনা গিয়েছিল, আর মোহনবাগানে খেলতে চান না। টমকে রাজি করানোর পালা চলছিল। শেষমেষ রাজি হয়ে গেলেন। আরও এক বছরের জন্য অ্যালবার্তোর সঙ্গে জুটি বেঁধে সবুজ মেরুন রক্ষণের দায়িত্ব সামলাবেন স্কটিশ ডিফেন্ডার। এবার আইএসএলে মোহনবাগানের সবচেয়ে সফল মরশুম। লিগ শিল্ডের পর আইএসএল কাপও জেতে। তাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় দুই বড় চেহারার ডিফেন্ডার। দুজনের মধ্যে বোঝাপড়া অনবদ্য। গোল রোখার পাশাপাশি গোলও করেন দুজনেই। তাই নতুন মরশুমের আগে রক্ষণের এই জুটি ভাঙতে চায়নি মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট। এবার এএফসি লক্ষ্য শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবের। তবে বিদেশিতে তেমন পরিবর্তন হবে না। জেমি ম্যাকলারেন, জেসন কামিন্স, দিমিত্রি পেত্রাতোস থাকছে। রেখে দেওয়া হল টম অ্যালড্রেড এবং অ্যালবার্তো রডরিগেজকেও। একমাত্র গ্রেগ স্টুয়ার্টের জায়গায় নতুন একজন বিদেশি নেওয়া হবে। এছাড়াও এএফসির কথা মাথায় রেখে নেওয়া হবে একজন সপ্তম বিদেশিকে।

টুকরো

প্রয়াত ফুটবলার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় ফুটবলের উজ্জ্বল নক্ষত্র তথা ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবলার ডি.এম.কে. আফজাল প্রয়াত। বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তাঁর প্রয়াণে ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্র এক অভিজ্ঞ, নিবেদিতপ্রাণ ও প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে হারাল। ডিএমকে আফজাল ছিলেন ষাটের দশকের ভারতীয় দলের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার। কলকাতায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে যোগ দেন। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে তাঁর সময়কাল ছিল অত্যন্ত গৌরবময়। তিনি ১৯৬৬ সালে কলকাতা ফুটবল লিগ ও আই.এফ.এ. শিল্ড জেতেন। ১৯৬৭ সালে রোভার্স কাপ ও ডুরান্ড কাপ এবং ১৯৬৮ সালে সাইত নাগজি ট্রফি, কেরালা এফ.এ. শিল্ড এবং বর্ডোলই ট্রফি জেতেন। ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে তিনি ১৯৬৬ ও ১৯৬৮ সালে উল্লেখযোগ্যভাবে খেলেন। ১৯৬৮ সালে শিল্ড, ডুরান্ড ও রোভার্স কাপে তাঁর একটি করে গোল রয়েছে, যা দলের জন্য ছিল অমূল্য।

পুলিশে রবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সন্তোষ জয়ের অন্যতম নায়ক রবি হাঁসদা। সন্তোষ ট্রফি জয়ের পরই প্রত্যেককে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার রাজ্য পুলিশের চাকরিতে যোগ দেন রবি হাঁসদা।

ক্রিকেটকে রানের থেকেও অনেক কিছু তুমি দিয়েছো, আবেগপ্রবণ শচীন

নিজস্ব প্রতিনিধি : একসময়ে তাঁর সঙ্গেই তুলনা করা হত। গোটা বিশ্বই মনে করত, শচীন তেন্ডুলকরের রেকর্ড যদি কেউ ছুঁতে পারেন, তবে বিরাট কোহলিই পারবেন। দশ হাজার রান এখনও হয়নি, ১০০ টা একশোও হয়নি। গোটা বিশ্বকে আচমকা জানিয়ে দিলেন কোহলি, লাল বলের ক্রিকেটে সাদা জার্সিতে আর খেলবেন না। বিরাটের অবসরে আবেগ চুঁইয়ে চুঁইয়েই পড়েছে কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকরের। সমাজমাধ্যমে স্মৃতিকথা সহ কোহলির সম্পর্কে নানা কথা দীর্ঘ পোস্টে উল্লেখ করেন মাষ্টার ব্লাস্টার। শুধু পরিসংখ্যান দিয়েই যে বিরাটের এই কেরিয়ারকে বিচার করা যায় না, তা জানান শচীন। যেখানে তিনি লিখেছেন, 'তোমার টেস্ট ক্রিকেট কেরিয়ার অসাধারণ। ক্রিকেটে আভিজাত্য বজায় রেখেছিলে। তুমি ভারতীয় ক্রিকেটকে কেবল রানের চেয়ে অনেক বেশি কিছু দিয়েছো। আগামীতেও অনেক তরুণ প্রজন্ম তোমার খেলা দেখে উদ্বুদ্ধ হবে। ক্রিকেটকে ভালবাসবে। শুধু রান করোনি, তার বাইরেও ভারতীয় ক্রিকেটকে অনেক কিছু দিয়েছ তুমি। যা পরবর্তী প্রজন্ম ও ভক্তদের মধ্যে সঞ্চারিত হবে। স্পেশাল টেস্ট ক্রিকেট কেরিয়ারের জন্য তোমাকে অনেক অনেক অভিনন্দন।' বিরাটের বিদায়বেলায় ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরে যান শচীন। মনে করান ১২ বছর আগের কোহলিকে। শচীন লেখেন, টেস্টকে বিদায় জানানোর দিন, ১২ বছর আগে আমার বিদায়ী টেস্টের ঘটনা মনে পড়ছে।

আসন্ন মরশুমে মুখ্যমন্ত্রীর দিকেই তাকিয়ে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা ময়দানের ঐতিহ্যবাহী মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব আবারও গভীর আর্থিক সঙ্কটে পড়েছে? সদ্য সমাপ্ত আইএসএল ও সুপার কাপের পরেও ক্লাবের ইনভেস্টর সমস্যা কাটেনি, বরং পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। ক্লাবের দুই ইনভেস্টর শ্রাচি ও বাঙ্কারহিলের মধ্যে চলা টানাপোড়েনের জেরে নতুন করে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। সেই সঙ্গে ফুটবলার ও কোচদের বকেয়া বেতন নিয়ে ক্লাবের প্রতি আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা ফিফার নজর পড়েছে, যা সাদা-কালো জার্সির সম্মানহানির সমান।

মহমেডান কার্যকরী সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি জানান, 'আমরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। তাঁকে পুরো বিষয়টা জানাতে চাই, যাতে কোনওভাবে এই সঙ্কট থেকে ক্লাবকে উদ্ধার করা যায়।' তবে মুখ্যমন্ত্রীর সময় না পাওয়ায় এখনও কোনও বৈঠক সম্ভব হয়নি। আশা করা হচ্ছে, আগামী মাসে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হবে। কিন্তু সমস্যার মূল কোথায়? মহমেডানের বর্তমান এই সংকটের কেন্দ্রে রয়েছে শেয়ার সংক্রান্ত জটিলতা। শ্রাচি সংস্থা প্রায় ১৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেও ক্লাবের মালিকানার কোনও শেয়ার পায়নি বলে অভিযোগ করেছে। সেই কারণেই তারা অর্থসাহায্য বন্ধ করে দিয়েছে। শ্রাচির এক কর্তা স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'আমরা বিনিয়োগ করেছি কিন্তু মালিকানায় কোনও অংশ পাইনি। সুতরাং আমরা ফান্ডিং বন্ধ করেছি

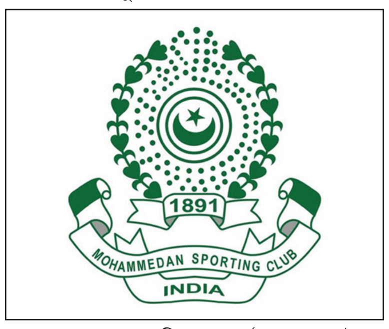

এবং প্রয়োজনে লগ্নিকৃত অর্থ ফেরত চাইব।' অন্যদিকে, ক্লাব কর্তারা দাবি করছেন, এই শেয়ার হস্তান্তরের দায়িত্ব ছিল আরেক ইনভেস্টর বাঙ্কারহিলের ওপর।

কার্যকরী সভাপতি জানান, 'আমরা ১ শতাংশ শেয়ার তুলে দিয়েছিলাম বাঙ্কারহিলকে। সেই শেয়ার থেকেই শ্রাচিকে ভাগ দিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দীপক সিংয়ের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।' এই দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে ক্লাবের ভবিষ্যত ঝুঁকির মুখে। পুরনো খেলোয়াড়দের সাত মাসের বেতন বাকি। অনেক ফুটবলার ফিফার কাছে নালিশ করেছেন। তবে এত প্রতিকূলতার মধ্যেও ক্লাব কর্তারা কিছুটা হলেও নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে সুপার কাপের আগে কিছু অর্থ তুলে খেলোয়াড়দের পাঠিয়েছিলেন ভুবনেশ্বরে। সেসময় কিছু বকেয়া বেতন মিটিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন-ফুটবলারদের পুরো বকেয়া টাকা কে দেবে? নতুন ইনভেস্টরের খোঁজ চলছে। আমিরুদ্দিন ববি বলেন, 'আমরা নতুন ইনভেস্টরের সঙ্গে কথা বলছি। কেউ যদি রাজি হয়, তবে তাকে বাঙ্কারহিলের সঙ্গে বসিয়ে বিষয়টি মিটমাট করানোর চেষ্টা করব।' কিন্তু এখনও কোনও নিশ্চিত চুক্তি হয়নি।এই মুহূর্তে রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ছাড়া সমাধানের রাস্তাও যেন বন্ধ হয়ে গেছে। ক্লাবের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট-মহমেডান স্পোর্টিং একটি আবেগ, একটি ইতিহাস। সেই ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে জরুরি ভিত্তিতে এই আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে হবে। একটি ক্লাবের অস্তিত্ব শুধু মাঠের পারফরম্যান্সে নয়, তার প্রশাসনিক ও আর্থিক কাঠামোর উপরও নির্ভর করে। মহমেডান স্পোর্টিং যদি এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে না পারে, তাহলে শুধু ক্লাব নয়, গোটা বাংলা ফুটবলই হারাবে এক গৌরবময় অধ্যায়।

মোহনবাগানের আদলে পূর্ব বর্ধমানের নন্দী পরিবারে বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : খেলা প্রিয় সত্য নারায়ণ নন্দী আর মোহনবাগান যেন সমর্থক শব্দ। প্রিয় ক্লাবের যখনই খেলা হয়েছে পরিবার সহ সেখানেই ছুটে গিয়েছেন তিনি। তাঁর স্ত্রী ও কন্যা তারাও বাগান ভক্ত। তাঁর বাসস্থান চৌ গ্রামে বসল চাঁদের হাট। নিজের শখের বাড়িটি তিনি সবুজ মেরুনের আদলে সাজিয়ে তুলেছেন। বাড়িটির প্রবেশদ্বার থেকে শুরু করে গোটা বাড়িটি সাজানো মোহনবাগানের সাফল্যের বিভিন্ন মুহূর্তে। এমনকী অমর একাদশের মূর্তিও বসানো হয়েছে এই বাড়িটিতে। যার উন্মোচন করেন সচিব দেবাশিস দত্ত। মোহনবাগানের আদলে বাড়ি দেখে নস্ট্যালজিক সবাই। দেবাশিস দত্ত ছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন সোহিনী মিত্র,অসিত চ্যাটার্জি, সত্যজিৎ চ্যাটার্জি, মানস ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। মোহনবাগানের সাফল্যের জন্য নিজের বাড়িটি এইভাবে সাজিয়ে তুলেছে নন্দী পরিবার। এই সাফল্যে তিনি কৃতজ্ঞতা জানান সচিব দেবাশিস দত্তকে। সত্য নারায়ণ নন্দী জানান মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত যেভাবে মোহনবাগানের সাফল্য এই তিন বছরে এনে দিয়েছেন তাতে তিনি ও তাঁর পরিবার অত্যন্ত খুশি। সেই খুশিতেই তাদের এই আয়োজন। তাদের কাছে এদিনের এই আয়োজন গৃহ প্রবেশের চাইতে কোনও অংশে কম নয়। তাঁর সঙ্গে একই মত তাঁর স্ত্রী মৌসুমী নন্দী ও কন্যা সৌমিলি নন্দীর। এদিন বাড়ির প্রবেশ দ্বার থেকে শুরু করে প্যান্ডেল সবেতেই সবুজ মেরুনের ছোঁয়া। গোটা গ্রামকে তিনি এদিন আমন্ত্রণ করে খাওয়ান মোহনবাগানের সাফল্যের জন্য।

বাগান নির্বাচনে চমক দেখাচ্ছেন সৃঞ্জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : মোহনবাগানে নির্বাচন। তারজন্যও ইস্তেহার! সদস্য সমর্থকদের চমকে দিলেন সৃঞ্জয় বসু। বিধাননগরে এক অনুষ্ঠানে ক্লাব সদস্যদের সামনে ইস্তেহার প্রকাশ করেন সৃঞ্জয়। ছিলেন একাধিক প্রাক্তন ফুটবলার, প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং সৃঞ্জয় প্যানেলের সম্ভাব্য অন্য প্রার্থীরাও। ক্লাবের নির্বাচনে ইস্তেহার প্রকাশ করে প্রচারে রীতিমতো অভিনবত্ব আনলেন প্রাক্তন সচিব। ইস্তেহারে একাধিক বড় ঘোষণা করেছে সৃঞ্জয় শিবির। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ক্লাবের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরি। ইস্তেহারে বলা হয়েছে, 'বর্তমান ক্লাব প্রাঙ্গণ যেহেতু সেনা-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্রে অবস্থিত, তাই নানা চাহিদা সত্ত্বেও বহু প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়। এক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান করাই হবে নতুন কমিটির কাজ। ঐতিহ্যবাহী মোহনবাগান ক্লাব যাতে বিস্তার ও প্রসারের নিরিখে এগিয়ে যায়'। ইস্তেহারে বলা হয়েছে, ক্লাবের বর্তমান পরিকাঠামোয় উন্নয়ন আনাই হবে নতুন গঠিত কমিটির সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মেম্বার্স গ্যালারি, ক্যাফেটেরিয়া-সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সুবন্দোবস্ত করা, এছাড়া ক্লাব প্রাঙ্গণের মধ্যে সভ্যরা যাতে নিজেদের মতো করে সময় কাটানোর পরিসর পান, সে-ব্যবস্থা করাই হবে লক্ষ্য। ক্লাবের ব্র্যান্ডিং এবং মার্কেটিংয়েও বাড়তি গুরুত্ব দেবে নতুন কমিটি। আন্তর্জাতিক স্তরে মোহনবাগান ক্লাবের নাম যাতে আরও ছড়িয়ে পড়ে, সেই লক্ষ্যে সর্বতভাবে চেষ্টা করবে নতুন কমিটি। এক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে ক্লাবের মার্কেটিংও ব্র্যান্ডিং প্রক্রিয়া ঢেলে সাজানো হবে।

প্রতিভার খোঁজে

ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : সুন্দরবনের প্রাচীন ও জনপ্রিয় একটি খেলা হল ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা, ১১ মে সেই খেলা হয়ে গেল জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের উত্তর দুর্গাপুর পঞ্চায়েতের ফতেপুর গ্রামবাসীবৃন্দের পরিচালনায় বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের উদ্যোগে। এদিন ঘন্টা বাজিয়ে এই খেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিধায়ক। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উত্তর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের প্রধান প্রতিনিধি তথা ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতার সভাপতি শামসুল হক মোল্লা, জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর, সমাজসেবী রাজু লস্কর, পঞ্চায়েত সদস্য সাহিদ লস্কর, রুপম লস্কর সহ আরো অনেকে। জয়নগর, কুলতলি, মগরাহাট, ক্যানিং সহ আশেপাশের এলাকা থেকে মোট ৩২ টি ঘোড়া এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। বিধায়ক বলেন,সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি রক্ষায় হারিয়ে যাওয়া এই খেলার গুরুত্ব অনেক।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com